বসন্তসেনা

সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অনুবাদ।

শ্রী মধুসূদন বাচস্পতি সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সর্কিউলর রোড, নং ৫৮।৫

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

তৃতীয় বার মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৮। মে, ১৮৭১।

মূল্য—১।০, এক টাকা চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

কতিপয় বর্ষ অতীত হইল, একদা এক গুণগ্রাহী মহাত্মা আমাকে গদ্য পদ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অনুবাদ করিতে অনুমতি করিলেন। কহিলেন, যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে মৃচ্ছকটিক নামটি সাধারণ জনগণের উচ্চারণ পক্ষে সহজ নহে, আমাদের মতে এই নাটকের নায়ক অপেক্ষা নায়িকার গুণই অধিকতর ও প্রশংসনীয়, এবং শকুন্তলা, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকও নায়িকার নামে প্রসিদ্ধ, অতএব এই গ্রন্থের বসন্তসেনা নাম দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আমিও দেখিলাম, মৃচ্ছকটিক নাটক অতি প্রাচীন গ্রন্থ, প্রসিদ্ধ আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ের পূর্ব্ব সার্দ্ধ শত বৎসর সময়ে মহাকবি শূদ্রক রাজা এই নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে অতি প্রাচীনকালের নানাপ্রকার রীতি, নীতি, নীচাশয় জনের অধম চরিত, খলের প্রকৃতি, দ্যূতক্রীড়া ও চৌর্য্যবৃত্তির দোষ, কুলটা-সঙ্গের অনৌচিত্য, সাধু জনের সদাশয়তা, শরণাগতবাৎসল্য, ব্যবহারবিষয়ক দুষ্টতা, সৎপ্রণয়, ভবিতব্যতা এবং গ্রন্থোক্ত নায়কের ঔদার্য্য ও নায়িকার ঐকান্তিকতা প্রভৃতি নানাবিষয়িণী কথা বর্ণিত আছে। রাজা শূদ্রক অতি প্রশংসনীয় কবি ছিলেন, বিশেষতঃ তদ্বিরচিত গদ্য অপেক্ষা পদ্যগুলি অতি মনোহর।

আমি এই গ্রন্থের এই সকল গুণ দর্শনে ভাষায় বর্ণনবিষয়ে লোলুপ হইয়া স্বীয় ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্যে হস্তার্পণ করিলাম, এবং উক্ত মহাত্মার বাসনাবশম্বদ হইয়া বসন্তসেনা নাম দিয়া যথাসাধ্য অনুবাদ করিলাম। কিন্তু নানা কারণে মুদ্রাঙ্কণে শিথিলপ্রযত্ন ছিলাম। পরে উক্ত মহাত্মার ও আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রামদয়াল ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির যত্ন ও উদ্যোগে সম্প্রতি মুদ্রিত হইল।

ইহা উক্ত নাটকের অবিকল অনুবাদ নহে, কবিতাগুলি কবিতায় গদ্যগুলি গদ্যে অনুবাদ করিয়াছি, স্থানে স্থানে বৈপরীত্যও হইয়াছে, স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে অতিরিক্ত কথাও সন্নিবেশিত করিয়াছি, তথাচ মূল গ্রন্থের অনুবর্ত্তনবিষয়ে বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছি। সংস্কৃত শ্লোক হইতে মিত্রাক্ষর-চ্ছন্দোবন্ধে ভাষায় পদ্য রচনা, মাদৃশ জনের পক্ষে সহজ নহে, আমি তদ্বিষয়ে সাধ্যমত

পরিশ্রম করিয়াছি। রচনা কিরূপ হইয়াছে, আমি তাহা কিরূপে কহিব, এইমাত্র বলিতে পারি যে, সরল শব্দাবলী প্রয়োগ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া লিখিয়াছি।

গ্রন্থ লিখন কালে, এতদ্দেশে ও ইয়ুরোপে মুদ্রিত ও প্রচলিত দুইখানি মূল গ্রন্থ এবং মহাত্মা এচ, এচ, উইলসন সাহেব মহোদয়-বিরচিত ইংরাজী অনুবাদ অবলোকন করিয়াছিলাম, অনেক স্থলে কোন গ্রন্থের সহিত কাহারই ঐক্য পাই নাই, সংস্কৃত গ্রন্থেও স্থানে স্থানে পাঠের এমত গোলযোগ দৃষ্ট হইয়াছে যে তত্তৎস্থলে গ্রন্থকারের লিপি বিপর্য্যস্ত হওয়াই অনুমিত হয়, সুতরাং এই অনুবাদেও স্থানে স্থানে ভাবের বৈপরীত্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহা হউক, গুণগ্রাহিগণ আমার দোষ গ্রহণ না করিয়া, মহাকবি শূদ্রক-রাজ-প্রণীত উক্ত সুললিত নাটকে সমাদরপ্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় অনুবাদ বলিয়া, এই গ্রন্থে কৃপাবলোকন করিলে শ্রমসাফল্য জ্ঞান করিব।

নাটক গ্রন্থ যেরূপে আরব্ধ হইয়া থাকে, অনুবাদ স্থলে সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে পাঠকবর্গের পক্ষে উপাখ্যানের উপক্রমভাগ সম্যক্ বোধগম্য হইবে না। এই আশয়ে আমি তদংশটী উপক্রমণিকা স্বরূপে বর্ণন করিয়া দিলাম ইতি।

কলিকাতা, নর্ম্যাল-বিদ্যালয়।
সংবৎ ১৯২০।১২৭০ সাল ১২ই ফাল্গুন। } শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

বসন্তসেনা তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল। এবারও কোন কোন স্থল পরিবর্ত্তিত, পরিত্যক্ত এবং কোথাও বা নূতন সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এবং পূর্ব্ব দুই বারে কোন কোন স্থলে যে অশ্লীল শব্দ ছিল তৎসমুদায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সহর্ষ মনে প্রকাশ করিতেছি, ইহার মুদ্রাঙ্কন সময়ে যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সংশোধন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন ইতি।

কলিকাতা নর্ম্যাল বিদ্যালয়।
২৫এ বৈশাখ, ১২৭৮। } শ্রী মধুসূদন শর্ম্মা।

বসন্তসেনা।

উপক্রমণিকা।

পূর্ব্বকালে পূর্ব্বতন রাজমণ্ডলীর অপূর্ব্ব রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বজনরঞ্জন চারুদত্ত-নামা ব্রাহ্মণ ছিলেন। দয়া, পরোপকার ও বদান্যতা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ প্রধান গুণ ছিল। তিনি সত্যব্রত পালনে সর্ব্বদা সাবধান ছিলেন, প্রাণাত্যয়েও অনৃতপদবীতে পদার্পণ করিতেন না। সৎকর্ম্মই সংসারের সার, ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সুহৃৎ, এই কথা নিরন্তর তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি অশেষ গুণভূষণে ভূষিত ছিলেন বলিয়া নগরস্থ সাধুসমাজে সমধিক মান্য ও সর্ব্বত্র মহাত্মারূপে গণ্য ছিলেন। পরোক্ষাপরোক্ষে সকল লোকেই আর্য্য চারুদত্ত বলিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিত। তাঁহার পিতা পিতামহ বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন, এই জন্য সার্থবাহ উপাধি হইয়াছিল। সার্থবাহ চারুদত্ত প্রথমাবস্থায় অতিশয় বিভবশালী ছিলেন, কিন্তু ধন অতি অকিঞ্চিৎকর ও বিনশ্বর, উচিত পাত্রে সমর্পিত হইলেই সার্থক হয়, ইহাই সার বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং ক্রমে ক্রমে স্বোপার্জ্জিত ও পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত সমস্ত ধন, ধনহীন বান্ধবগণে ও দরিদ্রজনে বিতরণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। ফলতঃ (সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং) তাঁহার এই দান ও দয়া-গুণ, সর্ব্বত্র গুণ বলিয়া পরিগণিত হইল না। লোকে কহিতে লাগিল, সার্থবাহ যে সমুদায় অর্থ অর্থিসাৎ করিলেন, সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রঘু যে যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ জীমূতকেতুর সুত জীমূতবাহন যে দয়াপরবশ হইয়া নাগের প্রাণরক্ষার্থে খগ-রাজকে নিজ দেহ দান করিয়াছিলেন, দাতৃত্ব-কীর্ত্তি বিলোপ শঙ্কায় কর্ণ যে পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তাহা কি সমুচিত বলিয়াই পরিগণিত

হইবে? যাহা হউক, এই বদান্যস্বভাব সার্থবাহ বিভবের অভাব জন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট না থাকিয়া কোনরূপে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও সাংসারিক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনী নগরে বসন্তসেনা-নাম্নী পরমরমণীয়া একটী কন্যা ছিলেন। এই অঙ্গনা অঙ্গরূপশোভায় অনঙ্গকামিনীর ন্যায়, ঐকান্তিকতায় বৈদেহীর ন্যায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় দময়ন্তীর ন্যায় ছিলেন। তাঁহার রূপ-লাবণ্য যেরূপ অলোকসামান্য, অন্তঃকরণও তাদৃশ উদার ও অসামান্য ছিল। এই জন্য, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত স্ত্রীরত্নসৃষ্টি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার এইরূপ রূপসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নাগর জনেরা নিরন্তর এই চিন্তা করিত, না জানি এই কামিনী কাহার হস্তগামিনী হইবেন।

এদিকে বসন্তসেনার শৈশবকাল গত ও যৌবনসময় সমাগত হইল। তখন তিনি নব-কিসলয়-শালিনী লতার ন্যায়, মৃগাঙ্ক-বিরহিত মৃগাঙ্ক-কলার ন্যায় ও কষ-বিশোধিত কাঞ্চন-পুত্তলীর ন্যায় চিত্ত-চমৎকারিণী শরীরশোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার রূপরাশির ন্যায় গুণরাশিও নিরুপম ছিল। যেমন মধুরাকৃতি, প্রকৃতিও সেইরূপ মনোহারিণী; যেমন প্রিয়দর্শনা, সেইরূপ প্রিয়ভাষিণীও ছিলেন। এইরূপ সর্ব্ব সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া পৌরগণ তাঁহাকে শাপগ্রস্তা অস্থান-পতিতা দেব-বনিতা বোধ করিয়াছিল।

কালক্রমে বসন্তসেনার বিষয়-সুখসম্ভোগে বাসনা জন্মিল। তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া সখীগণ সন্নিধানে নগরীয় গুণিগণের গুণগান শ্রবণে সমুৎসুক হইলেন। এবং চারুদত্তকে সর্ব্বগুণান্বিত শুনিয়া মনে মনে এই সংকল্প করিলেন, "যদি সার্থবাহ কৃপা করেন, তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিব, নতুবা নীচপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ পুরুষান্তরে প্রবৃত্তি করিব না।" চারুদত্তও বসন্তসেনার অদ্ভুত গুণরাশি ও নিরুপম রূপ সৌন্দর্য্য অবগত হইয়া অলৌকিক বস্তু বোধে নবেন্দুকলা দর্শনের ন্যায় তদ্দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বার্ষিক মদন-মহোৎসবের দিন উপস্থিত হইল। ভগবান্ কামদেবের অর্চ্চনার নিমিত্ত কুসুম চন্দনাদি দ্রব্যজাত লইয়া নগরস্থ

শকার কহিল, দাঁড়া বসন্তসেনা ; দাঁড়া,
উঠিতে পড়িতে কেন বেগে যেতেছিস্ ।
কেনে বা ধাইতেছিস্ পলাইতেছিস্ ॥
মোরে দয়া কর ধনি ! দাঁড়া একবার ।
মরিবি না কেনে তোর ভয় এ প্রকার ॥

বিট বলিল বসন্তসেনে !
নিজ পদে, পদে পদে, জিনিয়া আমার পদে,
কি বিপদে এত ভয় পাও ।
বিহঙ্গমরাজ-ভীতা, কাতরাঙ্গী সচকিতা
ভুজঙ্গবনিতা যেন যাও ॥
এ ত মোর তুচ্ছ বোধ, পবনের পথ রোধ,
করিবারে পারি যদি ধাই ।
তোমার নিগ্রহ হয়, আমার আগ্রহ নয়,
ধরিতে যতন নাই তাই ॥

শকার বলিল বসন্তসেনা !
যেমন রামের ভয়ে দ্রুপদের মেয়ে ।
দেখি তোরে তার পারা যেতেছিস্ ধেয়ে ॥
শিয়ালীর পিছে যেন কুকুর কাননে ।
তেমতি রে তোর পিছে ধাই তিন জনে ।
চুপে চুপে মোর মন করিয়া হরণ ।
দ্রুত, শীঘ্র, বেগে কেন যাইবারে মন ॥
কিন্তু রাবণের কাছে কুন্তীর মতন ।
হতে হবে মোর বশ রাখে কোন্ জন ॥
বিশ্বাবসু-সহোদরা সুভদ্রা রমণী ।
তারে হনুমান্ যেন হরেছিল ধনি ! ॥
তেমতি হরিব তোরে কহিনু নির্য্যাস ।
পালাবি যে ভেবেছিস্ মিছে সেই আশ ॥

বসন্তসেনা বিষম বিপদ্ ও নিরুপায় ভাবিয়া পল্লবিকে! পল্লবিকে! পরভৃতিকে! পরভৃতিকে! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শকার উদ্বিগ্ন ও সভয়ভাবে বিটকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মান্য মান্য! এর সঙ্গে বুঝি অন্য মানুষ আছে। বিট বলিল ভয় কি? থাকিল ই বা। বসন্তসেনা উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার মাধবিকে! মাধবিকে! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। বিট শকারের প্রতি সহাসবাক্যে কহিল, মূর্খ! বসন্তসেনা পরিচারিকার অন্বেষণ করিতেছে। শকার গর্ব্বিত ও তাচ্ছীল্য ভাবে কহিল, মেয়ে মানুষ ত? তার ভয় কি, আমি শত শত মেয়ে মানুষকে মেরে ফেল্‌তে পারি। বসন্তসেনা প্রত্যুত্তর না পাইয়া অধিকতর ভয়ে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন, কহিলেন, হায় পরিচারিকারাও কি পরিভ্রষ্ট হইয়াছে! এখন আপনার প্রাণ মান কি আপনাকেই রক্ষা করিতে হইবেক!। বিট বলিল, পরিজনের অন্বেষণ কর। শকার কহিল বসন্তসেনা! তুই পরভৃতিকাফেই ডাক্, আর পল্লবিকাকেই ডাক্, কিম্বা সকল মধুমাসকেই ডাক্, মোর আগে কে তোরে রাখ্‌তে পার্‌বে? যমদগ্নির বেটা ভীমসেনই আসুক্, আর কুন্তীর বেটা দশাননই আসুক্, এই তোর চুলে ধোরে দুঃশাসনের মতন করি, কে এসে রাখে রাখুক্। বসন্তসেনা সাতিশয় শঙ্কিত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া বিনীত ও কাতর বচনে কহিলেন, আর্য্য! অবলা আমি। বিট বলিল, এই নিমিত্তে এখনও জীবিত আছ। শকার কহিল, তাই তো তোরে মেরে ফেল্‌চি না। বসন্তসেনা মনে মনে ভাবিলেন, হায়! কি দুরাচারের হস্তে পড়িলাম, পামরদিগের বিনয়-বচনেও ভয় হয়। যাহা হউক, দেখি অভিপ্রায় কি, এই বিবেচনা করিয়া কহিলেন, তোমরা কি আমার অলঙ্কার গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছ? যদি তাহাই অভিপ্রেত হয়, যদি আভরণ পাইলেই ক্ষান্ত হইয়া যাও, ব্যস্ত করিও না, সমস্ত ভূষণ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া দিতেছি। বিট বলিল, ছি ছি বসন্তসেনে! এ কি কহিতেছ? উদ্যান-লতাকে কি কুসুমবিহীন করা যাইতে পারে? সে আশঙ্কা করিও না; আভরণে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। বসন্তসেনা কহিলেন তবে কি চাও? শকার ব্যস্ত

সমস্ত হইয়া বলিল, আমি দেবপুরুষ, আমি মানুষ ও আমি যশোদা-দুলাল নটবর, আমাকে বরণ কর্। বসন্তসেনা ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন, কি হতভাগা! যত বড় মুখ তত বড় কথা! দূর হ, কি আপদ্, শান্ত শান্ত*। শকার শ্রবণ মাত্র করতালিকা প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে সহাস্য বদনে কহিল, মান্য মান্য! এই বিলাসিনী আমার প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত আছে, সন্দেহ নাই। দেখ, মোরে বলচে 'এস, এস, শ্রান্ত হয়েছ ক্লান্ত হয়েছ।' আমি গ্রামান্তরেও যাই নাই, নগরান্তরেও যাই নাই। বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আর্য্যে! বরং এই মান্যবর বিট মহাশয়ের মাথায় আপন পা দিয়ে দিব্বি করিতেছি কেবল তোরই পিছে পিছে বেড়িয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়েছি। বিট শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল এ কি! বসন্তসেনা শান্ত শব্দ প্রয়োগ করাতে মূর্খ যে শ্রান্ত শব্দ বোধ করিতেছে। বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল আর্য্যে! তুমি নিজ অবস্থার বিরুদ্ধ কথা কহিলে। দোষাস্পদ যোষা হইয়া পুরুষের প্রতি দোষারোপ ও কটূক্তি করা তোমার উচিত নহে। দেখ—

চির দিন পরাধীন হীনজাতি নারী।
পুরুষের দাসী নারী বলিবারে পারি॥
অবলা, অবলা নাম তাই অবলার।
নারীর পুরুষ বিনে গতি নাহি আর॥
নারীরে অনাথা বলে পুরুষ বিহনে।
নারী বিনে অনাথ কি পুরুষেরে গণে!॥
ধনহীন গৃহ আর গুণহীন জন।
দিনমণি হীন এই ভুবন যেমন॥
তেমতি পুরুষ বিনে অসার সংসার।
পুরুষ তোমারে চায় সৌভাগ্য তোমার॥

---

* নাটকে বিস্ময় ও ক্লেশ প্রকাশার্থে এই শব্দটী প্রয়োগ হয়।

কুরূপ সুরূপ কিবা যেরূপ সে হয়।
পুরুষ পরশ-মণি জানিবে নিশ্চয়॥
অশন বসন ধন যার কাছে পাবে।
প্রিয়া প্রিয় দুই জনে ভজ সমভাবে॥
আরও দেখ—যে বাপীতে বিচক্ষণ দ্বিজ স্নান করে।
বর্ণাধম মূর্খ, স্নায় সেই সরোবরে॥
যে লতা আনত হয় শিখি-পদ-ভরে।
অধম বায়স দেখ তারে নত করে॥
যে তরিতে পার হয় দ্বিজাতি মণ্ডল।
তাহাতেই পারে যায় ইতর সকল॥
তুমি নারী, সেই বাপী লতা তরি সম।
কেন এত অভিমান কেন এত ভ্রম॥
রূপের যে অহঙ্কার কর রূপবতি।
এ রূপ এরূপ নাহি রবে চিরায়তি॥
জীবন সহিত হত-চেতনের প্রায়।
যৌবনের সহ রূপ দেহ ছাড়ি যায়।
যৌবন, নির্ঝর-গত সলিলের মত।
অবারিত চলিছে, না হবে পরাগত॥
তাই বলি পুরুষেরে ঘৃণা না করিবে।
সময়ে তাহারে তুষ চির সে তুষিবে॥

বসন্তসেনা বিটের এই বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বলিলেন গুণই অনুরাগের কারণ, বলপ্রকাশে প্রণয়সঞ্চার হইতে পারে না। শকার সরোষ চিত্তে কহিল মান্য মান্য! এই গর্ভদাসী কামদেবায়তনে দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি ঢলে পড়েছে। মোর উপর রত নয়। বাঁ দিগে সেই দরিদ্র বেটার ঘর, এখন যাতে এ তোমার আমার হাত ছাড়া না হয় তার চেষ্টা কর। বিট মনে মনে কহিল, যে কথা অপ্রকাশ্য তাহাই মূর্খ প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, বসন্তসেনা কি আর্য্য চারুদত্তে অনুরক্তা! ভাল ভাল, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। "রত্নেই রত

সমস্ত লোক নিরূপিত কামদেবায়তন উদ্যানে আগমন করিল। বসন্তসেনা এই স্থানে চারুদত্তকে নেত্রগোচর করিলেন। কুমুদ-বান্ধব-দর্শনে কুমুদিনী যেরূপ বিকসিত-মুখী হয়, নব নীরদ-নিরীক্ষণে ময়ূরী যেমন পুলকিতা হয়, পতি দর্শনে প্রোষিতপতিকা যেমন উল্লাসিনী হয়, চারুদত্তকে দেখিয়া বসন্তসেনাও সেইরূপ হইলেন। দেবার্চ্চনাদি ও মহোৎসবের ইতিকর্ত্তব্যতাকে বিদূরগামী করিয়া অনুরাগ তাঁহার হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিল। ভাবিতে লাগিলেন, আহা! ইনিই আর্য্য চারুদত্ত! রূপ-শোভা যেরূপ শুনিয়াছিলাম তদনুরূপই দেখিতেছি। বোধ করি, গুণগ্রামও রূপানুরূপ অসাধারণ হইবে সন্দেহ নাই। জ্ঞান হইতেছে রূপরাশি ও গুণরাশি একত্র মিলিত হইয়া মণি-কাঞ্চন-যোগের শোভা বিস্তার করিতেছে। বিধাতা বুঝি দ্বিজরাজ রাজীব প্রভৃতি সুরূপ ও সুকোমল বস্তুজাত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নির্ম্মাণদক্ষ হইয়া রূপোচ্চয় একত্র দর্শন লালসায় সকৌতুক মনে ও বহু যত্নে এই পুরুষ-নিধানকে নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। কমলপ্রভব যে কোমল বস্তু হইতে উদ্ভব হইয়াছেন, তাঁহার পাণিপল্লব যে শিরীষকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার, এই পুরুষ-রত্নের শরীরনির্ম্মাণ দ্বারাই প্রতীয়মান ও সপ্রমাণ হইতেছে, নতুবা এরূপ রূপসমাবেশ কদাপি করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, আজি আমার জন্মগ্রহণ সার্থক হইল, নয়নলাভের ফল ফলিল, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যরাশি প্রকাশ পাইল। সেই ধন্য, যে ব্যক্তি ইহাঁর সুধাময় প্রণয়বচন শ্রবণে শ্রবণদ্বয় চরিতার্থ করে। বিধাতা যদি আমার সকল ইন্দ্রিয়কে দর্শনক্ষম করিতেন, ইহাঁকে বাসনানুরূপ অবলোকন করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিতাম।

এইরূপে বসন্তসেনা চারুদত্তের রূপ গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া সানন্দ মনে ও অনিমিষ নয়নে বারম্বার তদীয় মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মুখচন্দ্রও চারুদত্তের নয়নচকোরকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। চন্দ্রিকাবিলোকনে গম্ভীরস্বভাব অগাধ সিন্ধু চঞ্চল হইলেন। উভয়ের নয়নালিঙ্গনে উভয়েরই মনে পূর্ব্বরাগ ও সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইল। পরস্পরের মনোগত বাসনা পরস্পর

অনুভব করিতে লাগিলেন এবং লোচনচতুষ্টয় ক্ষণে ক্ষণে মিলিত ও ক্ষণে ক্ষণে অন্তরিত হইতে লাগিল।

এইরূপে দিবাবসান হইল, প্রতীচী-দিক্ প্রবেশের অবশ্যকর্ত্তব্যতায় বিকর্ত্তন যেমন অগত্যা পদ্মিনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, যথাকালে সন্ধ্যা বন্দনাদির বিধেয়তা প্রযুক্ত চারুদত্তও সেইরূপ অনিচ্ছুক মনে বসন্তসেনাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভবন গমনের উপক্রম করিলেন। বসন্তসেনা চারুদত্ত দর্শনে অপার আনন্দনীরে ভাসিতেছিলেন সহসা তাঁহার গমনোদ্যম দেখিয়া তদনুগামিনী হইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরিচারিকাগণের নিকটে মনোগত পরিস্ফুট হইবার আশঙ্কা প্রদর্শন করিয়াই যেন লজ্জা তাঁহাকে নিবারণ করিল। ফলতঃ আসন হইতে উত্থান না করিয়াও বোধ হইল যেন, গমনান্তে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। কি করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন। মহোৎসবের ধ্বনি অশনি-ধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এবং সখীগণের আমোদবাক্য এক এক বার কর্ণকুহরে বিষাক্ত বিশিখের ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন হায়! এ কি হইল! দিন থাকিতে দিনমণি দ্বীপান্তরে যাইবেন, দিগ্‌বলয় তিমিরময়, অরণ্যময় ও শূন্যময় হইবে, স্বপ্নের অগোচর। আমি কি হতভাগিনী, দুর্ল্লভ দর্শন পাইয়াও আমাকে পুনর্ব্বার দর্শনোৎকণ্ঠার দহনে দগ্ধ হইতে হইল! বিধাতার কি বিড়ম্বনা, দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছিলাম তাহাও তাঁহার প্রাণে সহিল না! দর্শন করিয়া ছিলাম না, কোন জ্বালাই ছিল না, এখন করি কি, কোথায় যাই। এ কি! হৃদয় যে অতিশয় অস্থির হইল। দুরাশয় হৃদয়! এ কি! যাঁহাকে একবার অবলোকন করিয়া তোমার ঈদৃশ সন্তাপ উপস্থিত হইল, পুনর্ব্বার তাঁহাকেই দেখিতে অভিলাষ করিতেছ! হায় কি মূঢ়তা! জন্মাবধি আমার সহিত বর্দ্ধিত হইলে, আমি ভিন্ন তোমার দাঁড়াইবার স্থল নাই, আমি ভিন্ন তোমার গতি নাই, এবং আমার মত তোমার সুহৃদ্ নাই, এক্ষণে অনায়াসে এতাদৃশ চিরপরিচিত হিতৈষী মিত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র-দর্শন-পরিচিত জনের অনুগামী হইতে তোমার কি লজ্জা

হয় না? আরও দেখ, তুমি ত তাঁহার চরণ-সেবার জন্য শরণাপন্ন হইয়াছিলে, কৈ তিনি ত কৃপা করিয়া তোমার অপেক্ষা করিলেন না! বরং বোধ হয় উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব প্রসন্ন হও, ধৈর্য্য ধর। অবলা ভিন্ন যাহার অন্য বল নাই তাহার এত চপল হওয়া ভাল নয়। নরকে পতিত থাকিয়া দুর্ল্লভ কল্পতরুর সুধাময় ফল লাভে লোভ করা কি উচিত? স্থির হও। হায়! আর্য্য চারুদত্ত কি চলিয়া গেলেন?! আর যে দেখিতে পাই না। কি করি, কি রূপে পুনর্ব্বার দর্শন পাই। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। চারুদত্তের অদর্শনে এরূপ অধীরা ও শূন্যহৃদয়া হইলেন যে, সে সময়ে তিনি উপবনে কি ভবনে; আসীনা কি শয়ানা, নিদ্রিতা কি জাগরিতা, একাকিনী কি দাসীগণ-বেষ্টিতা ছিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যে পথে চারুদত্ত গমন করিলেন ক্ষণে ক্ষণে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন যেন, তাঁহারই মুখারবিন্দ দর্শন করিতেছেন! আজি অবধি তোমাকে প্রিয়তমের পরিচারক করিলাম এই বলিয়াই যেন হৃদয়কে তাঁহার অনুগামী করিয়া দিলেন। কোন্ পথে চারুদত্তের গৃহে যাইতে হয় দেখিয়া আইস বলিয়াই যেন নয়নদ্বয়কে সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। পথে যাইতে যাইতে আমার কোন কথা কহেন কি না শুনিয়া আসিবার নিমিত্তই যেন শ্রবণদ্বয়কে তদনুবর্ত্তী করিয়া দিলেন। ফলতঃ চারুদত্তের গমনে তদীয় হৃদয়াদি ইন্দ্রিয় সকল বিষয়বিহীন হইয়া রহিল। বোধ হইল যেন, চিত্রপুত্তলীর ন্যায় বসিয়া আছেন। ক্ষণে ক্ষণে এরূপ আকুল হইতে লাগিলেন যে, কোন কোন পরিচারিকা তাঁহার তদানীন্তন ভাব দর্শনে সন্দিহান হইয়াছিল।

এ দিকে চারুদত্ত যে, বসন্তসেনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, তাহাতে তাঁহার তাদৃশ কষ্টবোধ হইল না, চারি দিক্ তন্ময় দেখিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল; যেন বসন্তসেনা পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন। অনন্তর বসন্তসেনাবিষয়িণী নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং সন্ধ্যাদির উপাসনার্থে সন্ধ্যাগারে প্রবেশ করিলেন।

বসন্তসেনা।

প্রথম অঙ্ক।

চারুদত্ত, সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া বহির্দ্বারে আগমন করিলেন। এমত সময়ে তাঁহার পরম মিত্র মৈত্রেয়নামা বিপ্র একখানি প্রাবারক হস্তে লইয়া অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন। কতিপয় পদ আগমন করিয়া দেখিলেন চারুদত্ত দেবসেবা সমাধানান্তে গৃহদেবতার উদ্দেশে বলি উপহার সমর্পণ করিয়া, নির্ব্বেদ-খিন্ন-হৃদয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতেছেন—

হায় রে হতেছে মনে, মম এই নিকেতনে,
দেহলীতে দিতাম যে বলি।
মরাল সারস গণ, দ্রুত করি আগমন,
খাইত হইত কুতূহলী॥
এখন এ সব স্থলে, আপনার ভাগ্যফলে,
তৃণ রাশি জন্মিয়াছে কত।
কীটগণ বীজ তার, খাইছে ফেলিছে আর,
পড়িছে সে সব অবিরত॥

মৈত্রেয় সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক অভ্যুদয়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। চারুদত্ত দেখিয়া হৃষ্ট মনে ও সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, আহা! সর্ব্বকালমিত্র মৈত্রেয় আসিলে! বয়স্য! ভাল আছ? আইস আইস, মৎসমীপদেশে উপবেশন কর। মৈত্রেয় যে আজ্ঞা বলিয়া উপবেশন করিলেন, কহিলেন, বয়স্য! ভবদীয় প্রিয়বয়স্য চূর্ণবৃদ্ধ, জাতী-কুসুম-বাসিত এই উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন গ্রহণ করুন। এই বলিয়া সমর্পণ করিলেন। চারু-

দত্ত গ্রহণ করিয়া চিন্তিত ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মৈত্রেয় জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! কি চিন্তা করিতেছ? সুহৃৎপ্রেরিত বস্তু দর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাক, আজি কেন বিমর্ষ ভাব দেখিতেছি? চারুদত্ত কহিলেন বয়স্য!

দুঃখভোগ-পরে সুখ শোভে অনুক্ষণ।
দীপ-দরশন, ঘন তিমিরে যেমন॥
সুখান্তে যে জন পড়ে দারিদ্র্যবিপাকে।
বেঁচে থাকে বটে কিন্তু মৃতপ্রায় থাকে॥

মৈত্রেয় বলিলেন, যদি মৃতপ্রায়ই থাকে, তবে মরণ ও নির্দ্ধন-জীবন এ দুয়ের কি ভাল? চারুদত্ত বলিলেন নির্দ্ধন অপেক্ষা নিধন ভাল, নিধনে অত্যল্প মাত্র ক্লেশ, নির্দ্ধন-জীবনে যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য! পরিতাপ করিবেন না, আপনকার ধন প্রণয়িজনে ও দরিদ্রগণে সংক্রামিত হইয়াছে, অপাত্রে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, অতএব ভবদীয় এই দীনাবস্থা কদাপি অপ্রশস্ত নহে। চারুদত্ত কহিলেন সখে! আমি অর্থাভাব জন্য দৈন্য প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু মদীয় ভবন বিভব-বিহীন দেখিয়া অতিথিগণ যে পরিত্যাগ করেন, এই দুঃখই নিরন্তর অন্তর্দ্দাহ করিতেছে। মৈত্রেয় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! অতিথিগণ অতি পাষণ্ড ও কৃতঘ্ন। ইহারা পূর্ব্বোপকার স্মরণ করে না, বর্ত্তমান সুখেরই অনুবর্ত্তন করে। ভাল খাইব, সুখে থাকিব, এই আশয়েই ধনাঢ্য-ভবনে যায়। আর দ্রবিণ অতি জঘন্য পদার্থ, যাহারা না খায় না দেয় প্রায় তাহাদের নিকটেই থাকে, এবং এক স্থানে চির স্থির হয় না। চারুদত্ত বলিলেন বয়স্য!

সত্যই বিভবনাশে না ভাবি অপায়।
কপালেই ধন হয় কপালেই যায়॥
কিন্তু ধনবান জন হইলে অধন।
আর তার কোন জন না রহে আপন॥

বন্ধুতায় বন্ধুগণ দিয়া বিসর্জ্জন।
ঘুচায় না চায় আর প্রণয়বন্ধন॥
এই দুখ দহে মোরে দিবা বিভাবরী।
নতুবা ধনের লাগি খেদ নাহি করি॥

গিয়াছে গিয়াছে ধন ক্ষতি কিবা তায়।
চরণের ধূলি সম গণি আমি তায়॥
কিন্তু ভাই আধুনিক ধনি-জন-গণে।
অধনের গণনে যে মোর নাম গণে॥
এই দুখে দিবানিশি দহিতেছে মন।
দাবানলে দাবদাহ হয় হে যেমন॥
দেহ যে না ছাড়ে প্রাণে ধিক তারে ধিক।
জীবন যে দেহে রহে ধিক ততোঽধিক॥

ফলতঃ দরিদ্র জনে ঘটে কত দায়।
লজ্জা আসি দেখ ভাই আগে গ্রাসে তায়॥
সে লাজে তাহার তেজ সব উড়ে যায়।
নিস্তেজ হইলে পরে পরিভব পায়॥
পরিভবে অপমান জ্ঞান হয় মনে।
অপমান জ্ঞানে দহে শোক হুতাশনে॥
শোকের প্রভাবে পরে হতবুদ্ধি হয়।
হতবুদ্ধি হইলেই বিপদ্ নিশ্চয়॥
এক দরিদ্রতা সব আপদের মূল।
ঘটায় অনর্থরাশি পশ্চাৎ নির্মূল॥

মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য! অর্থের জন্য চিন্তা করিয়া অনর্থক অনুতাপ করিবেন না। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন, সম্পদে ক্ষমাপ্রদর্শন, মহাত্মা-গণেরই লক্ষণ; সম্পদ্ বিপদ্ উভয় কালেই মহাজনেরা সমান ভাবে থাকেন। দেখ, ভগবান সবিতা উদয়কালেও তাম্রবর্ণ, অস্ত-সময়েও তাম্রবর্ণ। চারুদত্ত বলিলেন সখে! সত্য বটে, কিন্তু দরিদ্রতা পুরুষের

অশেষ দোষের আকর; দেখ উহা চিন্তার নিবাসভূমি, অরি হইতে পরিভব স্বরূপ, দ্বিতীয় বৈর স্বরূপ, মিত্রগণের ঘৃণার আধার, স্বজন-বর্গের বিদ্বেষস্থল, বনগমনের পথোপদেশক, এবং কলত্রের নিকটে পরিভবের হেতু। অধিক কি বলিব, পিতা, নির্দ্ধন পুত্রকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করেন না। সহোদরেরা, অক্ষম ভ্রাতৃ বোধে আলাপ করেন না। সন্তানেরা, পিতা বলিয়া অনুগত হয় না। দাস দাসীরা বিরক্ত হইয়া যথাকালে কথা রাখে না। বন্ধু বান্ধবেরা, যাচ্ঞার ভয়ে সম্ভাষণ করে না। পত্নী, পতি জ্ঞানে সমাদর করে না। এবং জননীও বৃথা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম বলিয়া নিন্দা করেন। অধিকন্তু, লোকব্যবহার কি বিষম! বিভবহীন সংকুলোদ্ভব মানব, হীনজাতি অপেক্ষাও হীন, অন্ত্যজ ব্যক্তি, সম্পদ্‌বলে সন্মাননিধান ও পূজ্য হইতেছে। নির্দ্ধন বিদ্বান, তৃণ অপেক্ষাও লঘু; মূর্খতম ধনাঢ্য, সুরগুরু তুল্য বিদ্বান বলিয়া আদর পাইতেছে। ধনশূন্য সৌজন্যশালী, জঘন্যের মধ্যেই গণ্য; উন্মার্গগামী ধনস্বামী, সর্ব্বদোষাকর হইয়াও মান্য হইতেছে। যাহা হউক, আমি গৃহদেবতার বলি উপহার সমর্পণ করিলাম। তুমি চতুষ্পথে গিয়া মাতৃদেবতা উদ্দেশে বলি দিয়া আইস। মৈত্রেয় বলি-লেন, আমি যাইব না। চারুদত্ত বলিলেন, কারণ কি, কেন যাইবে না? মৈত্রেয় বলিলেন, দেবতাদের অর্চ্চনা করায় কি গুণ ও কি ফল, তুমি ত এত করিয়া উপাসনাদি করিতেছ, কৈ তাঁহারা ত প্রসন্ন হইলেন না? চারুদত্ত বলিলেন, সখে! এমন কথা বলিও না, এ সমস্ত ধর্ম্ম-

শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম্য কর্ম্ম, গৃহস্থ-ধর্ম্মে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া
ঐকান্তিকভাবে তপঃ জপ বলি-কর্ম্মাদি দ্বা
তারা অনুকূল হন, ইহাই [illegible]ত হইল এখন॥

অতএব যাও, হল, মান্য! আমি বসন্তসেনাকে খুঁজি। বিট বলিল, তাঁহার কোন চিহ্ন পাইতেছ? শকার কহিল, সে কেমন? তোমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না। বিট বলিল, বসন্তসেনার ভূষণশব্দ

---

* শকারের মাতার নাম কাণেলী। মূলগ্রন্থে "কাণেলীমাতঃ" এইরূপই আছে।

সকলই বিপরীতে পরিণত হয়, ভাল করিতে মন্দ হইয়া উঠে; অধিকন্তু কালস্বরূপ এই প্রদোষকালে রাজপথে বিটবৃন্দ ও রাজবল্লভগণ পরিভ্রমণ করিতেছে, আমি গমন করিলে, এখনই মণ্ডূক-লুব্ধ কালসর্পের অভিমুখে পতিত মূষিকের ন্যায় আমার দফা রফা হইবে; তখন এখানে থাকিয়া তুমি আমার কি উপকার করিবে? চারুদত্ত বলিলেন ভাল, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি সমাধি সমাধান করি, পশ্চাৎ যাহা হয় করিব, এই বলিয়া সমাধিতে মনোনিবেশ করিলেন।

এমত সময়ে সহসা এক শব্দ হইল, 'দাঁড়াও বসন্তসেনে দাঁড়াও।' রাজপথবর্ত্তিনী বসন্তসেনা দুষ্টচিত্ত লোকের স্বরসংযোগ ও দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া শবর-ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় প্রাণপণে ধাবমান হইলেন।

প্রদোষকাল গত ও অন্ধকার আগত হইল। তিমিররূপ মেঘে জনগণের নেত্রাম্বর আচ্ছন্ন করিল। রাজপথবাহী পৌরবর্গ স্ব স্ব আবাসে ও পান্থগণ পান্থনিবাসে প্রবিষ্ট হইল। পথপার্শ্বস্থ বণিক্‌গণ নিজ নিজ বিপণির দ্বার আচ্ছাদিত করিল। বসন্তসেনা ঈদৃশ ভীষণ সময়ে জনশূন্য পথে এই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। রজনী স্বজনীর ন্যায় সমাগত হইয়া প্রথমতঃ তিমিরপটে বসন্তসেনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু দুষ্ট লোকের অদ্ভুত দৃষ্টি, ধ্বান্তমধ্যেও অভ্রান্তরূপে দেখিতে পায়। ক্ষণকাল-পরে বসন্তসেনাকে সন্নিহিত দেখিয়া বিট বলিল, 'দাঁড়াও বসন্তসেনে দাঁড়াও।'

[illegible]ন ভয়ে ভীত অতি, ত্যজি মৃদু মন্দ গতি,
[illegible] চলেছ সুদতি।
ঘটায় অনর্থরাশি[illegible]
[illegible] মনোলোভা,

মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য! অর্থের জন্য চিন্তা[illegible]তাপ করিবেন না। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন, সম্পদে ক্ষমাপ্রদর্শন, [illegible]আ-গণেরই লক্ষণ; সম্পদ্ বিপদ্ উভয় কালেই মহাজনেরা সমান ভাবে থাকেন। দেখ, ভগবান সবিতা উদয়কালেও তাম্রবর্ণ, অস্ত-সময়েও তাম্রবর্ণ। চারুদত্ত বলিলেন সখে! সত্য বটে, কিন্তু দরিদ্রতা পুরুষের

সঙ্গত হয়" এই পরম্পরাগত কথাটী যথার্থ বটে। চারুদত্ত পুরুষরত্ন, বসন্তসেনাও রমণীরত্ন, উভয় রত্নের মিলন অবশ্যই আনন্দকর ও প্রশংসনীয়, অথবা তরঙ্গিণী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করে? রাজহংসী কমলাকর হেলা করিয়া কি পল্বল-লীলায় আসক্ত হয়? তবে বসন্তসেনা গমন করুন; এ মূর্খ হইতে কি হইবে? এই বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসিল, কাণেলী মাতঃ! * বামাংশে কি সার্থবাহের গৃহ? শকার কহিল, হাঁ, বাঁ দিগে তার ঘর। বসন্তসেনা মনে মনে কহিলেন আহা! "বাঁ দিগে তার ঘর," এই কথা কহিয়া অপকারী দুর্জ্জনও উপকার করিল, বলিতে হইবেক। যদি এই কৃতান্তের করাল কবলে আক্রান্ত হইবার অগ্রে প্রিয়তমের আবাসে প্রবেশ করিতে পারি, বিষময় হ্রদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সুধাময় সাগরে অবগাহন করিব, সন্দেহ নাই। শকার কহিল, মান্য! বড় আঁধার, কিছুই দেখা যায় না। মাষ-রাশিতে স্থিত মসীগুটিকার ন্যায়, বসন্তসেনাকে এক একবার দেখি, আবার দেখিতে পাই না।

বিট বলিল সত্যই বটে, বড় অন্ধকার হইয়াছে।

আলোকনে ভাল পটু নয়ন আমার।
তমোরাশি আসি পথ বারিল তাহার॥
অনিমিষ চেয়ে আছি না মুদি যাহারে।
সে আঁখি মুদিত যেন ঘন অন্ধকারে॥
তিমিরে শরীর সব ঢাকিল এখন।
অঞ্জন বর্ষণ যেন করিছে গগন॥
অসাধু-পুরুষ-সেবা বিফল যেমন।
আঁখি মোর সেই মত হইল এখন॥

শকার কহিল, মান্য! আমি বসন্তসেনাকে খুঁজি। বিট বলিল, তাহার কোন চিহ্ন পাইতেছ? শকার কহিল, সে কেমন? তোমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না। বিট বলিল, বসন্তসেনার ভূষণশব্দ

* শকারের মাতার নাম কাণেলী। মূল গ্রন্থে "কাণেলীমাতঃ" এইরূপই আছে।

অথবা কুসুমমালার সৌরভ কিছু অনুভব হয়? শকার কহিল মালার গন্ধ শুন্তেছি, কিন্তু আঁধারে নাক পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তাইতে গয়নার শব্দ ভাল রকমে দেখ্‌তে পাচ্চি না। বিট শকারকে বসন্তসেনার অন্বেষণার্থ উপদেশ দিয়া তাহার অগোচরে কহিল, বসন্তসেনে! জল-দোদর-লীনা সৌদামিনী যেমন নয়নগোচর হয় না, প্রদোষ-তিমিরে তুমিও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছ না, কিন্তু কুসুমহারের সৌরভ ও মঞ্জীর-শিঞ্জিত তোমার অবস্থিতির স্থান জানাইয়া দিবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া কহিল, বসন্তসেনে! তুমি শুনিলে? বসন্তসেনা মনে মনে কহিলেন, শুনিলাম, এবং গ্রহণও করিলাম। অনন্তর নূপুরদ্বয় উৎসারণ ও কুসুম-মালা অপনয়ন করিয়া বাম ভাগে চারু-দত্তের ভবনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে করস্পর্শ দ্বারা ভিত্তি অনুভব করিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে কহিলেন আহা! এই যে আলয়। কিন্তু ভাগধেয়-বৈষম্যে পক্ষদ্বার কবাট-রুদ্ধ দেখিতেছি। বুঝি আমার কপালে হর্ষ বিষাদের ঘটনা হইল।

এখানে চারুদত্ত পুনর্ব্বার মৈত্রেয়কে কহিলেন, বয়স্য! জপ-সমাপ্তি হইল; এখন যাও, চতুষ্পথে বলি দিয়া আইস। মৈত্রেয় বলিলেন না, আমি যাইতে পারিব না। চারুদত্ত, বারম্বার বাক্যলঙ্ঘনে অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কহিলেন, হায় কি কষ্ট!

সধন, অধন যদি হয় ঘটনায় রে।
অপমান ক্ষোভ তার কথায় কথায় রে॥
বান্ধব বিমুখ হয় মুখ নাহি চায় রে।
অচিন্ত্য অনর্থরাশি আসি গ্রাসে তায় রে॥
সম্পদ্ ঘুচিয়া পরে বিপদ বাড়ায় রে।
দেখিতে দেখিতে তার তেজ উড়ে যায় রে॥
ম্লান হয় শীল-শশী শোভা নাহি পায় রে।
অন্য লোকে চুরি করে লোকে দূষে তায় রে॥
পড়েছি যে ঘোর দায়ে তাহা কব কায় রে।
এ দুখে নিস্তার নাই হায় হায় হায় রে॥

দেখ কেহ দরিদ্রের সঙ্গ নাহি লয়।
আদর করিয়া দুটো কথা নাহি কয়॥
উৎসবে নির্ধন যদি ধনি-গৃহে যায়।
অবজ্ঞা করিয়া সবে রাঙ্গা চখে চায়॥
পথে যদি বড় লোকে দেখিবারে পায়।
বসন অভাবে লাজে দূরে সরে যায়॥
মহাপাতকের সংখ্যা পঞ্চ মাত্র সার।
বোধ হয় নির্ধনতা ষষ্ঠ হয় তার॥
শুন রে দারিদ্র্য! তোমারে কই।
তব দুখ ভাবি ভাবিত হই॥
আছ মম দেহে পরম সুখে।
ইহার পতনে পড়িবে দুখে॥
তাই বলি কোথা তখন যাবে।
হেন সুখ বাস কোথায় পাবে॥
হেন ভাগ্যধর জগতে নাই।
সহজে তোমারে দিবে হে ঠাঁই॥

মৈত্রেয় হৃদয়বিদারক এই খেদোক্তি শ্রবণে দুঃখিত, লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, বয়স্য! যদি চতুষ্পথে আমাকেই যাইতে হইবে ভাল যাইতেছি, কিন্তু রদনিকাকে আমার সহায়িনী হইতে বল। চারুদত্ত বলিলেন; রদনিকে! মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও। রদনিকা যে আজ্ঞা বলিয়া মৈত্রেয়ের সমভিব্যাহারিণী হইল। মৈত্রেয় পক্ষদ্বারে আসিয়া রদনিকার হস্তে বলির দ্রব্যাদি ও প্রদীপ দিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন।

বসন্তসেনা দ্বারদেশেই দণ্ডায়মানা ছিলেন, বিবৃত দ্বার দেখিয়া পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ভাবিলেন, আহা! বুঝি আমার সৌভাগ্যক্রমেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। অনন্তর ব্যগ্র চিত্তে প্রবেশোদ্যত হইয়া দীপ দর্শনে ভীত হইলেন। আ! এ কি আবার, প্রদীপ যে, এই বলিয়া অঞ্চলে নির্ব্বাণ করিয়া প্রবেশ করিলেন। চারুদত্ত দীপ নির্ব্বাণ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! কি ও, ব্যাপার কি?

মৈত্রেয় কহিলেন, বয়স্য! কপালক্রমেই সব ঘটে, দুরাত্মা পবন পথ না পাইয়া পিণ্ডীকৃতভাবে অবরুদ্ধ ছিল, দ্বার খুলিতেই সহসা প্রবল বেগে আসিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করিল। অনন্তর রদনিকাকে বহির্গত হইতে আদেশ দিয়া প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত অভ্যন্তর-চতুঃশালায় প্রস্থান করিলেন। রদনিকা বহির্গত হইল।

এ দিকে শকার বিটকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মান্য! আমি বসন্তসেনাকে খুঁজি। অন্বেষণ করিতে করিতে আহ্লাদপূর্ব্বক কহিল, মান্য মান্য! ধরেছি ধরেছি। বিট বলিল, মূর্খ! আমি যে। শকার কহিল, তুমি! এই বলিয়া বিটকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ সানন্দ মনে কহিল, ধরেছি ধরেছি। ভৃত্য বলিল, মহাশয়! আমি যে, আপনকার দাস স্থাবরক। শকার কহিল, তুই আবার! তবে তোরা দুজনে এক দিকে চুপ্ করে বসে থাক্। পুনশ্চ অন্বেষণ করিয়া রদনিকার কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক হর্ষবিকসিত মুখে কহিল, মান্য মান্য! এবার বসন্তসেনাকে ধরেছি।

দেখ, এই বিলাসিনী, দেখ এই বিলাসিনী।
অন্ধকারে পলাইতে ছিল একাকিনী॥
তার গলার মালার, তার গলার মালার।
গন্ধ অনুসারে কেশে ধরেছি এবার॥
দেখ চাণক্য যেমন, দেখ চাণক্য যেমন।
দ্রৌপদীরে ধরেছিল, হইল তেমন॥
তবু কিছু নাহি বলে, তবু কিছু নাহি বলে।
ভয়ে জড় সড় হয়ে পড়িল ভূতলে॥

বিট শ্রবণান্তে বসন্তসেনা ধৃত হইয়াছেন নিশ্চয় বুঝিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে কহিল, বসন্তসেনে!

বুঝালেম আগে ধনি! বুঝিয়া না বুঝিলে।
কি ভাবিলে কি করিলে কথা নাহি শুনিলে॥
মজিয়া মহৎ জনে অন্যে ঘৃণা করিলে।
যৌবনের অহঙ্কারে কত কট কহিলে॥

কুসুম-শোভিত তব যে কুন্তল সেবিলে।
অপার আনন্দ হয় মন মজে হেরিলে॥
সেই কেশে বিলাসিনি! দেখ ধরা পড়িলে।
আদরের পাত্র হয়ে অপমানী হইলে॥

শকার অত্যন্ত সহর্ষচিত্ত ও সাহঙ্কার ভাবে কহিল।

ওরে গর্ভদাসি তোরে ধরেছি নির্ঘাত।
কেশে, শিরোরুহে আর চুলে দিয়ে হাত॥
চীৎকার করিয়া কিম্বা ডাক্‌ উচ্চরবে।
শম্ভুরে, শঙ্করে, হরে, শিবে কিম্বা ভবে॥
তোরে রক্ষা করিবারে যে জন আসিবে।
মোর হাত এড়াইতে কেউ না পারিবে॥

রদনিকা অচিন্তনীয় অঘটন ঘটনা সন্দর্শনে স্বজাতি-প্রকৃতি-সুলভ-ত্রাসে বিহ্বলপ্রায় হইয়া অবাঙ্মুখী ই ছিল, ক্ষণকাল পরে ভীত ও বিনীত ভাবে কহিল আপনারা এ কি করিতেছেন? বিট শ্রবণান্তে কহিল, কাণেলীমাতঃ! অন্যের স্বরসংযোগের ন্যায় বোধ হইতেছে। শকার বলিল, মান্য! দধিভক্ত লোভী বিড়ালী যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্বরে শব্দ করে, এ গর্ব্ভদাসীও সেইরূপ করিতেছে; সন্দেহ নাই। বিট বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, সে কি, বসন্তসেনা স্বর পরিবর্ত্তন করিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! অথবা আশ্চর্য্যই কি, স্ত্রী জাতি বাল্যাবধি নানা ছল ও কল কৌশল শিক্ষা করিয়া থাকে।

এখানে মৈত্রেয় প্রজ্বলিত প্রদীপ হস্তে লইয়া আসিতে আসিতে কহিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! পশুবন্ধের নিকটে ছেদনার্থ নীত ছাগলের হৃদয়তুল্য প্রদোষমারুতে প্রদীপটা ফুর্‌ ফুর্‌ করিতেছে। যাহা হউক, করাবৃত করিয়া লইয়া যাইতে হইল। অনন্তর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং রদনিকার তাদৃশ ভাব দর্শনে ভাবান্তর অনুভব করিয়া কুপিত ভাবে কহিলেন, রদনিকে! এ কি! তুই কি আর্য্য চারু-দত্তের দারিদ্র্যদশা দেখিয়া নিঃশঙ্ক মনে নীচপথে পদার্পণ করিতে

উদ্যত হইয়াছিস্? এ তোর উচিত নয়, এ তোর সদৃশ নয়। শকার রদনিকাকে বসন্তসেনা-ভিন্ন নারী দেখিয়া পরিত্যাগ করিল। রদনিকা মৈত্রেয়ের আগমনে যাদৃশ সাহসী ও সহর্ষচিত্ত হইয়াছিল, তদ্বচনে তাদৃশ ভীত ও দুঃখিত হইয়া কহিল, আর্য্য মৈত্রেয়! আমার দুর্দ্দশা দেখুন, আমি আপনকার আজ্ঞানুসারে বহির্গত হইবামাত্র এই দুরাচারেরা আমাকে অসহায়িনী দেখিয়া বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমি কোন দোষেই দোষী নহি, সদর্থ কহিলাম, অনর্থক দাসীর উপর ক্রোধ করিবেন না। মৈত্রেয় বলিলেন যথার্থ কথা? না কি ভাল মানুষ হইতেছিস্? রদনিকা বলিল সত্যই কহিতেছি, কদাচ মিথ্যাজ্ঞান করিবেন না। মৈত্রেয় রদনিকার ভাবদর্শনে তদ্বাক্যের সত্যতা বুঝিয়া ক্রোধকম্পিত-করে যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, ওরে নরাধম, রাজশ্যালক! স্বগৃহে শ্বগণও প্রচণ্ড হইয়া থাকে; আমি ত ব্রাহ্মণ, তা থাক্, আমাদের ভাগ্যসদৃশ কুটিল এই যষ্টির প্রহারে শুষ্ক বেণুকের ন্যায় তোর মাথা চূর্ণ করিয়া ফেলি, পলাইস্ না। বিট মৈত্রেয়ের কুপিতভাব দেখিয়া ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া দীন বচনে কহিল, মহাব্রাহ্মণ! ক্ষমা কর। মৈত্রেয় অনুনয় বাক্যে বিটকে নিরপরাধী ও শকারকে সাপরাধী জানিয়া কহিলেন, অরে ধনগর্ব্বিত ভগিনী-ভাগ্যোপজীবিন্ রাজশ্যালক, দুর্জ্জন, দুর্ম্মনুষ্য! এ তোর উচিত নয়। যদিও আর্য্য চারুদত্ত বিত্তহীন হইয়াছেন তথাপি তাঁহার গুণে কি উজ্জয়িনী অলঙ্কৃতা নহে? তুই তাঁহার ও তদীয় পরিজনের অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? বিভববিহীন হইলেই কি মানব অবজ্ঞেয় ও অশ্রদ্ধেয় হয়?

যদি সাধু সদাশয় ধনহীন হয়।
তাঁরে অনাদর করা উপযুক্ত নয়॥
কৃতান্তের কাছে নাই অধন সধন।
অভাগ্য সৌভাগ্যশালী তুল্য দুই জন॥
ধনীর প্রকৃতি নীতি যদি মন্দ হয়।
দেখ লোকে তাহাকেও হতভাগ্য কয়॥

বিট ব্যাকুল হইয়া পুনর্ব্বার বলিল, মহাব্রাহ্মণ! ক্ষমা কর ক্ষমা কর। অন্য-জন-বোধে এ ঘটনা হইয়াছে, দর্প করিয়া বা আর্য্য চারুদত্তকে অবজ্ঞা করিয়া ইহাকে ধরি নাই, আমরা এই স্থলে কোন নবযৌবনা কামিনীর অন্বেষণ করিতেছিলাম। মৈত্রেয় কুপিত ভাবে কহিলেন সে কি এই নারী? বিট বলিল না না, ইনি নহেন, সে এক বামা স্ত্রী, আমাদের অগ্রে অগ্রে আসিতেছিল, বোধ হয়, কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়াছে, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকায় এই সচ্চরিত্রাকে সেই প্রমদা বোধে ধরা গিয়াছিল! যাহা হউক, বিনয় করি, রোষ পরিহার-পূর্ব্বক অজ্ঞানকৃত দোষ মার্জ্জনা করুন। এই বলিয়া খড়্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া মৈত্রেয়ের চরণদ্বয়ে নিপতিত হইল। মৈত্রেয় শান্তান্তঃকরণে কহিলেন, সৎপুরুষ! উঠ উঠ, না জানিয়া তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি, অধুনা সমুদায় বুঝিয়া বিনীত বচনে বলিতেছি কিছু মনে করিও না। ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার দর্শনে কাহার মনে ক্রোধোদয় না হয়? বিট বলিল মহাশয়! আপনাকেই বিনয় করা অস্মদাদির উচিত; তাহা হইলে এই অবিমৃষ্যকারিতা দোষ হইতে পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা। অতএব যদি কৃপা করিয়া কথা রাখেন, উঠিয়া বলি। মৈত্রেয় বলিলেন গাত্রোত্থান কর, ও কি বলিবে বল। বিট উত্থিত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল আপনি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া এই বৃত্তান্তটী আর্য্য চারুদত্তের সমীপে কহিবেন না। মৈত্রেয় প্রশান্ত মনে কহিলেন, না, আমি বলিব না।

বিট শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। কহিল, বিপ্র মহাশয়! আমি আপনকার প্রসাদ-সম্ভূত এই প্রণয়, মস্তকে ধারণ করিলাম। দেখুন আমরা শস্ত্রধারী, কিন্তু গুণাস্ত্র দ্বারা আপনি আমাদিগকে পরাস্ত করিলেন। শকার অসূয়াপরবশ হইয়া কহিল, মান্য! কি জন্যে তুমি জোড়হাত কোরে এই দুষ্ট বাম্‌নার পায়ে পড়্‌লে। বিট বলিল বড় ভীত হইয়াছি। শকার কহিল কাকে ভয় কর্‌চো? বিট বলিল আর্য্য চারুদত্তের অসামান্য গুণই আমার এই ভীতির কারণ।

শকার উপহাস-পূর্ব্বক কহিল, যার বাড়ী গেলে খেতেও পাওয়া যায় না তার আবার গুণ কি, তাকে আবার তুমি ভয় কর্‌চো! বিট বলিল না না, এমন কথা বলিও না।

মাদৃশ জনের দুখে হইয়া কাতর।
পরদুখভার নিয়া মাথার উপর॥
সদা ধন বিতরণে তিনি হে নির্দ্ধন।
তাঁর তুল্য দয়াময় আছে কোন্‌ জন॥
নিজ ধনে বিমানিত করেছেন কারে।
ফিরিয়া এসেছে কেবা গিয়া তাঁর দ্বারে॥
নিদাঘে যেমন জলপূর্ণ জলাশয়।
জীবের পিপাসা বারি বারিহীন রয়॥
তেমতি দরিদ্র তিনি কহিলাম সার।
তাঁর অপযশ করা অতি অবিচার॥

শকার সামর্ষভাবে কহিল কে সে? সে কি পাণ্ডুর পুত্র শ্বেতকেতু? না কি রাধার পুত্র রাবণ? অথবা রামের ঔরসে কুন্তীর গর্ব্ভজাত অশ্বত্থামা? কে সে? তারে আবার তুমি ভয় কর্‌চো! বিট বলিল মূর্খ! আর্য্য চারুদত্ত তিনি, দেখ, তিনি দীনজনদিগের পক্ষে কল্পবৃক্ষ, সজ্জন গণের পরম মিত্র, শিক্ষিতদিগের আদর্শ, সুচরিতের নিকষ ও শীলরূপ বেলার সমুদ্রস্বরূপ, সৎপুরুষেরা তাঁহাকে সৎকর্ত্তা, সম্মাননিধান, দাক্ষিণ্য ও বদান্যতার আধার এবং পুরুষগুণনিধি বলিয়া সমাদর করেন, অতএব তাঁহার দুর্নাম করা কোন প্রকারেই বিধেয় নয়। যাহা হউক, চল আমরা এস্থান হইতে যাই। শকার ক্রোধ করিয়া কহিল বসন্তসেনাকে না নিয়া? বিট বলিল বসন্তসেনা গিয়াছে। শকার কহিল কিরূপে? বিট বলিল—

দৃষ্টি যথা অন্ধজনে, পুষ্টি যথা রোগিগণে,
বুদ্ধি যথা মূর্খে নাহি ভজে।
সিদ্ধি যথা অলসেরে, প্রীতি যথা বিপক্ষেরে,
বিদ্যা যথা মেধাহীনে ত্যজে॥

সেই মত সে তোমারে, ত্যজিয়া গিয়াছে, তারে,
আর কেন কর অন্বেষণ।
ছাড়িয়া তাহার আশ, বাসনায় বনবাস,
দিয়া চল, স্থির কর মন॥

শকার কহিল "আমি বসন্তসেনাকে না নিয়া যাব না।" বিট বলিল ইহাও কি কখন শুন নাই? মাতঙ্গকে আলানদ্বারা, তুরঙ্গকে বল্‌গা দ্বারা ও অঙ্গনাকে হৃদয় দ্বারা বশীভূত করিতে হয়। যদি এই বশীকরণ সামগ্রীর অসদ্ভাব থাকে, ঈদৃশদিগকে আয়ত্ত করিতে যত্ন না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করাই সুবোধের কর্ম্ম। শকার কহিল তুমি যাবে যাও, আমি কিন্তু যাব না। বিট শকারকে অনুচিত অধ্যবসায়ে আরূঢ় দেখিয়া প্রস্থান করিল। শকার মনে মনে কহিল, এ ভীরু বেটা তৃ জন্মের মতন্ গেল। পরে মৈত্রেয়কে কহিল—

	বোস্ রে বামুন্! বোস্ বল্ কি হয়েছে।
মৈত্রেয় বলিলেন—	বসিয়াই আছি মোরা, বিধি বসায়েছে॥
শকার কহিল—	ওঠ তবে, কেন এত দেখি রে আকুল।
মৈত্রেয় বলিলেন—	উঠিব বিধাতা যবে হবে অনুকূল॥
শকার কহিল—	তবে কাঁদ, দুখ যদি এতই হয়েছে।
মৈত্রেয় বলিলেন—	কাঁদিতেছি নিরবধি বিধি কাঁদায়েছে॥
শকার কহিল—	তবে হাস, হাসি কান্না দেখি এক ঠাঁই।
মৈত্রেয় বলিলেন—	হাসিব সুদিন যদি পুনরায় পাই॥
	সখা চারুদত্তে যবে ধনাঢ্য দেখিব।
	হাসিব মনের সুখে প্রমোদে ভাসিব॥

শকার চারুদত্তের নাম শ্রবণে ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইয়া কহিল, ওরে দুষ্ট বামুন্! তুই মোর হয়ে সেই দরিদ্র চারুদত্তকে বলিস্, যে সসুবর্ণা, সহিরণ্যা ও সকাঞ্চনা বসন্তসেনা উদ্যানে তোর উপর রত হয়েছে, মোর কথা শুনে না। এই জন্যে কলে বলে ধরিবার নিমিত্তে তার পিছে পিছে আস্‌তে ছিনু। সে আঁধারের সুযোগে তোর বাড়িতে

প্রবেশ করেছে। যদি তুই নিজে তাকে পাঠাইয়া দিয়া মোর হাতে সমর্পণ করিস্, তবে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ ব্যতিরেকে, ভীম দুঃশাসনের ন্যায় তোর সহিত বন্ধুতা করিব; আর যদি গ্রহ ধরে থাকে, বাঁচিবার সাধ না থাকে, পাঠাইয়া না দিস্, তবে চিরকাল কণ্ঠাগত প্রাণ পর্য্যন্ত হরি-হরের ন্যায় শত্রুতা থাকিবে। মৈত্রেয় বলিলেন, বলিব বলিব। শকার কহিল, ভাল কোরে বলিবি, শীঘ্র বলিবি, তেমনি করিয়া বলিবি যেন আমি আপন প্রাসাদের কপোতপালিকায় থাকিয়া শুন্তে পাই। আর যদি না বলিস্, তবে কপাটতলস্থ কপিত্থ ফলের ন্যায় তোর মাথা মড়্মড় করিয়া ভেঙ্গে ফেল্‌ব। মৈত্রেয় বলিলেন, যা যা বলিব। এই বলিয়া ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রদনিকাও অনুবর্ত্তিনী হইল। শকার পার্শ্বাবলোকন-পূর্ব্বক বলিল, স্থাবরক! সত্যই কি মান্য চলে গিয়েছে? ভৃত্য কহিল হাঁ মহাশয়! তিনি গমন করিয়াছেন। শকার বলিল, তবে আমরাও পলাই চল্, এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল।

এ দিকে মৈত্রেয় রদনিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রদনিকে! এই জঘন্য লোকের জঘন্য ব্যবহারের কথা আর্য্য চারুদত্তকে জানাইও না, একেই তিনি দারিদ্র্যপীড়িত আছেন, আবার এই অবমাননার কথা শুনিলে দ্বিগুণতর ব্যথা পাইবেন সন্দেহ নাই। রদনিকা বলিল, আর্য্য মৈত্রেয়! আমি রদনিকা, সংযতমুখী, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।

এখানে চারুদত্ত অন্ধকারে কুসুমমালায় ভুজঙ্গমীজ্ঞানের ন্যায় বসন্তসেনাকে রদনিকা বোধ করিয়া কহিলেন রদনিকে! রোহসেন মারুতাভিলাষী হইয়া এখানে আসিয়াছিল, এইক্ষণ প্রদোষ-সময়-শীতে আর্ত্ত হইয়াছে, অতএব এই প্রাবারক গাত্রে দিয়া ইহাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাও। এই বলিয়া বসন্তসেনার অঙ্গে উত্তরীয় বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বসন্তসেনা মনে মনে কহিলেন ইনি কি আমাকে পরিচারিকা জ্ঞান করিতেছেন! সৌভাগ্যের বিষয়, দাসী হই ইহাই আমার বাসনা। প্রাবারকে জাতিকুসুম-সৌরভ অনুভব করিয়া সস্পৃহ মনে, মনে মনে কহিলেন আহা! ইহাঁর তরুণ কাল অনুদাসীন ভাবে

শোভা পাইতেছে। অনন্তর কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া স্বকীয় অঙ্গ প্রাবারকে আবৃত করিলেন। চারুদত্ত পুনর্ব্বার কহিলেন, রদনিকে! এখনও যে দণ্ডায়মানা রহিলে? রোহসেনকে লইয়া যাও। বসন্তসেনা বক্তব্য অবধারণে অক্ষম হইয়া, আমি অতি মন্দভাগিনী, তোমার অভ্যন্তরশালার অযোগ্য পাত্র, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া অবাঙ্মুখে সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন। চারুদত্ত পুনশ্চ বলিলেন ভাল রদনিকে! প্রত্যুত্তরটাও নাই? হায়! কি কষ্ট,—

বিধির বিপাকে নর পড়ে যে সময় রে।
কপাল পুড়িয়া যায় ধনহীন হয় রে॥
তখন তাহার মিত্র আর মিত্র নয় রে।
চিরভক্ত পরিজন বশে নাহি রয় রে॥
বচনে বিরক্ত হয় সদা অতিশয় রে।
অনুমানি মনে মনে কত কটু কয় রে॥

এদিকে মৈত্রেয়, রদনিকা-সমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে সম্মুখীন বসন্তসেনাকে নেত্রগোচর করিলেন, এবং চারুদত্ত, বসন্তসেনাকে রদনিকা জ্ঞানে আদেশ করিতেছেন, শুনিয়া কহিলেন, বয়স্য! এই সেই রদনিকা, মদনুবর্ত্তিনী আছে। চারুদত্ত বিস্মিত চিত্তে বলিলেন ও যদি রদনিকা তবে এ আবার কে?

আমি অভাজন, একে আর জন,
ভাবিয়া না বিচারিয়া।
করিনু তাহারে, দূষিতা প্রাবারে,
সোনার শরীরে দিয়া॥
মলিন বসনে, হইল সঘনে,
হেমদণ্ডে কুপতাকা।
দেখ দেখা যায়, শশিরেখা প্রায়,
শারদ-নীরদ-ঢাকা॥

বসন্তসেনা মনে মনে কহিলেন, দূষিতা নয়, ভূষিতা বল। চারুদত্ত

জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! কে এই রমণী? অথবা, পরকলত্র দর্শন ও তৎপরিচয় গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে। মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য! পর-মহিলাশঙ্কার প্রয়োজন নাই। ইনি বসন্তসেনা। চারুদত্ত বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া, আহা! ইনি কি বসন্তসেনা? এই বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দরিদ্রদশায়, হেরিয়া যাহায়,
মনোগত অভিলাষ।
মনে জনমিয়া, বিফল হইয়া,
মনেই করিছে বাস॥
কুপুরুষ জন, না বুঝে যেমন,
ক্রোধ করে কদাকার।
যেখানে উদয়, সেই খানে লয়,
ক্ষমতা বিহীনে তার॥

মৈত্রেয় কহিলেন বয়স্য! রাজশ্যালক আপনাকে কিছু বিজ্ঞাপন করিয়াছে; তদুক্ত অবিকল নিবেদন করি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। চারুদত্ত কহিলেন সে আবার কি কহিয়াছে? মৈত্রেয়, সে বলিয়াছে, এই বলিয়া শকারোক্ত বসন্তসেনা-ঘটিত বৃত্তান্ত কথিতা-নুরূপ কহিতে আরম্ভ করিলেন। বসন্তসেনা শুনিয়া মনে মনে কহি-লেন "তোর উপর রত হয়েছে, মোর কথা শুনে না, এই জন্যে কলে বলে ধরিবার নিমিত্ত" হতভাগার এই সকল কথায় যথার্থই আমি উপকৃত ও অলঙ্কৃত হইলাম। প্রিয়তম আমার অভিলাষ ও চরিত্র অন্যের দ্বারাই অবগত হইলেন। চারুদত্ত মৈত্রেয়ের মুখে শকারোক্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, সে অতি অজ্ঞ, তাহার কথা অগ্রাহ্য। মনে মনে ভাবিলেন আহা! এই নয়না-নন্দদায়িনী সুনয়না দেবগণের যোগ্যা সন্দেহ নাই। বসুন্ধরায় এমত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কখন নয়নগোচর করি নাই। অনন্তর একতান-মনে ও সতৃষ্ণনয়নে বসন্তসেনাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিবে-চনা করিলেন এই জন্যই তখন—

গৃহে মম যাইবারে, কহিলাম বারে বারে,
শুনিয়া বসন গায়ে ঢাকিয়া।
নাহি গেল বিধুমুখী, বোধ হয় হলো দুখী,
আপনার দশা মনে ভাবিয়া॥
যদিও এ বিলাসিনী, সহজেই সুভাষিণী,
তবু কোন কথা নাহি কহিল।
পুরুষের সন্নিধান, মনে করি অনুমান,
দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল॥

বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুশীলে বসন্তসেনে! আমি না জানিয়া পরিজন বোধে তোমার প্রতি কতিপয় অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া অপরাধী হইয়াছি, অবনত মস্তকে অনুনয় করি মার্জ্জনা কর। বসন্তসেনা অমৃতায়মান বচনাবলী শ্রবণে পুলকিতা হইয়া মৃদু মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, আর্য্য! সমুচিতই হইয়াছে; আমি আপনকার দাসীর যোগ্যাও নই, তথাপি প্রাবারক গ্রহণ করিয়া অনুচিত বেশ ধারণে কৃতাপরাধিনী হইয়াছি, প্রণতশিরে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি। উভয়ে উত্তমাঙ্গ নমিত করিলে, মৈত্রেয় কহিলেন, তোমরা দুই জনেই প্রণতমূর্দ্ধা হইয়া সুসম্পন্ন কলম কেদারের ন্যায় মাথায় মাথায় মিলাইলে, আমিও এই করভ-জানু সদৃশ নিজ শীর্ষ নত করিয়া উভয়কেই অনুনয় করিতেছি গাত্রোত্থান কর। চারুদত্ত, প্রণয় রাখা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বসন্তসেনা মনে মনে কহিলেন, প্রিয়তমের এই বচনভঙ্গিটী অতিশয় মধুর ও মনোহর। যাহা হউক ঈদৃশভাবে উপস্থিত হইয়া অদ্য আমার আর অবস্থিতি করা উচিত নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! যদি আমাকে অনুগ্রহের ভাজন বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা হইলে আমি নিজ অলঙ্কারগুলি আপনকার সদনে রাখিয়া ভবনে যাইতে ইচ্ছা করি, ভূষণের লোভেই দুরাচারেরা মদনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। চারুদত্ত বলিলেন চারুশীলে! মদীয় গৃহ নিক্ষেপের

যোগ্য স্থান নহে। বসন্তসেনা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন এ কথা অন্যায় হইল, পুরুষের নিকটেই নিক্ষেপ রাখিয়া থাকে। চারুদত্ত নিরুত্তর হইলেন এবং বসন্তসেনার নির্বন্ধ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া কহিলেন, বয়স্য! অলঙ্কারগুলি লও। বসন্তসেনা আঃ বাঁচিলাম, অনুগৃহীত হইলাম, এই বলিয়া সহর্ষমনে ভূষণচয় সমর্পণ করিলেন। মৈত্রেয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, স্বস্তি। চারুদত্ত বলিলেন মূর্খ! ন্যাসার্থ অর্পণ করিলেন, দান নহে। মৈত্রেয় পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া গোপন ভাবে কহিলেন, তবে ইহা চোরে লইয়া যাকৃ।

অনন্তর বসন্তসেনা মৈত্রেয়কে চারুদত্তের পার্শ্বচর ও রহস্যবিৎ বয়স্য বুঝিয়া বলিলেন, আর্য্য! সেই দুর্বৃত্তদিগের দুর্ব্ব্যবহারে আজি আমি বড় ভীত হইয়াছি, আপনকার বয়স্য মহাশয়ের অনুবর্ত্তিনী হইয়া বাসভবনে যাইতে বাসনা করি, যদি আর্য্য মৈত্রেয় অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করেন, উপকৃত ও চরিতার্থ হইব, রজনী অধিক হইল, জননী কত চিন্তা করিতেছেন, আর বিলম্ব করিতে পারি না, অনুজ্ঞা হইলে বিদায় হই। চারুদত্ত বসন্তসেনার গৃহগমনে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বলিলেন বয়স্য! মহানুভাবার বাসনা পূর্ণ করা অকর্ত্তব্য নহে, আমারও ইচ্ছা হয় তুমি ইহাঁর সঙ্গে যাও। মৈত্রেয় বলিলেন তুমিই এই কলহংসগামিনীর অনুগামী হইলে রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইবে। আমি অক্ষম ব্রাহ্মণ, শ্বগণ যেমন চতুষ্পথোপনীত উপহার দৃষ্টিমাত্র ভক্ষণ করে, আমি বসন্তসেনার সহিত গমন করিলে সেই কৃতান্তসম দুরন্ত লোকেরা তদ্রূপ আমাকে খাইয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই। চারুদত্ত বলিলেন ভাল, আমিই সঙ্গে যাইতেছি, রাজপথের বিশ্বাসযোগ্য আলোক প্রস্তুত করাও। মৈত্রেয় বর্দ্ধমানককে আলোক প্রজ্বলিত করিতে অনুমতি করিলেন। বর্দ্ধমানক পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া গোপনভাবে বলিল, আর্য্য মৈত্রেয়! তেল্ বিনে কি প্রদীপ জ্বলে? মৈত্রেয় চারুদত্তের কর্ণান্তিকে কহিলেন, বয়স্য! নির্দ্ধন-পুরুষ-পরিত্যাগিনী বেশবাসিনীরন্যায় আমাদের প্রদীপিকা নিস্নেহ হইয়াছে। চারুদত্ত বলিলেন ভাল আর প্রদীপে প্রয়োজন নাই। দেখ—

কামিনী-কপোল সম পাণ্ডুর বরণ।
উদয়-ভূধরে শশী আসিছে এখন॥
রাজপথ দীপ মত পরম শোভন।
গ্রহগণ পরিবার সঙ্গে অগণন॥
ধবল কিরণ, যাঁর তিমির নিকরে।
শ্রুত-জল-পঙ্কে যেন ক্ষীরধারা ঝরে॥
তমোরাশি বিনাশিয়া, প্রাচী দিক্ প্রকাশিয়া,
উদয় ভূধরে শশী, দেখ ঐ আসিছে।
উষা করি অনুভব, ডাকিছে বিহগ সব,
পাপ নিশা গেল বলি, মুদ ভরে ভাসিছে॥
বিলম্ব নাহিক আর, দেখ দেখ চন্দ্রমার,
রেখা দেখাযায় ঐ, ক্রমে তমঃ টুটিছে।
যেন যমুনার জলে, রাজহংস কুতূহলে,
ডুবে ছিল, পুনরায় ক্রমে ক্রমে উঠিছে॥
প্রিয়তম প্রিয় পেয়ে, প্রতীচীর পানে চেয়ে,
প্রাচী দিক্ কৌমুদীর-ছলে যেন হাসিছে।
সতিনীর কাছে পতি, দেখিয়া দুঃখিতা অতি,
প্রতীচী তিমির-শোক-নীরে যেন ভাসিছে॥
দেখ ঐ সুধাকর, প্রকাশিছে সুধা-কর,
দিগঙ্গনা দীপ জ্বালি, যেন গৃহে রাখিছে।
প্রদীপের পিছে তমঃ, এ দীপের অন্য ক্রম,
সম্মুখে তিমির রাশি, প্রতীচীরে ঢাকিছে॥
অর্দ্ধ ভাগে জ্যোতি নাই, শোভাহীন শশী তাই,
উজ্জ্বল অপর ভাগ, দুই রূপ হয়েছে।
বুঝি বিয়োগীর শাপে, অর্দ্ধাঙ্গ ঘেরেছে পাপে,
সংযোগীর বরে অর্দ্ধভাগে কান্তি রয়েছে॥

অনন্তর বহির্গত হইয়া মৈত্রেয়কে অগ্রে ও বসন্তসেনাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বসন্তসেনা

প্রণবদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী সাবিত্রীর ন্যায় শোভমানা হইলেন। এবং মধ্যে মধ্যে ভয়চকিত ভাব প্রকাশ করিয়া, পার্শ্বাবলোকন ব্যপদেশে চারুদত্তের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। চারুদত্ত তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া অভয়দান পুরঃসর মৈত্রেয়কে কহিলেন বয়স্য! তুমি দুরাত্মাদিগের ভয়ে আসিতে ইচ্ছুক ছিলে না, দেখ রাজপথে জনমানবও নাই। পরে তৎকালোচিত মধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে বসন্তসেনার গৃহদ্বারের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বসন্তসেনে! ঐ তোমার ভবনদ্বার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, গমন কর; আমরা এই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলাম। বসন্তসেনা অগত্যা প্রস্থান করিয়া অনুরাগ পূর্ব্বক অবলোকন করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। চারুদত্ত বসন্তসেনাকে প্রবিষ্টা দেখিয়া কহিলেন বয়স্য! রাজবর্ত্ম জনশূন্য হইয়াছে, রক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং বহুদোষাকর দোষাও অর্দ্ধাধিক হইয়া উঠিয়াছে, এমত সময়ে পথ-ভ্রমণে অশেষ শঙ্কার সম্ভাবনা। অতএব চল শীঘ্র গৃহে যাই। অনন্তর আবাসে উপস্থিত হইয়া বসন্তসেনার অলঙ্কারভাণ্ড মৈত্রেয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন ইহা নিশাযোগে তোমার সন্নিধানে ও দিবা-ভাগে বর্দ্ধমানকের সমীপে থাকিবে। এই বলিয়া শয়নার্থ গমন করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চারুদত্তকে নয়নান্তরিত করিয়া বসন্তসেনা প্রোষিত-পতিকার ন্যায় প্রিয়-বিরহ-সন্তাপে তাপিত হইয়া কোনরূপে ত্রিযামা যাপন করিলেন। প্রভাতে বাম করতলে বাম গণ্ড বিনিবেশিত করিয়া নিরন্তর চারুদত্ত-চিন্তায় উৎকণ্ঠিত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রিয়দাসী মদনিকা আসিয়া সন্নিধানে আসীনা হইল। বসন্তসেনা ক্ষণকাল পরে সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন মদনিকে! তার পর, তার

পর। মদনিকা বসন্তসেনার অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষণ্ণভাব দেখিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল। আবার এই আকস্মিক অসঙ্গত প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়কূপে নিমগ্ন হইল, কহিল আর্য্যে! তুমি কিছুই বল নাই, ইহার অগ্রে কোন কথাই হয় নাই, তবে তার পর তার পর কি? অকস্মাৎ এমন কথা কেন কহিলে? শুনিয়া বড় ভাবনা হইল। বসন্তসেনা সচেতনার ন্যায় বলিলেন আমি কি বলিলাম? মদনিকা অধিকতর উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল সে কি! তুমি এই যে বলিলে তার পর তার পর, সে কথাও আবার ভুলিয়া গেলে? কি সর্ব্বনাশ! এমন ভাব কেন হইল? কখন ত ঈদৃশ চিত্তবৈকল্য দেখি নাই, দেখিয়া শুনিয়া বড় ভয় হইতেছে। বসন্তসেনা চমকিত ভাবে, এমন কথা কি মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে? মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। মদনিকা কহিল আর্য্যে! স্নেহবশতঃ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, দোষ দর্শন করিয়া বলিতেছি এমন বিবেচনা করিবে না। আমি এই জিজ্ঞাসা করি, আজি তোমার এরূপ ভাব হইবার কারণ কি? বসন্তসেনা স্বাভাবিক মুগ্ধতা ও লজ্জাপরবশতা প্রযুক্ত মনোগত ভাব গোপন করিয়া কহিলেন কৈ আমার কি হইয়াছে? আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মদনিকা বলিল আর্য্যে! আমরা অনভিজ্ঞ নহি, অবস্থা দেখিলেই প্রকৃত হেতু অনুভব করিতে পারি, ভাব গোপন করিয়া কেন কষ্ট পাও। স্নিগ্ধ জনে মনোবেদনা সংবিভক্ত হইলে সহ্যবেদন হয়। অতএব স্পষ্ট বল, উপায় থাকে, সুসাধ্য হয়, অভি-লষিত সম্পাদনে যত্ন করিব।

মদনিকা পরিচারিকা বটে, কিন্তু বসন্তসেনা তাহাকে বয়স্যার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন; অধিকন্তু তাহাকে পরিজ্ঞাতভাবা বোধ করিয়া কহিলেন মদনিকে! আমাকে কেমন দেখিতেছ, আমার ভাব দেখিয়া তোমার কি অনুভব হয়? মদনিকা বলিল তোমার শূন্য হৃদয় দেখিয়া এই অনুমান হয় যেন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে হৃদয় দান করিয়া নবানুরাগতরঙ্গে ভাসিতেছ। বসন্তসেনা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন, কিন্তু মদনিকা ভিন্ন দুঃখের দুঃখী দুর্লভ জানিয়া কহিলেন

মদনিকে! ঠিক বুঝিয়াছ, ভাল অনুভব করিয়াছ, এই নিমিত্তই তোমাকে পরহৃদয়-গ্রহণপণ্ডিতা বলে। মদনিকা প্রমোদভরে গদ্গদ বচনে বলিল বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আমি অশুভ শঙ্কা করিয়াছিলাম এখন তাহা দূর হইল, যাহা হউক বল শুনি, রাজা কি রাজবল্লভ, কোন্ পুরুষের সেবা করিবে। বসন্তসেনা বলিলেন? মকনিকে! সুখসম্ভোগে বাসনা, সেবা বা উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহি। মদনিকা বলিল। তবে কি বিদ্যাবিশেষ-ভূষিত স্বাধ্যায়-নিরত কোন বিপ্রযুবকে অভিলাষিণী হইয়াছ? বসন্তসেনা বলিলেন, তাদৃশ দ্বিজাতি মাদৃশ জনের পরমারাধ্য। মদনিকা বলিল, তবে কি নানাদেশভ্রমণে উপজাতবিভব কোন বণিক্যুবার প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছ? বসন্তসেনা বলিলেন, অধিক স্নেহভাজন হইলেও প্রণয়িজনকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরগমনে বণিগ্গণ বড় বিচ্ছেদবেদনায় ব্যাকুল করে। মদনিকা বলিল? আর্য্যে! রাজা নয়, রাজবল্লভ নয়, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ নয় এবং ধনাঢ্য বণিক্ও নয়, তবে কাহার প্রতি ভর্ত্তৃদারিকার চিত্ত অনুরক্ত হইয়াছে? কোন্ পুণ্যবান্ তোমার হৃদয়সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছেন? বসন্তসেনা বলিলেন মদনিকে! তুমি কি আমার সঙ্গে কামদেবায়তন উদ্যানে যাও নাই? মদনিকা বলিল হাঁ, গিয়াছিলাম ত। বসন্তসেনা বলিলেন তথাপি উদাসীনার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? মদনিকা ক্ষণকাল অনুধ্যান করিয়া কহিল, হাঁ জানিলাম, এখন বুঝিলাম, গত যামিনীতে আসিতে আসিতে যাঁহার শরণাগতা হইয়াছিলে? বসন্তসেনা বলিলেন তাঁহার নাম কি বল দেখি। মদনিকা বলিল তিনি শ্রেষ্ঠিচত্বরে বসতি করেন। বসন্তসেনা বলিলেন, অয়ি সরলে! আমি বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, নাম কি বল। মদনিকা বলিল তাঁহার সুচারু নাম আর্য্য চারুদত্ত। বসন্তসেনা আহ্লাদসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, বলিলেন সাধু মদনিকে! সাধু; বিশেষ অবগত আছ বটে। মদনিকা কিঞ্চিৎ পরে কহিল, আর্য্যে! শুনিতে পাই তিনি অতি দরিদ্র, তাঁহার বিষয় বিভব কিছুই নাই। বসন্তসেনা বলিলেন এই নিমিত্তই আমার চিত্ত তদনুরক্ত হইয়াছে। মাদৃশ কন্য-

কাগণ যদি সামান্য সুখসম্ভোগে বিরত ও অনন্যরত হইয়া নির্দ্ধন পুরুষে অভিলাষিণী হয়, তাহা হইলে তাহাকে জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় না বরং সে প্রতিষ্ঠাভাজনই হইতে পারে। মদনিকা বলিল মধুকরীরা কি কুসুমহীন সহকারের সেবা করিয়া থাকে? বসন্তসেনা বলিলেন, এই জন্যই তাহাদিগকে মধুকরী বলে, মধুকরীরা নানা-কুসুমবিলাসিনী, মধুপজাতির মধুগতই সম্পর্ক, মাধ্বীক শূন্য হইলে আর তাহারা সেই পুষ্পের প্রতি নেত্রপাতও করে না; অতএব তাহাদিগকে জঘন্যের মধ্যেই গণ্য করা উচিত। তাহারা মুখে গুন্ গুন্ বলে কিন্তু গুণগ্রাহী নহে। গুণগ্রাহক জনেরা কি বাহ্য বিভব গ্রাহ্য করিয়া থাকে? দেখ—

গলে হাড় মাল, পরে বাঘ ছাল,
করে নৃকপাল, শ্মশানে বাস।
ফণী অলঙ্কার, শিরে জটাভার,
ভূত প্রেতগণ, যাঁহার দাস॥
সদা সিদ্ধি খায়, ঢুলু ঢুলু তায়,
ছাই মাখে গায়, ক্ষেপার মত।
ভিক্ষায় আহার, পুঁজি পাটা যাঁর,
বুড়া এক ষাঁড়, আহারে রত॥
শিবে কি বা শিব, সকলি অশিব,
তবু শিব শিব, সতত জপ।
বরিবারে তাঁরে, বিবিধ প্রকারে,
গিরিজা করিলা, কঠোর তপ॥
অন্তরে ভাবিয়া, দেখ বিচারিয়া,
গুণবিনোদিয়া, যে জন হয়।
বাহ্য ধনচয়, প্রিয় তাঁর নয়,
গুণ ধন সার, ইহাই কয়॥

মদনিকা বলিল, যদি তিনিই তোমার মনোমত, যদি তাঁহাকেই তুমি হৃদয়রাজ্যে রাজা করিবে, বিলম্ব কেন? কোন কৌশলে তাঁহাকে

জানাইলে দোষ কি? না হয় আদেশ কর, সবিশেষ জানাইয়া আসি। এত কষ্ট সহিবার প্রয়োজন কি? বসন্তসেনা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মদনিকে! তিনি আমার মনোগত সবিশেষ অবগত নহেন। সমানে সমানে মিলন হইলেই সর্ব্বপ্রকারে ভাল দেখায়, সেই প্রিয়দর্শন, আমাকে ধনবতী ও আপনাকে নির্ধন দর্শনে, দুর্লভদর্শন হইতে পারেন, সন্দেহ নাই; আর জঘন্য অভিলাষের বশবর্ত্তিনী হইয়া কিরূপে অবলারা লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বয়ং উপসর্পণের উপায় করে বুঝিতে পারি না; স্মরণ করিলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, উহাতে কেবল চপলতা ও প্রগল্‌ভতাই প্রকাশ পায়। মদনিকা বলিল এই নিমিত্তই কি অলঙ্কারগুলি তাঁহার নিকটে নিক্ষিপ্ত করিয়া আসিয়াছ? বসন্তসেনা সস্মিত বদনে বলিলেন হাঁ মদনিকে! ঠিক্ বুঝিয়াছ, তাহাই আমার মনোগত বটে।

এইরূপে চারুদত্তের গুণানুবাদ শ্রবণে অনুরক্ত হইয়া বসন্তসেনা প্রিয়দাসীকে প্রিয়তম-ঘটিত নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চারুদত্তের প্রতি এমত অনুরাগিণী হইয়াছিলেন যে, যদি কেহ তাঁহার গুণ বর্ণন করিত, যদি কেহ তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিত, শুনিয়া পুলকিত ও প্রমোদপ্রবাহে মগ্ন হইতেন। কি দিয়া তাহাকে তুষ্ট করিবেন, কি বলিয়া তাহার আদর করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইতেন।

একদা সম্বাহক-নামা এক ব্যক্তি পণপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া করিয়া মাথুর ও তৎসহচর দ্যূতকরের নিকটে দশ সুবর্ণ হারিয়াছিল, তন্নিমিত্ত তাহারা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে। কোন সময়ে জেতাদিগকে অন্যচিত্ত দেখিয়া সম্বাহক দ্রুতপদে পলায়ন করিল। জয়ীরা তদ্দর্শনে তদনুসরণে ধাবমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, অরে রে দুষ্ট দশসুবর্ণচৌর সম্বাহক! কোথায় যাবি, কোথা বা পলাইয়া বাঁচিবি।

পাতালে পলায়ে যদি লুকাইয়া রও।
ইন্দ্রের শরণাগত যদি গিয়া হও॥
তোমারে ধরিব আজি কে বা রক্ষা করে।
কার বাপে পারে কেবা জুটো মাথা ধরে॥

এ সভিক বিনা, তোরে কে করে নিস্তার।
রুদ্র যদি এসে তবু সাধ্য নহে তার॥
ওরে মূর্খ ভেবে দেখ্‌ কি ছিলি কি হলি।
কুলে কালি দিলি যশে দিলি জলাঞ্জলি॥

সম্বাহক অহিতদিগকে সন্নিহিত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ভাবে কহিল হায়! এখন কি করি।

খেলায় সভিক-জনে মগন দেখিয়া।
এসেছি পলায়ে যেন চোখে ধূলা দিয়া॥
এখন এ পথ মাঝে পড়ে কি বা করি।
এবার ইহার হাতে বুঝি প্রাণে মরি॥
এ সময়ে কে বা আছে কার কাছে যাই।
কাহার নিকটে গিয়া আজি রক্ষা পাই॥

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের দর্শন-পথাতীত হইল। ভাবিল দ্যূতকরেরা যাবৎ আমাকে অন্য দিকে অন্বেষণ করে তাবৎ বিপরীত-পদে গিয়া এই অন্ধকারময় শূন্য দেবালয়ে প্রবেশিয়া দেবীর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করি, পশ্চাৎ অদৃষ্টে যাহা আছে হইবেক। এই বলিয়া সেই ভাবে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে জেতারাও রাজপথে ও দেবালয়চত্বরে অঙ্কিত উভয় পদচিহ্ন ঐক্য করিয়া মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইল। এবং সম্বাহককে ভানকারী দেবীমূর্ত্তিধারী অনুভব করিয়াও সহসা কিছু বলিল না, বরং দ্যূতকর মাথুরকে জিজ্ঞাসা করিল, আর্য্য! এ কি কাষ্ঠময়ী প্রতিমা! মাথুর বলিল না, না, শৈলময়ী। অনন্তর সহজে সম্বাহককে হস্তগত করিবার নিমিত্ত উভয়ে মঠদ্বারে দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ করিল। সম্বাহক তদবলোকনে প্রথমতঃ বহু কষ্টে দ্যূতেচ্ছাবিকার সম্বরণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল—

সুমেরু-শিখর থেকে পতন যেমন।
জুয়া খেলা সেই মত নাশের কারণ॥

সদা নীচ সহবাস বিবাদ কলহ।
কভু গালি কভু মারি খায় দুর্ব্বিষহ॥
ঘৃণা লজ্জা অপমানে জলাঞ্জলি দিয়া।
অপকর্ম্মে রত হয় খেলার লাগিয়া॥
ক্ষণে স্বর্গে যায় ক্ষণে হয় অধঃপাত।
কভু শিরে পুষ্পবৃষ্টি কভু বজ্রাঘাত॥
সর্ব্বস্ব উড়িয়া যায় লক্ষ্মী ছাড়ে আগে।
ঘটী বাটী ভিটা মাটী বেচে শেষ ভাগে॥
তথাপি না ছাড়ে জুয়া এ কি চমৎকার।
কি জানি কুহক কি বা এ ছার জুয়ার॥
কিছু আগে ধনশালী রহে যেই জন।
কিছু পরে নাহি জুটে অশন বসন॥
শঠতা ধূর্ত্ততা মিথ্যা কথায় কথায়।
ছলে কলে পরধন হরিবারে চায়॥
হৃদয়ে আশ্রয় দেয় যে জন জুয়ারে।
ইন্ধনে অনল সম বিনাশে তাহারে॥
মদ গাঁজা গুলি ভাঙ্ নেসা যে সকল।
অনুমানি এ জুয়ার নহে তুল্য-বল॥
বুঝেছি জেনেছি যত দোষ গুণ তার।
প্রতিজ্ঞা করেছি জুয়া খেলিব না আর॥
তবু দুরোদর-শব্দ মধুর কেমন।
কোকিল-কাকলী সম হরে মোর মন॥

এ দিকে ক্রীড়াসক্ত দ্যূতকর বলিল, আমার খেলা, আমার খেলা। মাথুর বলিল, না না, আমার খেলা, আমি আগে খেলিব। সম্বাহক, অবশেষে দ্যূতেচ্ছা বিকার সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঝটিতি সম্মুখীন হইয়া, না, না, আমার খেলা, আমার খেলা, আমি আগে খেলিব, এই বলিয়া পাশক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেমন অগ্র হস্ত বাড়াইল, অমনি উভয়ে বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিল। মাথুর বলিল, অরে ধূর্ত্ত!

দে, সেই দশ মোহর দে। সম্বাহক বলিল, দিব মহাশয় দিব। মাথুর, এখনি দে, এই দণ্ডেই তোকে দিতে হইবেক, এই বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সম্বাহক ভূতলে পড়িয়া গেল, উভয়ে তাড়না করিতে লাগিল। মাথুর সম্বাহকের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগে রেখা দিয়া বলিল, এই তুই দ্যূতকর-মণ্ডলীতে বদ্ধ হইলি, আর ত পলাইতে পারিবি না? সম্বাহক বিষণ্ণ বদনে ভাবিতে লাগিল, হায়! এই মণ্ডলী অস্মাদৃশ দ্যূতকর-গণের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম; কি রূপেই ঋণ পরিশোধ করিব, কি প্রকারেই বা মণ্ডলী হইতে মুক্তি পাইব, বুঝি বা আমাকে কারারুদ্ধ তস্করের ন্যায় এই স্থানেই বদ্ধ থাকিতে হইল। মাথুর সম্বাহককে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া বলিল, অরে! না হয়, ক্রমে ক্রমে দিবার নিয়মপত্র কর্? সম্বাহক, ভাল তাহাই করিব, এই বলিয়া দ্যূতকরকে কহিল অর্দ্ধাংশ আমাকে ছাড়িয়া দাও। দ্যূতকর বলিল ভাল, অঙ্গীকার করিলাম। পরে সম্বাহক মাথুরকে বলিল অর্দ্ধাংশ দানের নিয়মপত্র করিতেছি অর্দ্ধাংশ আপনি ছাড়িয়া দিউন্। মাথুর বলিল দোষ কি! অগত্যা তাহাই স্বীকার। সম্বাহক পুনর্ব্বার বলিল, আপনি অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিলেন? মাথুর বলিল হাঁ দিলাম। সম্বাহক পুনশ্চ দ্যূতকরকে কহিল, তুমিও অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিয়াছ? দ্যূতকর বলিল হাঁ দিয়াছি। সম্বাহক বলিল, তবে আমি এখন চলিলাম, আর ত আমার ঋণ নাই? মাথুর সম্বাহকের হস্ত ধরিয়া বলিল, কোথা যাবি, আমার নিকট ধূর্ত্ততা খাটিবে না, দে, সেই দশ মোহর দে। সম্বাহক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, পান্থগণ! দেখ দেখ, এইমাত্র উভয়ে অর্দ্ধার্দ্ধ অংশ ছাড়িয়া আবার এখনই দশ মোহর চাহিতেছে। মাথুর বলিল ওরে ধূর্ত্ত! আমাকে ঠকাইতে পারিবি না, দে, আমার সেই মোহর দে। সম্বাহক বলিল এখন সুবর্ণ কোথায় পাইব? মাথুর ক্রোধপূর্ব্বক বলিল বাপ্‌কে বেচে দে। সম্বাহক বলিল, কোথায় আমার পিতা, তিনি জীবিত নাই। মাথুর বলিল মাকে বেচে দে। সম্বাহক বলিল, তিনি তনুত্যাগ করিয়াছেন। মাথুর বলিল তবে আপনাকে বেচে দে। সম্বাহক বলিল ভাল তাহাতে আমি সম্মত আছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে

রাজপথে লইয়া চলন। পরে রাজবর্ত্মে উপস্থিত হইয়া সম্বাহক আত্ম-বিক্রয়ার্থ ঘোষণা করিল, কিন্তু কেহই তদ্বচনে মনোযোগ বা উত্তর প্রদান করিল না। তখন দুঃখিত ভাবে, হায়! আর্য্য চারুদত্ত অর্থ-হীন হওয়াতেই আমার এই দুর্দ্দশা, নতুবা তুচ্ছ দশ সুবর্ণের নিমিত্ত কি এত চিন্তা বা এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত? পুনর্ব্বার কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, দয়ালু সজ্জনগণ! আমাকে বাঁচাও, এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ কর।

এমত সময়ে দর্দুরক-নামা এক দ্যূতক্রীড়ক অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আহা! দ্যূতক্রীড়া পুরুষের পক্ষে অসিংহাসন রাজ্যই বলিতে হইবেক, কেন না—

পর-পরাভব নাহিক গণে।
হরে ধন পুনঃ বিতরে ক্ষণে॥
ধন আহরণে যে নৃপ রত।
দ্যূত অবিকল তাহার মত॥
অতুল বিভব যাহার রয়।
সেই এ খেলায় রসিক হয়॥
ধন-মায়া যার কি কব তায়।
এ সুখে বঞ্চিত কি সুখ পায়॥

জুয়া খেলাতেই মোর ধন হয়েছিল।
জুয়া খেলাতেই বন্ধু বনিতা মিলিল॥
জুয়া খেলাতেই সব খেলেম দিলেম।
জুয়া খেলাতেই আমি সব খোয়ালেম॥

অনন্তর পুরোবর্ত্তি রাজবর্ত্মে নেত্রপাত করিয়া কহিল ঐ আমাদের পূর্ব্ব সভিক মাথুর বসিয়া আছে, উঁহার নিকট দিয়া গুপ্ত ভাবে পলা-য়ন করা সহজ নহে, না হয় উত্তরীয় বস্ত্রে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া এই স্থানেই থাকি। পরে উত্তরীয় অবলোকন ও হস্তদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল—

এই বস্ত্র খানি মোর সূতায় দরিদ্র।
এই বস্ত্র খানি মোর ধরে শত ছিদ্র॥
এই বস্ত্র খানি গায়ে দেওয়া নাহি যায়।
এই বস্ত্র খানি জড় করা শোভা পায়॥

অথবা আমি দর্দুরক, এই ক্ষুদ্র তপস্বী বেটা আমার কি করিতে পারিবে। অনন্তর সম্বাহকের করুণ-ধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক অবলোকনান্তে বিস্মিত ভাবে কহিল, একি! মাথুর সম্বাহকের প্রতি খলতা ব্যবহার করিতেছে, কেহ নিবারণ করিতেছে না? ভাল এই দর্দুরক শর্ম্মা গিয়া দীনহীনকে ছাড়াইয়া দিতেছেন। পরে গর্ব্বিত ভাবে নিকটস্থ হইয়া, "মাথুরকে অগ্রে সান্ত্বনা করিতে হইল" এই স্থির করিয়া কহিল, অহো মাথুর! নমস্কার। মাথুর দেখিয়া কহিল কে হে দর্দুরক! নমস্কার নমস্কার, আইস, ভাল আছ ত। দর্দুরক বলিল কি এ? মাথুর বলিল এই ধূর্ত্ত আমার দশ মোহর ধারে। দর্দুরক বলিল এই বৈ ত না, তুচ্ছ বিষয়, ছাড়িয়া দাও ছাড়িয়া দাও। মাথুর দর্দুরকের কক্ষস্থ জীর্ণ বসন আকর্ষণ করিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, ভাই সকল রে দেখ দেখ, এই জীর্ণ শতচ্ছিদ্র-শোভিত খণ্ড বস্ত্র ইহার উত্তরীয়, এক-খানি প্রাবার ক্রয় করিবারও সঙ্গতি নাই, ইনি আবার দশ মোহরকে তুচ্ছ বস্তু বলিতেছেন। দর্দুরক তাচ্ছীল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সহাস্য মুখে বলিল ওরে মূর্খ! আমি এখনি তোকে সামান্য উপায়দ্বারা দশ মোহর দিতে পারি, যাহার ঐশ্বর্য্য থাকে সে কি ক্রোড়ে করিয়া সক-লকে দেখায়? ফলতঃ তোকে অতি দুষ্ট ও নষ্টমতি দেখিতেছি, তুই তুচ্ছ দশ সুবর্ণের নিমিত্ত পঞ্চেন্দ্রিয়-শালী জীবপ্রধান মনুষ্যকে বধিতে উদ্যত হইয়াছিস্? অরে নির্ব্বোধ! তোর এই জঘন্য ব্যব-হারে, মৃত্তিকা-পাত্রস্থ বালুকারন্ধ্র পিধানার্থ দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ চূর্ণ করা হইতেছে, অতএব তোর হিতার্থেই বলিতেছি ছাড়িয়া দে। মাথুর বলিল, ওহে মহাশয়! আমি বুঝিলাম দশমোহর তোমার তুচ্ছ বস্তু; কিন্তু আমার তাহা মহারত্ন সম্পদ্‌ই জানিবে, কাঙ্গালের রাঙ্গ্তাই সোনা। দর্দুরক বলিল, যদি এত ই বুঝিয়াছিস্, কথা শুন্, আর দশ

মোহর সম্বাহককে কর্জ্জ দে, এ আবার দ্যূতক্রীড়া করুক। মাথুর বলিল, তাহা হইলে কি হইবে? দর্দ্দুরক বলিল, যদি জয় লাভ করে ঋণ পরিশোধ করিবে। মাথুর বলিল যদি না জেতে; দর্দ্দুরক বলিল, তবে দিবে না। মাথুর বলিল যা, যা, আর তোর কথায় কাজ নাই, যদি তোর এত দয়া হয়েছে, তুই মূর্খ দে না কেন? আমি মাথুর, হাবা নই, তুই বেটা বড় বর্ব্বর। দর্দ্দুরক কুপিত ভাবে বলিল, কে বর্ব্বর? মাথুর বলিল, তুই বর্ব্বর। দর্দ্দুরক বলিল তোর বাপ্ বর্ব্বর।

এইরূপে বিবাদারম্ভ হইল। মাথুর ক্রোধ পূর্ব্বক সম্বাহকের নাসিকায় মুষ্টিপ্রহার করিল। সম্বাহক মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল; নাসিকা হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। দর্দ্দুরক উভয়কে অন্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে মাথুর তাহাকে এবং দর্দ্দুরক মাথুরকে প্রহার করিতে লাগিল। মাথুর বলিল ওরে পুংশ্চলীপুত্র! ইহার সমুচিত ফল পাইবি। দর্দ্দুরক বলিল তুই পথে পাইয়া আমার অপমান করিলি, কল্য যদি বিচারালয়ে প্রহার করিস্ তবে দেখ্‌বি। মাথুর বলিল আচ্ছা দেখ্‌ব, তুই কি করিতে পারিস্ করিস্। দর্দ্দুরক বলিল কেমন করিয়া দেখ্‌বি? মাথুর কুপিত ভাবে চক্ষুঃ প্রসারিত করিয়া, "এই এমন করিয়া দেখিব" এই বলিয়া মুখভঙ্গি করিয়া যেমন নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল, দর্দ্দুরক ঝটিতি এক মুষ্টি ধূলি লইয়া মাথুরের অক্ষিতে নিক্ষেপ করিয়া সম্বাহককে পলায়ন করিতে সঙ্কেত করিল। মাথুর কর-দ্বারা নয়নযুগল প্রোঞ্ছন করিতে করিতে ও দুর্দ্দুরকে গালি দিতে দিতে ভূমিতে আসীন হইল। দ্যূতকর অকস্মাৎ এই অসম্ভাবিত ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মাথুরের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সম্বাহক পলায়ন করিল। দর্দ্দুরক, "প্রধান সভিক মাথুরের সহিত অকারণে বিবাদ করিলাম, আর এখানে অবস্থিতি করা উচিত নহে," এই স্থির করিয়া প্রস্থান করিল।

এ দিকে সম্বাহক পরিত্রস্ত ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে বসন্তসেনার গৃহসন্নিধানে উপস্থিত হইল, এবং, ইহা কোন ধনশালিলোকের নিকেতন, পক্ষদ্বার অনাবৃত রহিয়াছে; আপাততঃ এই আশ্রয়ে

প্রবিষ্ট হইয়াই প্রাণ রক্ষা করি, এই বিবেচনা করিয়া প্রবেশ করিল। বসন্তসেনা সম্বাহককে সভয় ও শরণাগত দেখিয়া অভয় দান পূর্ব্বক মদনিকাকে দ্বার রোধ করিতে কহিলেন। এবং সম্বাহককে জিজ্ঞাসিলেন, এত ভীত কেন, বৃত্তান্ত কি? সম্বাহক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল আর্য্যে! ঋণদায়ে আমার প্রাণ যায়, নরাধম উত্তমর্ণ স্বধনের কারণ জীবন সংহারে উদ্যত হইয়াছে। বসন্তসেনা পরিচারিকাকে বলিলেন মদনিকে! দ্বার খুলিয়া দাও। সম্বাহক বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! ঋণদায়ের কথা শুনিয়া ই যে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে বলিল; যথার্থই লোকে বলিয়া থাকে যে, দয়ালু ও পরদুঃখ হরণে ইচ্ছাবান সদাশয়েরা অন্যের বিপদ্ শুনিয়া কিছুমাত্র শঙ্কা করেন না।

এখানে মাথুর নয়নদ্বয় পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল, ওরে দে, আমার দশ মোহর দে। দ্যূতকর বলিল আর্য্য! কাহাকে চাহিতেছেন, সম্বাহক এখানে নাই; যখন দর্দুরক নরাধম আমাদের সহিত বিবাদ করিতেছিল সেই অবকাশে সে ধূর্ত্তও পলাইয়া গিয়াছে। মাথুর বলিল, যদি প্রাণ যায়, যদি সর্ব্বস্ব যায়, যদি দেশ ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার; প্রতিজ্ঞা করিলাম, দর্দুরক বেটার সমুচিত দণ্ড করিব, আর সে মূর্খ কোথা যাবে! মুষ্টিপ্রহারে তাহার যোণা ভগ্ন করিয়া দিয়াছি; অবশ্যই রুধিরধারা পথে পতিত হইয়াছে, চল তদ্দৃষ্টে তাহার অনুসন্ধান করিব। উভয়ে রুধিরানুসরণে আগমন পূর্ব্বক বসন্তসেনার ভবনদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্যূতকর কহিল আর্য্য! সম্বাহক বসন্তসেনার আবাসে প্রবেশ করিয়াছে। মাথুর কহিল, তবে আর চিন্তা নাই, মোহর আদায় করেছি। দ্যূতকর বলিল চল, অধিকরণে গিয়া অভিযোগ করি। মাথুর বলিল, তাহা হইলে সে ধূর্ত্ত এ স্থান হইতে পলাইয়া যাইবে, তাহাকে কৌশলে ধরা উচিত।

এ স্থানে বসন্তসেনা সম্বাহকের পরিচয় জিজ্ঞাসার্থে মদনিকাকে সঙ্কেত করিলেন। মদনিকা জিজ্ঞাসিল, আর্য্য! কে তুমি? কোথা হইতে আসিলে? কি ব্যবসায় কর? আর কাহা হইতেই বা এত ভীত

হইয়াছ? সম্বাহক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতর বচনে বলিল ভদ্রে! পাটলীপুত্রনগরে আমার নিবাস, আমি গৃহপতির পুত্র; সম্বাহক-বৃত্তি আমার জীবিকা। বসন্তসেনা বলিলেন, আপনি সুকুমার কলা ই শিক্ষা করিয়াছেন। সম্বাহক বলিল, আর্য্যে! বিদ্যা বলিয়া শিখিয়াছিলাম, এই ক্ষণ কপালক্রমে জীবিকা হইয়া উঠিয়াছে। মদনিকা বলিল, আপনি অতি নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াই উত্তর প্রদান করিলেন, তার্ পর তার্ পর্। সম্বাহক বলিল, পরে দেশভ্রমণকারীদিগের মুখে শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব দেশ দর্শনে কুতূহলী হইয়া এই নগরে আগমনান্তে এক মহানুভাবের নিকটে স্ববৃত্তিসেবক হইয়াছিলাম, সেই মহাত্মার গুণগ্রাম এক মুখে বর্ণন করা সাধ্য নহে। তাদৃশ প্রিয়দর্শন, তাদৃশ প্রিয়ভাষী ও তাদৃশ শরণাগতবৎসল ধরাতলে আর নাই। তিনি পরোপকার করিয়া কখন নিজ মুখে ব্যক্ত করেন না, কেহ অপকার করিলেও স্মরণে রাখেন না, অধিক কি, তিনি দাক্ষিণ্য গুণে শরীর ধারণ কেবল পরোপকারার্থেই বিবেচনা করিয়া থাকেন। মদনিকা বসন্তসেনাকে কহিল আর্য্যে! কে আবার তোমার হৃদয়বল্লভের গুণনিচয় হরণ করিয়া উজ্জয়িনীকে অলঙ্কৃত করিতেছে? বসন্তসেনা আহ্লাদিতা হইয়া বলিলেন, সাধু মদনিকে সাধু, আমিও মনে মনে ঐ কথাই আন্দোলন করিতেছিলাম। মদনিকা পুনর্ব্বার সম্বাহককে জিজ্ঞাসা করিল আর্য্য! তার্ পর্ তার্ পর। সম্বাহক বলিল, পরে সেই সদাশয় স্বাভাবিক বদান্যতাগুণে অতিরিক্ত দান করিয়া এখন—এই অর্দ্ধোক্তি করিবা মাত্র, বসন্তসেনা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, কি দরিদ্র হইয়াছেন? সম্বাহক চমৎকৃত হইয়া বলিল, না বলিতে বলিতেই কিরূপে বুঝিলেন? বসন্তসেনা কহিলেন এস্থলে আর অবোধ্য কি? একাধারে গুণ ও বিভব প্রায় দুর্ল্লভ, দেখুন, অপেয় জলাশয়েই অধিক জল থাকে। মদনিকা জিজ্ঞাসিল আর্য্য! সেই গুণধরের নাম কি? সম্বাহক, বলিল, ভদ্রে! কোন্ ব্যক্তি সেই মহাত্মাকে না জানে? তিনি শ্রেষ্ঠি-চত্বরে বাস করেন, তাঁহার শ্লাঘনীয় নাম আর্য্য চারুদত্ত।

বসন্তসেনা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক কহিলেন আর্য্য! ইহা আপনারই গৃহ, পরকীয় জ্ঞান করিবেন না। আর যে কোন বিষয়ের নিমিত্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছেন, তজ্জন্য ব্যাকুলতার আবশ্যকতা নাই, নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করুন। মদনিকে! আর্য্যকে আসন দাও, ব্যজন লইয়া বীজন কর, বোধ হইতেছে বিদ্রুত ভাবে দ্রুত আগমন করায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। সম্বাহক বিস্ময়চকিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি! আর্য্য চারুদত্তের নাম কীর্ত্তনে আমার এত আদর! হে দয়ানিধান, আর্য্য সার্থবাহ! ভূমণ্ডলে তুমিই একা জীবিতের মধ্যে গণ্য, অন্যেরা ভস্ত্রার ন্যায় নিশ্বাসবন্ত মাত্র। পরে বলিল, আর্য্যে! ভাল আমি বসিতেছি, আপনি আসন পরিগ্রহ করুন, দাঁড়াইয়া ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। বসন্তসেনা আসীন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! আপনকার উত্তমর্ণ এখন কোন্ স্থানে আছে? সম্বাহক বলিল, সৎকর্ম্মই সজ্জনের সম্পদ্ কাহার ধন চির স্থির থাকে? যাঁহারা অর্চ্চনা করিতে জানেন, অবশ্যই তাঁহারা অর্চ্চনার বিশেষ বিধিও অবগত থাকেন। বসন্তসেনা বলিলেন, তার্ পর্। সম্বাহক বলিল সেই মহাত্মা আমাকে স্ববৃত্তিপরিচারক করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহাকে বিত্তহীন ও চরিত্রমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া অবলম্বন করিয়াছিলাম, পরে ভাগধেয়-বৈষম্যে দুরোদর-মুখে সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিয়া এইক্ষণ দশ সুবর্ণ হারিয়াছি, দ্যূতাসক্ত লোকেরা সহজেই হিতাহিত বোধশূন্য, অতএব যাহা ভাল হয়, যাহাতে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাই, দয়া করিয়া কোন উপায় করিলে কৃতার্থম্মন্য ও চিরক্রীত হইব। বসন্তসেনা বলিলেন মদনিকে! বাস-পাদপ স্থাণু তুল্য বিশৃঙ্খল হইলে বিহঙ্গমদিগকে সহজেই ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয়। যাহা হউক, এই আর্য্যই দিলেন, ইহা জানাইয়া সভিক দ্যূতকরকে এই হস্তাভরণ দিয়া আইস, এই বলিয়া হস্ত হইতে কটক উন্মোচন করিয়া মদনিকার করে সমর্পণ করিলেন।

এখানে মাথুর দ্যূতকর, সম্বাহককে ধরিবার কোন সুযোগ না

দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া কহিতে লাগিল, হায়! উৎসন্ন হইলাম, সর্ব্ব-নাশ হইল, সম্বাহককে কি রূপে ধরিব, কেমন করিয়াই বা দশ সুবর্ণ আদায় করিব। মদনিকা কটকহস্তে বহির্গত হইয়া দর্শনান্তে মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল, যখন এই দুই ব্যক্তি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকল চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, যখন বিশেষ রূপে ইহাদের বিতর্ক করিবার ভাব প্রকাশ পাইতেছে, ও যখন আমাদের দ্বারদেশে নেত্রপাত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, তখন ইহারা ই সেই সভিক দ্যূতকর, সন্দেহ নাই। নিকটে গিয়া কহিল আপনাদিগকে প্রণাম করি। মাথুর, সুখলাভ হউক বলিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিল। মদনিকা জিজ্ঞাসা করিল আপ-নাদিগের মধ্যে কে সভিক? মাথুর বলিল—

কে তুমি রমণি, কহ সুবদনি,
কাহার কামিনী হও।
চারু চিহ্ন ধরে, রুচির অধরে,
মধুমাখা কথা কও॥
কহ গুণবতি, শুনিবারে অতি,
আকুল হয়েছে মন।
কোন্ মনোরথে, এসেছ এ পথে,
সভিকে কি প্রয়োজন?॥
কারে রত্নধন, করে অন্বেষণ,
বল দেখি বিধুমুখি।
সবে তাঁরে চায়, জীবন জুড়ায়,
পাইলে পরম সুখী॥
করিণীর প্রায়, দেখি হে তোমায়,
দেখ বিচারিয়া মনে।
না বুঝে স্ববল, বলে সে সবল,
সকল অবল জনে॥
হইয়া সবলা, বুঝিয়া অবলা,

যদি হে অবলা হবে।
নহ যে অবলা, মিছে তাহা বলা,
বলা সে অবলা হবে॥

যাহা হউক, এখানে তোমার কিছু লাভ হইবে না, তুমি স্থানান্তরে প্রস্থান কর। মদনিকা হাসিয়া বলিল, যদি এমনই না বলিবে, যদি এমত স্বভাবই না হইবে, তবে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবে কেন? সে যাহা হউক, তোমাদের কেহ অধমর্ণ আছে? মাথুর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল হাঁ হাঁ আছে আছে, সম্বাহক আমার দশ মোহর ধারে, কি তার? মদনিকা বলিল, তাহার ঋণপরিশোধার্থে আমাদের আর্য্যা এই হস্তাভরণ,—না; না, সেই ব্যক্তিই এই হস্তাভরণ দিলেন, গ্রহণ কর, এই বলিয়া সমর্পণ করিল। মাথুর হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া কহিল, তোমার মঙ্গল হউক, সুখে থাক! ভদ্রে! তুমি সেই ভদ্রসন্তানকে বলিবে "তোমার ঋণ পরিশোধ হইল, পুনর্ব্বার আসিয়া দ্যূতক্রীড়া কর।" এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

মদনিকা বসন্তসেনার সমীপে আসিয়া বলিল, আর্য্যে! হস্তাভরণ পাইয়া সভিক দ্যূতকরেরা সন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্থান করিয়াছে। বসন্তসেনা সম্বাহককে বলিলেন, আর্য্য! যদি ইচ্ছা হয় এখন আপনি বন্ধুগণের দুর্ভাবনা দূর করিতে গৃহে যাইতে পারেন। সম্বাহক বলিল, আর্য্যে! যদি আমার এই অসীম ও অতুল্য উপকার করিলেন, তবে আমার ইচ্ছা যে আপনকার পরিচারিকাকে সম্বাহন-বিদ্যায় পারগ করিয়া যাই। বসন্তসেনা বলিলেন, যাঁহার নিমিত্তে এই কলা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাঁহারই আপনি পূর্ব্বে শুশ্রূষা করিয়াছেন, পুনর্ব্বার তৎসমীপে তৎ-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন ইহাই আমার প্রার্থনা। সম্বাহক, উত্তম কৌশ-লেই প্রত্যাদিষ্ট হইলাম; কিরূপে এই মহোপকারিণীর প্রত্যুপকার করিব, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া কহিল, আর্য্যে! এই দুরাত্মা দ্যূত-কর-কৃত অবমাননায় আমার মনে অতিশয় ঘৃণা হইয়াছে, এইক্ষণ প্রতিজ্ঞা করিলাম, দ্যূতক্রীড়ায় বিসর্জ্জন দিয়া অদ্যই শাক্যশ্রমণিক হইব, মায়াময় সংসারের মোহজালে জলাঞ্জলি দিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া

সর্ব্বথা পরমার্থসাধনে যত্ন পাইব, ও সেই অশরণশরণ বুদ্ধের উপাসনাতেই জীবনাবশিষ্ট কাল যাপন করিব। অতএব 'দ্যূতক্রীড়ক সম্বাহক যতিধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, এই কথাটি আপনি স্মরণে রাখিবেন। বসন্তসেনা হাসিয়া বলিলেন, আর্য্য! অধিক সাহসের আবশ্যকতা নাই, পরিবারের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই গৃহস্থদিগের অত্যুত্তম ধর্ম্ম ও পরম সুখ। সম্বাহক বলিল, আর্য্যে! আর আমাকে সংসারজালে জড়িত থাকিতে অনুরোধ করিবেন না, আজি অবধি আমি যোগ-পথের পথিক হইলাম, কদাচ আর এ কথার অন্যথা হইবে না। এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইল। এবং যাহা সকল লোকের বীভৎস, যাহা অশেষ দোষের আকর, দূতক্রীড়া তাহাই আমার ঘটাইয়াছিল, সম্প্রতি ঋণপরিশোধ হইবায় বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম, অকুতোভয়ে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে রাজপথ বিহারে সমর্থ হইব। এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর বসন্তসেনার হস্তিপক ব্যস্ত সমস্ত ও প্রহৃষ্ট ভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, আর্য্যে! আজি এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গেল, আপনকার স্তম্ভভঞ্জকনামা দুরন্ত দন্তী আলানস্তম্ভ ভগ্ন করিয়া ফুল্ল নলিনীবনের ন্যায় নগরে প্রবেশপূর্ব্বক ভীষণভাবে রাজপথে উপস্থিত হইয়াছিল, পরে এক পরিব্রাজকের দণ্ডকুণ্ডিকাভাজন ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে দন্তান্তরে ধারণ করিল, তদনন্তর নগরস্থ প্রায় সমস্ত লোকই উপস্থিত ও ত্রস্ত হইয়া সন্ন্যাসীর প্রাণবিনাশ সম্ভাবনায় করুণধ্বনি করিতে লাগিল, আমি কোন উপায় না দেখিয়া সত্বরে আপণ হইতে অয়োঘন আনয়ন-পূর্ব্বক কৌশলে ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ হইয়া সেই মত্ত করীকে আয়ত্ত করিলাম, এবং তৎপরে সেই যতব্রতকেও অক্ষত শরীরে মোচিত করিয়াছি।

অনন্তর জনতার মধ্য হইতে এক সাধু পুরুষ শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এবং নিজ অঙ্গে আভরণস্থান শূন্য দেখিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার অঙ্গে এই প্রাবারক ফেলিয়া দিলেন। বসন্তসেনা বলিলেন, কর্ণপূরক! বড় অদ্ভুত ও প্রশংসনীয়

কার্য্য করিয়াছ, আমার বারণ কর্ত্তৃক প্রাণহিংসা, বিশেষতঃ চতুর্থাশ্রমীর বিপত্তি অবশ্যই মহাপাতকের আস্পদ হইত সন্দেহ নাই, আমিও তোমাকে পুরস্কার দিতেছি, পরন্তু অগ্রে দেখ দেখি ঐ প্রাবারকে জাতীকুসুমের পরিমল আছে কি না? কর্ণপূরক বলিল, আর্য্যে! দ্বিরদ মদ-গন্ধে তদ্গন্ধ অনুভব হইতেছে না। বসন্তসেনা বলিলেন, তবে বস্ত্রলিখিত নাম পাঠ করিয়া দেখ। কর্ণপূরক কহিল আপনিই পাঠ করুন, এই বলিয়া বসন্তসেনার আসনে স্থাপন করিল। বসন্তসেনা প্রাবারকে চারুদত্তের নাম দৃষ্টিকরিয়া সস্পৃহ মনে ও আগ্রহাতিশয় সহকারে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ গাত্র আবৃত করিলেন। এবং কর্ণপূরককে কর্ণকুণ্ডল প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কর্ণপূরক! এখন সেই মহাত্মা কোথায় আছেন? কর্ণপূরক বলিল সম্মুখবর্ত্তি রাজবর্ত্ম দিয়া ভবনে যাইবার উপক্রম করিতেছেন। বসন্তসেনা কর্ণপূরককে বিদায় দিয়া চারুদত্ত দর্শনবাসনায় মদনিকাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ত্বরিত পদে উপরিতন অলিন্দে আরোহণ করিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

এই কালে এক দিন সার্থবাহের ভৃত্য বর্দ্ধমানক নিশ্চিন্ত মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—

দাসে দয়াবান্ সদা সদাশয় স্বামী।
যদিও নির্ধন, তবু ভাল বলি আমি॥
ধনমদে মত্ত, কথা কয় গর্ব্বময়।
এমন প্রভুর কাছে থাকা ভাল নয়॥

যাহা হউক— শস্যলোভি বৃষে বাধা দিয়ে রাখা যায় না।
পরস্ত্রী-রসিকে বাধা দিয়ে রাখা যায় না।
জুয়াভক্ত জনে বাধা দিয়ে রাখা যায় না।
স্বাভাবিক দোষে বাধা দিয়ে রাখা যায় না॥

আর্য্য চারুদত্ত সাধারণ নাট্যশালায় সঙ্গীতশ্রবণে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক ক্ষণ গমন করিয়াছেন, অর্দ্ধ রজনী অতীত হইল এখনও আগমন করিলেন না; যাহা হউক, বহির্দ্বার গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া থাকি।

এখানে সঙ্গীতসভা ভঙ্গ হইলে চারুদত্ত প্রত্যাগমন করিতে করিতে কহিতেছেন, আহা! রেভিল কি মনোহর গান করিল, বীণাটী অসমুদ্রোত্থিত রত্নই বলিতে হইবে। বোধ হয় সঙ্গীতশ্রবণে আপামর সমস্ত লোকই সন্তুষ্ট ও মোহিত হইয়াছে। সর্ব্বকালমিত্র মৈত্রেয় সমভিব্যাহারেই ছিলেন, কহিলেন, বয়স্য! চল ত্বরায় গৃহে যাই। চারুদত্ত তদ্বচনে উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, আহা, রেভিল কি অপূর্ব্ব সুমধুর গানই করিল। মৈত্রেয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, বয়স্য! মনুষ্য যদি কাকলীরবে গান করে, ও স্ত্রীজাতি যদি সংস্কৃত ভাষা পাঠ করে, উভয়ই আমার ভাল লাগে না; উহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ, সুতরাং হাস্য না করিয়া থাকিতে পারি না। চারুদত্ত বলিলেন, বয়স্য! রেভিল ঈদৃশ রসভাব-রাগান্বিত সুললিত গান করিল তথাচ তুমি পরিতুষ্ট হও নাই?

সে গীত মধুর অতি, হৃদয়রঞ্জন হে, হৃদয়রঞ্জন।
স্ফুট, সম, সুললিত, গলার ভূষণ হে, গলার ভূষণ॥
তাল লয় বিশোধিত, রস-ভাব যুত হে, রস-ভাব-যুত।
তাহার স্বরের কাছে, ছার পিক-রুত হে, ছার পিক-রুত॥
মধুর, মধুরস্বর-স্বর কি তেমন।
সে বিনা সে বীণা স্বরে না হেরি এমন॥
যে ভাবে যে ভাবে তার রাগ ভাব লয়।
অচল, অচল সম, সেই ভাবে রয়॥

মৈত্রেয় তদ্বচনে আস্থা ও অনুমোদন না করিয়া কহিলেন, প্রিয় বয়স্য! বিপণির অন্তর্গত রথ্যায় শ্বগণও সুখে নিদ্রা যাইতেছে, অতএব চল ত্বরায় গৃহে গিয়া শয়ন করি; বিশেষতঃ ভগবান্ শর্ব্বরীশ্বর তিমিরনিকরকে অবসর দিয়াই যেন অন্তরীক্ষপ্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন, দেখুন চরম-গিরি-গুহা প্রবেশের আর অধিক অপেক্ষা নাই।

চারুদত্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন যথার্থ বলিয়াছ, তমিস্রপুঞ্জকে অবকাশ দিয়া কলানিধি জলাবগাঢ় বনদ্বিপের তীক্ষ্ণ বিষাণের ন্যায় কলাবশিষ্ট রহিয়াছেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মৈত্রেয় আহ্বান করিলে বর্দ্ধমানক দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া অভিবাদনান্তে বিস্তৃত আসন প্রদর্শন করিল। উভয়ে উপবেশন করিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন বর্দ্ধমানক! পাদ-ক্ষালন-জল-দানার্থে রদনিকাকে জাগরিতা কর। চারুদত্ত সানুকম্পা হৃদয়ে বলিলেন, নিদ্রিত জনে আর প্রবোধিত করিবার প্রয়োজন নাই। বর্দ্ধমানক সলিল আনয়ন করিল। চারুদত্ত চরণ ক্ষালন করিয়া মৈত্রেয়কে বারি দানার্থে বর্দ্ধমানকের প্রতি আদেশ করিলেন। মৈত্রেয় বলিলেন আমার আর পা ধোবার প্রয়োজন কি? এখনি ত আবার ভূমিতে গর্দ্দভের ন্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে? বর্দ্ধমানক বলিল আর্য্য! ব্রাহ্মণ তুমি, পাদ ক্ষালন করা টা উচিত হয়। মৈত্রেয় বলিলেন যেমন সকল সর্পের মধ্যে ডুণ্ডুভ, আমিও তেমনি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমানক বলিল তথাপি পা ধোয়া টা অনুচিত নহে। অনন্তর জলদান পূর্ব্বক বসন্তসেনার অলঙ্কারভাণ্ড প্রদান করিয়া কহিল আর্য্য মৈত্রেয়! এই অলঙ্কারগুলি দিবসে আমার, ও রজনীতে তোমার নিকটে থাকিবার আদেশ, অতএব গ্রহণ করুন। মৈত্রেয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন ইহা আজিও আছে? উজ্জয়িনীতে কি চোরও নাই? বয়স্য! অলঙ্কারগুলি অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দি। চারুদত্ত বলিলেন সখে! অপর নারীর ভূষণ অন্তঃপুরে প্রেরণ করা উচিত নহে, যাবৎ তাঁহাকে সমর্পণ করা না হয় স্বয়ংই যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ কর। বলিতে বলিতে তাঁহার নিদ্রাবির্ভাব হইল। মৈত্রেয় জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! নিদ্রাবেশ কি হইয়াছে? তবে আমিও ঘুমাই।

অধিক রাত্রি জাগরণ জন্য উভয়ে অনতিবিলম্বে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এমত সময়ে শয়নাগারের পশ্চাদ্ভাগে শর্ব্বিলক-নামা এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। নভোমণ্ডলে নেত্রপাত করিয়া সহর্ষ

চিত্তে কহিল, আহা এই যে ভগবান্ মৃগলাঞ্ছন চরমাচল-চূড়াবলম্বন করিতেছেন, বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আমার কার্য্য-সৌকর্য্যার্থই এই ঘটনা উপস্থিত বলিতে হইবেক, যাহা হউক, বৃক্ষবাটিকাপরিসরে সন্ধি খনন করিয়া মধ্যম প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়াছি, এইক্ষণে চতুঃ-শালায় সিঁধ দিয়া গৃহ-প্রবেশের উপায় দেখি। অনন্তর সন্ধিখননের স্থান নিরূপণ ও কি প্রকারে কীদৃশ সন্ধি খনন করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কার্য্যারম্ভের উপক্রমে—

নমো নমো বরদায়, কুমার কার্ত্তিকেয়ায়,
কণক-শক্তয়ে নমো নমঃ।
নমো নমো ব্রহ্মণ্যায়, দেবায় দেবব্রতায়,
ভাস্কর-নন্দিনে নমো মম॥

নির্ব্বিঘ্নে সন্ধিচ্ছেদন পরিসমাপ্তি ও ইষ্টসিদ্ধির কামনায় এই মঙ্গ-লাচরণরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া কহিল, যোগাচার্য্য মহাশয়কে নমস্কার করি, আমি তাঁহার প্রথম শিষ্য, তিনি পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে এই যোগ-রোচনা প্রদান করিয়াছেন; আহা! যোগ-রোচনার কি অনি-র্ব্বচনীয় মহিমা! অঙ্গে লেপন করিলে নগররক্ষিগণ দেখিতে পায় না এবং শরীরে কেহ শস্ত্রাঘাত করিলেও অনিষ্ট করিতে পারে না। এই বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে যোগ-রোচনা লেপন করিয়া সন্ধিখননে প্রবৃত্ত হইল। সহসা ব্যগ্র মনে কহিল হায়! কি করিয়াছি! ধিক্ আমাকে, প্রমাণসূত্র বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি, কি করি! ক্ষণকাল অনুধ্যান করিয়া কহিল, ভাল, এই যজ্ঞোপবীত ই প্রমাণসূত্র হইবেক, ব্রহ্মসূত্রটী ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ মাদৃশ জনের পক্ষে যে কত উপকারী, বর্ণন করা যায় না, ইহা দ্বারা ভিত্তি পরিমাণ করা যাইতে পারে, সন্ধি-মুখে সংলগ্ন করিয়া বলয়াদি অলঙ্কার আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘুচাইয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং কীট ভুজগে দংশন করিলেও পরিবেষ্টন করিয়া বিষ বাঁধিয়া রাখা যাইতে পারে। নবগুণের যে কতগুণ, এক মুখে বর্ণন করা দুঃসাধ্য, মূর্খেরা 'অসংখ্যগুণ' নাম না দিয়া, না বুঝিয়া ই ইহাকে নবগুণ বলিয়াছে। অনন্তর উপবীতদ্বারা ভিত্তি পরিমাণ করিয়া

খননে প্রবৃত্ত হইল, ক্ষণকাল পরে দেখিয়া কহিল একমাত্র ইষ্টক অবশিষ্ট আছে। বলিতে বলিতে হঠাৎ কম্পিত-কলেবর হইয়া কহিল আঃ, কি প্রমাদ! বিষধরে আবার দংশন করিল, অথবা যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, দুষ্কর্ম্মের গতি ই এই, বোধ হয় বিধাতা ই ঈদৃশ ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন; বুঝি তিনিই কালসর্পরূপ ধারণ করিয়া আমার এই পরাপকার পাপের প্রতিফল দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপবীতে অঙ্গুলি বন্ধন ও মন্ত্রৌষধি দ্বারা চিকিৎসা করিয়া বলিল এখন কতক সুস্থ হইলাম। কি আশ্চর্য্য, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" প্রার্থিতসিদ্ধি বিষয়ে পদে পদে বিপদ্ ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহা হউক বিলম্ব করা বিধেয় নয়, ত্বরায় কার্য্য শেষ করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া খনন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে দেখিয়া কহিল হায়! গৃহাভ্যন্তরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছে! আহা, চতুঃপার্শ্বে অন্ধকার, মধ্যে এই সুবর্ণবর্ণা দীপশিখা সন্ধিমুখে বিনির্গত হইয়া কষে বিনিবেশিত হিরণ্যরেখার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। অনন্তর সানন্দ মনে, সিঁদ কাটা ত হইল, এখন প্রবেশ করি, না, প্রথমে স্বয়ং প্রবেশ করা উচিত নহে, কি জানি, যদি কেহ বিদিতবৃত্তান্ত হইয়া গৃহমধ্যে সন্ধির পার্শ্বে আসীন থাকে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ, অগ্রে প্রতিপুরুষকে প্রবেশিত করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিপুরুষকে সন্ধিমুখে প্রবেশিত করিয়া কহিল, বোধ হয়, গৃহে কেহ ই নাই, প্রবেশ করি, নমঃ কার্ত্তিকেয়ায়, বলিয়া প্রবিষ্ট হইল। চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে কহিল, দুইটি পুরুষ শয়ন করিয়া আছে, নিদ্রিতের ন্যায়ও দেখিতেছি, ভাল, আত্মরক্ষার্থে প্রথমতঃ দ্বার খুলিয়া রাখিতে হইল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে গমন পূর্ব্বক দ্বারোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া, "এ কি, জীর্ণ গৃহ বলিয়া কপাটে শব্দ হইতে লাগিল? ভাল, জল দিতে হইল" এই বলিয়া সলিল আহরণ পূর্ব্বক সেচন করিয়া, কি উৎপাত! কপাটসংলগ্ন বারি ভূতলে পতিত হইয়া যে শব্দ করে। জলসেচন রহিত করিয়া, পৃষ্ঠ দেশে ভর দিয়া অতি কষ্টে দ্বারোদ্ঘাটন করিল, পরে ভাবিল, এখন পরীক্ষা করি, ইহারা কপট-নিদ্রিত, কি পরমার্থতই সুষুপ্ত

হইয়াছে। বিকট মূর্ত্তি, মুখভঙ্গি ও প্রহারোদ্যমাদি দ্বারা ভয় প্রদর্শন এবং অন্যান্য রূপে পরীক্ষা করিয়া কহিল প্রকৃত ই নিদ্রিত হইয়াছে। যে হেতু—

গাঢ়তর নিমীলিত নয়নযুগল।
বারেক না নড়ে, যেন হয়েছে বিকল॥
নিঃশ্বাস বহিছে ঘন দীর্ঘ অতিশয়।
নড়িছে প্রমাণাধিক, উদর হৃদয়॥
শরীরের সন্ধি সব শিথিল হয়েছে।
অচৈতন্য ভয়শূন্য পড়িয়া রয়েছে॥
বুকে মুখে স্বেদজাল দেখিতে শোভন।
কটিতে সুদৃঢ় নহে বসন-বন্ধন॥
পড়িয়াছে হস্ত পদ শয্যার বাহিরে।
রহিয়াছে শব-সম, নাহি পাশ ফিরে॥
সম্মুখে জ্বলিছে দীপ, প্রচণ্ড আকারে।
ছলনিদ্রা হইলে কি সহিবারে পারে?॥

তদনন্তর কোথায় কি আছে দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, এ কি! নানাবিধ সঙ্গীতযন্ত্র যে দেখিতেছি, ঐ মৃদঙ্গ, ও দিকে ভেরী, এ দিকে বীণা, এখানে বংশী, এবং ওখানে কতকগুলি পুস্তকও দৃষ্ট হইতেছে; ইহা নাট্যাচার্য্যের গৃহ নাকি? আর কিছুই যে দেখিতে পাই না, সত্যই কি এ ব্যক্তি বিত্তহীন? কেবল বৃহৎ অট্টালিকা দেখিয়াই প্রবেশ করিয়াছি? অথবা রাজভয়ে বা চৌরভয়ে ভূমিতে সম্পত্তি সকল প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে? (সস্মিত মুখে) শর্ব্বিলক শর্ম্মার কাছে কি প্রোথিত বস্তু গুপ্ত থাকিবে? এই বলিয়া যষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কহিল, না, কোথাও কিছু পোঁতা আছে এমন অনুভব হয় না. যথার্থই এ ব্যক্তি দরিদ্র, তবে আর এখানে থাকিয়া কি ফল, এখনও রজনী আছে, স্থানান্তরে গিয়া চেষ্টা পাই।

শর্ব্বিলক মনে মনে এতদ্রূপ আলোচনা করিতেছে এমত সময়ে

মৈত্রেয় সহসা স্বপ্ন দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন, প্রিয় বয়স্য! গৃহে যেন সন্ধি-খনন দৃষ্ট হইতেছে, তস্কর যেন প্রবেশ করিয়াছে, তা এই সুবর্ণভাণ্ড তুমি লও, আমার নিকটে রাখা উচিত নহে। শর্ব্বিলক সশঙ্ক-মনে স্তম্ভবৎ স্থিরভাবে থাকিয়া মনে মনে কহিল এই ব্যক্তি বুঝি জানিতে পারিয়াছে; এবং আপনারা দরিদ্র বলিয়া আমাকে উপহাস করিতেছে, তবে ইহাঁকে যমালয়ে পাঠাই, বিদ্রূপ করা বাহির করিয়া দি, অথবা লঘুচেতাঃ বলিয়া স্বপ্নই বা দেখিতেছে? এই বলিয়া বিশেষরূপ বিলোকনান্তে বলিল, এই যে যথার্থই বটে, জর্জর-শাটী-খণ্ডে নিবদ্ধ দীপপ্রভায় উদ্দীপিত কতকগুলি হিরণ্ময় অলঙ্কার দৃষ্ট হইতেছে, তবে লওয়া যাউক। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল না, কর্ত্তব্য হয় না, তুল্যাবস্থ ভদ্র সন্তানকে পীড়া দেওয়া উচিত নহে, এ স্থান হইতে যাই।

মৈত্রেয় পুনর্ব্বার কহিলেন, বয়স্য! তোমাকে গো-ব্রাহ্মণের দিব্য, সুবর্ণভাণ্ড গ্রহণ কর। শর্ব্বিলক মনে মনে, গো-ব্রাহ্মণের দিব্য লঙ্ঘন করা মহাপাপ, কি করি লইতেই হইল, কিন্তু প্রদীপ জ্বলিতেছে, সমীপ গমনে সহসা সাহস করা অনুচিত। পরে আগ্নেয় কীট দ্বারা দীপ নির্ব্বাণ করিয়া কহিল, কি অন্ধকার! অথবা চতুর্ব্বেদবেত্তা অপ্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণের পুত্র শর্ব্বিলক শর্ম্মার কাছে অন্ধকার আবার কি করিতে পারিবেক? এইক্ষণ এই ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করি, এই বলিয়া নিঃশব্দ চরণে গমন পূর্ব্বক অনুভব করিয়া অলঙ্কারভাণ্ডে সব্য হস্ত প্রদান করিল। মৈত্রেয় বলিলেন, বয়স্য! তোমার অগ্রহস্ত এত শীতল কেন? শর্ব্বিলক ভীত ও বিরক্ত হইয়া, আঃ কি আপদ্! দ্বারোদ্ঘাটনার্থে সলিল গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখনও হাত শীতল ও আর্দ্র রহিয়াছে? কক্ষাভ্যন্তরে কর প্রদানপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া সশঙ্ক ভাবে গ্রহণ করিল। মৈত্রেয় বলিলেন, বয়স্য! তুমি গ্রহণ করিলে? শর্ব্বিলক মনে মনে কহিল, ব্রাহ্মণের অনুরোধ লঙ্ঘন করা অনুচিত বোধে গ্রহণে বাধ্য হইলাম, এই বলিয়া অনতিপরিস্ফুট স্বরে কহিল, হুঁ। মৈত্রেয় বলিলেন, এখন বিক্রীতপণ্য বণিকের ন্যায় পরমসুখে

নিদ্রা যাই। শর্ব্বিলক মনে মনে কহিল, মহাব্রাহ্মণ! তুমি এখন শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঘুমাও, আর যেন জাগিতে না হয়।

এইরূপে শর্ব্বিলক স্বকার্য্য সাধন করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, হায়, কি কষ্ট, আমার কি মূর্খতা! মদনিকার নিষ্ক্রয়ার্থে নির্ম্মল ব্রাহ্মণ-কুল একেবারে নরকে ডুবাইলাম, অথবা আপনিই ডুবিলাম ও মজিলাম। ফলতঃ দারিদ্র্য দোষেই এই দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত, বলিতে হইবেক, নতুবা এই সাধু-বিগর্হিত অসাধু পথে কি পদার্পণ করিতে হইত?

ধিক্ রে দারিদ্র্য! তোর নাহি কোন গুণ।
পাপে মতি ঘটাইতে কেবল নিপুণ॥
তোর মত অপকারী নাহি চরাচরে।
ডুবালি নরকে মোরে বিভবের তরে॥
চুরি করা সম পাপ বুঝি-আর নাই।
নিন্দা করিতেছি, পুনঃ করিতেছি তাই॥

যাহা হউক, এইক্ষণ রাত্রি শেষ হইল, মদনিকার নিষ্ক্রয়ণার্থ বসন্ত-সেনার ভবনে যাই। এই বলিয়া বহির্গমনের উপক্রম করিতেছে এমত সময়ে পদশব্দ শ্রবণগোচর হওয়াতে সশঙ্ক মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিল, কহিল, বুঝি কোন রক্ষক আসিতেছে, কৃতান্তের করাল কবলে কি পতিত হইতে হইল? না হয় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি, অথবা রক্ষিগণে শর্ব্বিলক শর্ম্মার কি করিতে পারিবে? আমি কি না হইতে পারি?

বিড়াল, আক্রমণে, ভুজগ, প্রসর্পণে,
বিপ্লুত যানে আমি এণ।
গ্রহণে বৃকবর, প্রভাবে মৃগেশ্বর,
আলয় আলোচনে শ্যেন॥
সুপ্ত বা সচেতন, কি বল ধরে জন,
বুঝিতে আমি সারমেয়।
কহিতে নানা ভাষা, আমি সে দেবী ভাষা,
ছলিতে মায়া, অপ্রমেয়॥

তুরগ আমি স্থলে, তরণী মহাজলে,
ভুশুণ্ড, সঙ্কটেতে আমি।
প্রদীপ, অন্ধকারে, অচল থাকিবারে,
আমি সে অচলের স্বামী॥
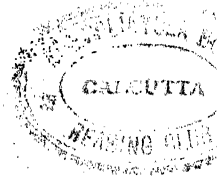
এ দিকে রদনিকা, প্রভাতপ্রায় দেখিয়া বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং দ্বারদেশে শয়িত বর্দ্ধমানককে দেখিতে না পাইয়া, ও সার্থবাহের শয়নাগার বিবৃতদ্বার দেখিয়া, সশঙ্ক চিত্তে মৈত্রেয়কে জাগরিত করিবার নিমিত্তে আগমন করিতে লাগিল। শর্ব্বিলক, রদনিকারই পদশব্দ নিশ্চয় বুঝিয়া প্রথমতঃ তদ্বধার্থে উদ্যত হইল, পরে অবলা দেখিয়া ভয় প্রদর্শন পুর্ব্বক প্রস্থান করিল। রদনিকা শর্ব্বিলকের কৃতান্ত-সম-বিকট-মূর্ত্তি দর্শনে শবরত্রস্তা হরিণীর ন্যায় কম্পিতহৃদয়া হইয়া দ্রুতপদে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল এবং তস্কর বহির্গত হইল অনুভব করিয়া সত্বরে প্রদীপ আনয়ন পূর্ব্বক চতুঃপার্শ্ব বিলোকনান্তে সন্ধি দর্শনে অধিকতর ত্রস্ত ও ব্যস্ত হইয়া কহিল আর্য্য মৈত্রেয়? উঠ উঠ, আমাদের গৃহে সিঁদ দিয়া চোর পলায়ন করিল। মৈত্রেয় নির্ধনগৃহে স্তেন জনের আগমন অসম্ভব জানিয়া, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মুদ্রিত নয়নেই কহিলেন, আঃ তুই আবার কেন বিরক্ত করিতে আসিলি, অকারণে নিদ্রাভঙ্গ করাইলি? কি বলিতেছিস্ "চোর দিয়া সিঁদ পলায়ন করিল?" যা যা, আর বিরক্ত করিস্? না। রদনিকা বলিল হতাশ! এই কি তোমার পরিহাসের সময়? উঠিয়া দেখ না কেন। মৈত্রেয় সন্দিহান চিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া, দেখিয়া কহিলেন, সর্ব্বনাশ! সত্যইত, দ্বিতীয় দ্বার যেন উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে! বয়স্য! উঠ উঠ, আমাদের গৃহে সিঁদ দিয়া চোর পলায়ন করিল। চারুদত্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ-জ্ঞানে চক্ষুরুন্মীলন না করিয়াই বলিলেন, যাউক হে যাউক, আর পরিহাসের আবশ্যকতা নাই, নিদ্রা যাও, নিদ্রাবস্থাতেও কি কৌতুক করা ভুলিতে পার না? মৈত্রেয় বলিলেন, বয়স্য! পরিহাস নয়, সত্যই কহিতেছি, উঠিয়া দেখ। চারুদত্ত উত্থানপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া কহিলেন, আহা, কি সুশোভিত সন্ধি খনন করি-

য়াছে! কি আশ্চর্য্য! একর্ম্মেও আবার নিপুণতা! ইহাতেও কি সুশ্রী বিশ্রী বিবেচনা আছে? মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য! বোধ হয় কোন আগন্তুক বিদেশী অথবা শিক্ষার্থী ব্যক্তি এই সিঁদ কাটিয়া থাকিবেক, নতুবা আমাদের গৃহাবস্থা ও ধনসম্পত্তি উজ্জয়িনীতে কাহার অবিদিত আছে? চারুদত্ত বলিলেন,—

এই মোর মনে লয়, এ চোর এদেশী নয়,
বিদেশী হইবে সেই জন।
নিরখিয়া মমালয়, বৃহৎ বিচিত্রময়,
ভেবেছিল পাবে বহু ধন॥
যে সদনে থাকে ধন, সেখানে কি সর্ব্ব জন,
এক কালে ঘুমাইয়া রয়।
বোধ নাই সে জনার, নূতন অভ্যাস তার,
পুরাতন কখন সে নয়॥
বড় আশা করেছিল, তাই আসি সিঁদ দিল,
বৃথা পরিশ্রম হলো সার।
নিরাশ হইয়া শেষে, যাইতে হয়েছে দেশে,
সকল বিফল আজি তার॥

আজি হতভাগা বন্ধুগণের সন্নিধানে গিয়া কি কহিবে! কহিবে, স্বার্থবাহ-তনয়ের গৃহে সিঁদ দিয়া কিছুই পাইলাম না। মৈত্রেয় বলিলেন, চোরের অপরাধ কি, আমরা যে পেট ভরিয়া খাইতে পাই না, সে ত তাহা জানে না, মনে করিয়াছিল বৃহৎ অট্টালিকা, ইহাতে প্রবিষ্ট হইলে অবশ্যই রত্নভাণ্ড সুবর্ণভাণ্ড বাহির করিতে পারিব। এই কথা বলিবামাত্র সুবর্ণভাণ্ডের কথা তাঁহার স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হইল। ভাবিতে লাগিলেন বসন্তসেনার সুবর্ণভাণ্ড কো[illegible] ক্ষণকাল বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিয়া আহ্লাদিত-ভাবে কহিলেন, বয়স্য! তুমি সর্ব্বদাই কহিয়া থাক 'মৈত্রেয় অতি মূর্খ, মৈত্রেয় অতি নির্ব্বোধ,' কিন্তু সুরগুরু অপেক্ষাও আমি যে প্রখরতর বুদ্ধিমান্, আজি তাহা সপ্রমাণ

হইল, দেখ, আমি কি সুবোধের কর্ম্ম করিয়াছি, যদি সেই সুবর্ণভাণ্ড তোমার হস্তে সমর্পণ না করিতাম, চোর বেটা চুরি করিয়া লইয়া যাইত সন্দেহ নাই। চারুদত্ত বলিলেন, আর কৌতুকে প্রয়োজন নাই, তোমার বুদ্ধি পরীক্ষা করাই আছে, এত সূক্ষ্ম, যে আছে কি না অনুভব করা যায় না। মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য! যদিও আমি অজ্ঞ, তথাপি কি পরিহাসের দেশকালজ্ঞও নহি? এ কি কৌতুক করার সময়? চারুদত্ত সন্দিহান হইয়া বলিলেন কখন্ আমাকে দিয়াছিলে? মৈত্রেয় কহিলেন, কেন, যখন আমি বলিলাম, 'তোমার অগ্রহস্ত এত শীতল কেন?' চারুদত্ত বলিলেন অসম্ভব নহে, অদৃষ্ট-ক্রমে ইহাও ঘটিতে পারে। পরে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া ও সর্ব্বতোভাবে নিরূপণ করিয়া সহর্ষ ভাবে কহিলেন, বয়স্য! বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তোমাকে একটি প্রিয় কথা বলি। মৈত্রেয় ব্যগ্র ও সহর্ষ হইয়া বলিলেন সুবর্ণভাণ্ড কি আছে? অপহৃত হয় নাই? কোথায় রাখিয়াছ? চারুদত্ত বলিলেন, চোর তাহা লইয়া গিয়াছে। মৈত্রেয় কহিলেন, তবে তুমি কি প্রিয় কথা বলিবার নিমিত্ত হর্ষ প্রকাশ করিতেছিলে? চারুদত্ত কহিলেন চোর চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে, যদর্থে সে আসিয়াছিল তাহার সে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, ইহাই প্রিয় ও সন্তোষের বিষয়। মৈত্রেয় বলিলেন সুবর্ণভাণ্ড যে বসন্তসেনা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে। মৈত্রেয় এই কথা কহিলে ন্যাসের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র চারুদত্ত উদ্বিগ্ন ও বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন। মৈত্রেয় বলিলেন, বয়স্য কেন তুমি অকারণে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হও, তস্করে হরণ করিল আমাদের দোষ কি? জল-প্লাবন, গৃহদাহ, ও চৌর্য্যাদির দ্বারা বিনষ্ট বস্তুর ক্ষতিপূরণ কে কোথায় করিয়া থাকে। চারুদত্ত বলিলেন সখে!—

চোরে চুরি করিয়াছে মিথ্যা তাহা নয়।
বল এ কথায় কে বা করিবে প্রত্যয়॥
সবে কবে বড় লোভী নির্ধন ব্রাহ্মণ।
হাতে পেয়ে বহুমূল্য বিবিধ ভূষণ॥

তস্করের নাম দিয়া ফিকির খেলিল।
অবলা সরলা পেয়ে ভাল ফাঁকি দিল ॥
দারিদ্র্য-দশার দেখ নাহি কোন গুণ।
তাহাকেই ভয় করি ঘটায় বিগুণ ॥
যদি হত বিধি মোর সম্পদ্ হরিল।
তাহাতে না ভাবি দুখ, ছিল তাই নিল ॥
কিন্তু মোর যে চরিত্র সুপবিত্র ছিল।
তাহাতেও সে নিষ্ঠুর কালি লাগাইল ॥

মৈত্রেয় বলিলেন, তার চিন্তা কি? আমি গচ্ছিত রাখার কথা উড়াইয়া দিব, কহিব, কে রাখিয়াছে? কার কাছে রাখিয়াছে? কে বা দেখিয়াছে? চারুদত্ত বলিলেন সখে! আমি কি এখন মিথ্যা কথা কহিব? প্রাণান্তেও অপলাপে প্রবৃত্ত হইব না,—

বরঞ্চ করিয়া ভিক্ষা, শুধিব সে ধার।
তথাপি না কব মিথ্যা পাপের ভাণ্ডার ॥
চরিত্রে কলঙ্ক যায়, যায় যায় মান।
কথন তাহারে মুখে নাহি দিব স্থান ॥

উভয়ে এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রদনিকা অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া চারুদত্ত-বনিতার নিকটে চৌর্য্য বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ধূতা দেবী সসম্ভ্রমে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, রদনিকে! সত্য বলিতেছ, আর্য্য মৈত্রেয়ের সহিত আর্য্যপুত্র কি অক্ষত দেহে কুশলে আছেন? তাঁহাদের ত শরীরে কোন আঘাত করে নাই? রদনিকা বলিল আর্য্যে! তাঁহারা কুশলে আছেন, সত্য বলিতেছি, কিন্তু বসন্তসেনা যে সুবর্ণভাণ্ড গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিল, চোরে তাহা লইয়া গিয়াছে। ধূতা শ্রবণান্তে ব্যথিতহৃদয়া ও মূর্চ্ছিতা হইয়া কহিলেন, রদনিকে! বলিলে কি? আর্য্যপুত্র অপরিক্ষত-শরীরে আছেন? বরং শরীরে পরিক্ষত হইতেন তাহাও মঙ্গল ছিল, এইক্ষণ তদীয় নির্ম্মল চরিত্রে যে কলঙ্ক হইল, এই দুঃখেই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, উজ্জয়িনীর লোকে কহিবে, আর্য্যপুত্রই দরিদ্রতাপ্রযুক্ত এই

অকার্য্য করিয়াছেন। ঊর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, পোড়া বিধাতা! পুরুষভাগ্যকে পুষ্কর-পত্র-পতিত-জল-তুল্য চঞ্চল করিয়া কি কৌতুক দেখিতেছিস্? দারিদ্র্য-দাবানলে দগ্ধ করিয়াও কি পরিতৃপ্ত হইলি না? আশা-লতা চরিত্র-মূল অবলম্বন করিয়া শুষ্কপ্রায় রহিয়াছিল, তাহাকেও অধঃপাতিত করিলি? এখন উপায় কি? কি প্রকারে আর্য্যপুত্র এই অপার পরীবাদ হইতে নিস্তার পাইবেন? হত বিধি একবারেই নিঃস্ব করিয়াছে, ধন সম্পত্তি ও ভূষণাদি কিছুই নাই।

এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন এমত সময়ে সহসা স্মরণ হইল, মাতৃ-গৃহলব্ধ রত্নমালা নিকটে আছে। পশ্চাৎ ভাবিলেন যদি এই রত্নাবলী তৎপরিবর্ত্তে প্রদান করি, মহানুভাব আর্য্যপুত্র যে গ্রহণ করিবেন এরূপ বোধ হয় না। অনন্তর মনে মনে নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া রদনিকা দ্বারা মৈত্রেয়কে আনাইলেন, এবং প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন আর্য্য! পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করুন, আমি রত্নষষ্ঠী ব্রত করিয়াছিলাম, ব্রত-কথায় লিখিত আছে বিভবানুসারে ব্রাহ্মণকে রত্ন দান করিতে হয়, অতএব আপনি ইহা গ্রহণ করুন। এই বলিয়া রত্নমালিকা সমর্পণ করিলেন। মৈত্রেয় সহসা এই অসামান্য-গুণী-ভূষণার অমূল্য ভূষণ দানের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, নির্নিমেষ নয়নে রত্নাবলী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, যাইয়া প্রিয় বয়স্যকে দেখাই। ধূতা বলিলেন, আর্য্য! দেখিবেন, যেন আমাকে লজ্জা পাইতে না হয়। মৈত্রেয় তখন তাঁহার অভিপ্রেত অনুভব করিয়া স্বস্তি বলিয়া বিদায় হইলেন, এবং সবিস্ময় হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! ধন্য, ধন্য, এই মহানুভাবার অলোকসামান্য অদ্ভুত স্বভাবে চমৎকৃত হইলাম, ঈদৃশী অভুতপূর্ব্বা অশ্রুতপূর্ব্বা পতিপ্রাণা ত কখন নয়নগোচর হয় নাই, কে কোথায় নিজ পতির এতাদৃশ ঋণ-পরিশোধার্থে স্বকীয় মহামূল্য ভূষণ সমর্পণ করিয়া থাকে? এইরূপে চারুদত্ত-বধূর প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন, এবং চারুদত্তের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক, "বয়স্য

গ্রহণ কর” এই বলিয়া রত্ন-মালা প্রদান করিলেন। চারুদত্ত বলিলেন, কি এ? মৈত্রেয়, ইহা তোমার সদৃশ দার-সংগ্রহের ফল, এই বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। চারুদত্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে কহিলেন হায়, ব্রাহ্মণী কি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া সুবর্ণভাণ্ডের ঋণ পরিশোধনার্থ রত্নহার দিয়াছেন? যাহা হউক, এখন আমাকে প্রকৃত দরিদ্রই বলিতে হইবেক। হায় কি কষ্ট!—

ভাগ্যদোষে ধন গেল নাহিক উপায়।
স্বধনে সদয়া জায়া ঘুচাইছে দায়॥
নির্ধন পুরুষ হয় নারীর সমান।
ধনবতী নারী যেন পুরুষ প্রধান॥
ধনাঢ্য নারীর কাছে ধনহীন নর।
আজ্ঞাবহ রহে যেন বদ্ধ করিবর॥
যে দিকে ফিরায় তারে সেই দিকে ফিরে।
প্রসন্না দেখিলে ভাসে প্রমোদের নীরে॥
কখন নির্ব্বোধ বলে কভু কটু কয়।
মন্ত্র মহৌষধে যেন ফণী নত রয়॥
অচেতন ধন, একি মহিমা তোমার।
সচেতনে অচেতন কর অনিবার॥
বর্ণহীন হীনবর্ণ, ধনের গৌরবে।
পণ্ডিত কুলীন হয় মান্য করে সবে॥
মানধন ধনহীন মান্য-মহাজনে।
ধনের অভাবে সবে তৃণ তুল্য গণে॥
হায় রে বিভব তোর নাহিক অসাধ্য।
সকলি করিতে পার সবে তোর বাধ্য॥

হায়, শেষ দশায় আমার এই দশা ঘটিল? ধনাভাব আমার এই করিল? বনিতার মাতৃলব্ধ ধনও গ্রহণ করিতে হইল? অথবা বয়স্য! আমি দরিদ্র ই নই, যে হেতু—

বনিতা আমার সর্ব্ব-গুণ-নিকেতন।
যখন যেমন দশা তখন তেমন॥
সুখ-দুঃখ-সখা তুমি সদা সম-মন।
ধনীরাও নাহি পায় এমন সুজন॥
অখণ্ডিত সত্যব্রত আছে অনুক্ষণ।
দরিদ্র দশায় দেখ দুর্লভ যে ধন॥
যে ধন সংসারে সার আছে সেই ধন।
তবে কেন ভাবি ছার ধনের কারণ॥

যাহা হউক বয়স্য! তুমি আমার কথা রাখ, এই রত্নাবলী লইয়া বসন্তসেনার সমীপে গমন কর; মদ্বচনানুসারে তাঁহাকে কহিবে, তোমার সেই সুবর্ণভাণ্ড স্বকীয় জ্ঞানে আমরা দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়াছি। তদ্বিনিময়ে এই রত্নমালা দিতেছি গ্রহণ কর। মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য! এ বড় অন্যায় কথা, যে সুবর্ণভাণ্ড আমরা ভোগ করি নাই, ব্যবহার করি নাই, যাহা চোরে লইয়া গিয়াছে, সেই অল্পমূল্য তুচ্ছ অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে চতুঃসাগর-সারভূত রত্নাবলী প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, আমি আপনকার কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না। চারুদত্ত বলিলেন বয়স্য! আমি কি তাঁহার ভূষণের মূল্য দিতেছি? কদাচ এরূপ জ্ঞান করিও না।

যে বিশ্বাসে সরলা সে, আপন ভূষণ।
এ দীনের সন্নিধানে করিল অর্পণ॥
সে বিশ্বাস, মহামূল্য সংসারের সার।
দিতেছি এ রত্নহার কিছু মূল্য তার॥

অতএব আমার শরীর স্পর্শ করিয়া দিব্য কর তাঁহাকে রত্নাবলী গ্রহণ না করাইয়া প্রত্যাগমন করিবে না। এইরূপে নানাপ্রকার বুঝাইয়া রত্নমালা সমভিব্যাহারে দিয়া মৈত্রেয়কে বিদায় করিলেন এবং রাজপুরুষগণের শঙ্কায় বর্দ্ধমানককে সন্ধিস্থান বন্ধ করিতে আদেশ দিয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনার্থে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

—০—

এখানে বসন্তসেনা বিজন প্রদেশে বসিয়া চিত্তবিনোদনার্থ বর্ত্তিকা, বর্ণাধার প্রভৃতি সমগ্র সামগ্রী সমভিব্যাহারে লইয়া চিত্রফলকে চারুদত্তের প্রতিকৃতি চিত্রিত করিলেন, পার্শ্ববর্ত্তিনী মদনিকাকে জিজ্ঞাসিলেন মদনিকে! এই চিত্রাকৃতি কি আর্য্য চারুদত্তের সুসদৃশী হইয়াছে? মদনিকা বলিল হাঁ ঠিক তাঁহার মত দেখিতেছি। বসন্তসেনা বলিলেন কি রূপে তুমি জানিলে? তাঁহাকে ত দীর্ঘকাল ও বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ নাই? মদনিকা বলিল সত্য বটে, কিন্তু যে স্থলে আর্য্যার স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিমেষশূন্য হইয়া ইহাতে অনুলগ্ন আছে, তাহাতেই প্রতীতি হইতেছে প্রতিকৃতি তৎসদৃশীই হইয়াছে, বৈলক্ষণ্য হইলে কদাচ এরূপ হইত না। বসন্তসেনা বলিলেন মদনিকে! তুমি কি স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক-প্রথানুসারে এরূপ কহিতেছ? মদনিকা বলিল আর্য্যে! স্ত্রীজাতিমাত্রই কি সদসদ্‌বিবেচনা না করিয়া অলীকদক্ষিণ, শঠপ্রকৃতি ও কপটবাদী হইয়া থাকে? বসন্তসেনা বলিলেন, সন্দেহ কি, আমি তাহাই বিবেচনা করি। মদনিকা বলিল, আর্য্যে! অন্যেরা যেরূপ হউক, আমি তোমাকে প্রতারণা করিতেছি না। বসন্তসেনা কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, যাহা হউক, তুমি এই চিত্রফলক শয়নাগারে রাখিয়া অবিলম্বে তালবৃন্ত আনয়ন কর। মদনিকা নিদেশানুবর্ত্তিনী হইল।

এদিকে শর্ব্বিলক নির্ব্বিঘ্নে নগররক্ষকদিগের নিরূপিত স্থানসকল উত্তীর্ণ হইয়া সহর্ষচিত্ত থাকিয়াও হৃত বস্তু সমভিব্যাহারে থাকায় সশঙ্ক মনে আসিতে আসিতে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! আমি অন্যান্য পান্থের ন্যায় গমন করিতেছি তথাচ আমার হৃদয় এরূপ সভয় কেন? যাহা হউক, আমি মদনিকার নিমিত্তে অত্যন্ত সাহসের কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কত স্থানে কত কৌশল যে করিতে হই-

য়াছে, কি কহিব, কোন গৃহে পুরুষকে পরিজন-কথাসক্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, কোন স্থান নারীপ্রধান দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, ও রাজপুরুষেরা পার্শ্ববর্ত্তী হইলে গৃহদারুবৎ অবস্থিতি করিয়াছি, এই রূপে নিশাকে দিবস করিয়া ভ্রমণপূর্ব্বক এইক্ষণ, ক্ষণদাক্ষয়ে ও তপনোদয়ে চন্দ্রিকাবিহীন চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছি; যাহা হউক, অধুনা মদনিকার হস্তে অলঙ্কারগুলি সমর্পণ করিতে পারিলেই পরিত্রাণ পাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বসন্তসেনার ভবনদ্বারে উপস্থিত হইল। মদনিকার সহিত কি রূপে ত্বরায় সাক্ষাৎকার হয়, দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমত সময়ে মদনিকা তালবৃন্ত লইয়া প্রাঙ্গনে সমাগত হইল। শর্ব্বিলক সহসা দেখিতে পাইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে কহিল, আহা, এই যে মদনিকা! পরে অনতিদীর্ঘ স্বরে মদনিকাকে আহ্বান করিল। মদনিকা দেখিয়া আগমন করিয়া কহিল, একি! শর্ব্বিলক যে, ভাল আছ ত? কালি তোমাকে একবারও যে দেখি নাই? শর্ব্বিলক, বলিল, "কিঞ্চিৎ পরে কহিব"।

এখানে বসন্তসেনা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এখনও মদনিকা তালবৃন্ত লইয়া আসিল না কেন? দেখিবার নিমিত্ত গবাক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া, কহিলেন, এই যে, অঙ্গনে দাঁড়াইয়া একজন পুরুষের সহিত কি কথোপকথন করিতেছে। ক্ষণকাল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ভাবিলেন—মদনিকা অতিশয় স্নিগ্ধ ও নিশ্চল নেত্রে অবলোকন করিতেছে, অনুমান করি যিনি মদনিকাকে নিষ্ক্রয় করিতে চাহিয়াছেন, সেই এই পুরুষ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ডাকিয়া ইহাদের প্রিয়-আলাপের বিঘ্নকারিণী হইব না। পরে তদ্‌গত চিত্তে তদালাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মদনিকা বলিল শর্ব্বিলক! কি বলিবে বল, অধিক কাল এখানে বিলম্ব করিতে পারিব না। শর্ব্বিলক বলিবার উপক্রম করিয়া সশঙ্ক নয়নে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মদনিকা বলিল শর্ব্বিলক! বৃত্তান্ত কি? তোমাকে ভীত-ভীত দেখিতেছি কেন? শর্ব্বিলক বলিল, কোন গোপনীয় কথা আছে, এই স্থান ত বিবিক্ত

বটে? মদনিকা বলিল, এখানে কেহ নাই, অসংশয়িত চিত্তে বল। বসন্তসেনা মনে মনে কহিলেন, বোধ হয় কোন রহস্য কথা হইবে, তবে শ্রবণ করা উচিত নয়।

শর্ব্বিলক বলিল, মদনিকে! যে কথা তোমাকে বলিয়া ছিলাম, তাহার কি হইল? নিষ্ক্রয় দ্বারা বসন্তসেনা তোমার দাসীত্ব মোচন করিবেন? বসন্তসেনা শ্রবণান্তে কহিলেন, এ কি! আমার ই কথা যে, তবে গবাক্ষের অন্তরালে থাকিয়া শুনিতে হইল। মদনিকা বলিল, শর্ব্বিলক! আমি আর্য্যাকে তোমার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম, তিনি কহিয়াছেন, "যদি উচিত বুঝি, যদি মনোনীত হয়, অর্থ ব্যতিরেকে ই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মোচিত করিব।" ভাল, সে যাহা হউক, তোমার এমন বিষয় বিভব কি আছে যে মূল্য দিয়া আমাকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে? শর্ব্বিলক বলিল—

মোর মন অনুক্ষণ তোমাকেই চায়।
আমি দীন ধনহীন না দেখি উপায়॥
এই দায়ে নিরুপায়ে সাহস করিয়া।
রজনীতে নগরীতে সিঁধ দিনু গিয়া॥

মদনিকা বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, শর্ব্বিলক! সে কি? কি করিয়াছ? তুচ্ছ স্ত্রীলোকের নিমিত্ত উভয়ই নরকে ডুবাইলে? শর্ব্বিলক বলিল, সে আবার কি; নিরয়ে আবার কি ডুবাইলাম? মদনিকা বলিল, তোমার শরীর ও চরিত্র যে পাপপঙ্কে কলুষিত হইল ইহাও কি বুঝিতে পারিতেছ না? শর্ব্বিলক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল অয়ি অপণ্ডিতে! "সাহসে ভজতে লক্ষ্মীঃ" চৌর্য্য-বৃত্তিতে ই ধন-সমৃদ্ধি হইয়া থাকে; রাজকর্ম্মচারী, বাণিজ্যকারী প্রভৃতিরা যে সমৃদ্ধ হয় চৌর্য্যই তাহার প্রধান হেতু। মদনিকা বলিল, এ কথা কথাই নয়; অধর্ম্মের ধনে কে কোথা ধনাঢ্য ও সুখী হইয়া থাকে; তুমি অতি গর্হিত ও বিরুদ্ধ কর্ম্মই করিয়াছ, দেখ, তুমি অখণ্ডিত-বৃত্ত ছিলে, তোমার রীতি প্রকৃতি অতি বিশুদ্ধ ছিল, কেবল আমার নিমিত্ত উভয়-লোকবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া মহাপাপে দূষিত হইলে। শর্ব্বিলক বলিল

তুমি কিছুই জান না, এ সকল বিষয়ে স্ত্রীজাতির বিশেষজ্ঞতা নাই। মদনিকা বলিল চুরি করাই পাপ কর্ম্ম। শর্ব্বিলক সস্মিত বদনে বলিল মদনিকে! আমি তেমন চোর নই,—

ভূষণে ভূষিতা হয়ে যে যুবতী রয়।
কুসুমিতা লতা-সম শোভা তার হয়॥
তার সেই অলঙ্কার চুরি করা নয়।
শর্ব্বিলক সে ভূষণ কভু নাহি লয়॥
যে শিশু ধাত্রীর কোলে বিভূষিত রয়।
শর্ব্বিলক সে ভূষণ কভু নাহি লয়॥
যজ্ঞ করিবারে করে যে ধন সঞ্চয়।
শর্ব্বিলক সেই ধন কভু নাহি লয়॥
ব্রহ্মস্ব বিষম বড় নিলে নাহি সয়।
শর্ব্বিলক সে সকল কভু নাহি লয়॥
যদিও দারিদ্র্য দোষে চুরি করা হয়।
তবু তায় ভাল মন্দ বিবেচনা রয়॥
কেন মিছে ভাব, কেন কর ধর্ম্মভয়।
এ সকল কথা ছাড় এমন সময়॥

সে যাহা হউক, এখন গিয়া বসন্তসেনাকে জানাও, মূল্য লইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন কি না? আর তোমার নিমিত্তে এই অলঙ্কারগুলি আনিয়াছি, বোধ হয় ঠিক্ তোমার অঙ্গের পরিমাণানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে, যথাস্থানে ধারণ কর, কিন্তু আমার দিব্য, কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিও না। মদনিকা বলিল শর্ব্বিলক! আমি পরাধীন, এক জনের দাসী, আভরণ পরিব অথচ প্রকাশ করিব না, উভয়ই অসম্ভব। যাহা হউক, কৈ বাহির কর, কিরূপ অলঙ্কার দেখি। শর্ব্বিলক সভয় নয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সমর্পণ করিল। মদনিকা অবলোকনান্তে চিন্তিত হইয়া কহিল, বোধ হয়, এই অলঙ্কারগুলি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তুমি কোথায় পাইলে বল? শর্ব্বিলক বলিল, সে কথায় তোমার কাজ্ কি? তুমি লও না কেন। মদনিকা

কিঞ্চিৎ কুপিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল, যদি আমার প্রতি বিশ্বাস নাই, যদি আমাকে সন্দেহই কর, তবে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? শর্ব্বিলক, নিতান্তই শুনিবে, তবে শুন, এই বলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, যাহার গৃহে চুরি করিয়াছি, প্রভাতে শুনিলাম তাহার নাম সার্থবাহ চারুদত্ত। মদনিকা ও বসন্তসেনা শুনিবামাত্র বিষণ্ণ ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। শর্ব্বিলক আকুল চিত্তে বলিল, মদনিকে! এ কি! তোমার এমত ভাব হইল কেন? দাসীত্ব মোচন করিয়া লইয়া যাইব, কোথায় আহ্লাদ প্রকাশ করিবে, না বিষাদ-সলিলে মগ্ন হইলে, কারণ কি? তোমার ভাব দেখিয়া বড় ভাবিত হইলাম, সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার সন্দিগ্ধ চিত্তকে সুস্থ কর। মদনিকা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বলিল, সাহসিক! তুমি আমার নিমিত্তে চুরি করিতে গিয়া সেই গৃহে কাহাকেও ত হত বা আহত করিয়া আইস নাই? শর্ব্বিলক বলিল, মদনিকে! ভীত বা সুপ্ত জনে শর্ব্বিলক শর্ম্মা কখন শস্ত্রধারণ করেন না, আমি সেখানে কাহাকেও প্রহার করি নাই। মদনিকা বলিল সত্য বলিতেছ? শর্ব্বিলক বলিল সত্যই বলিতেছি, এখন মিথ্যা বলিয়া ফল কি বল। বসন্তসেনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন আঃ! অন্তঃকরণ সুস্থ হইল, যেন পুনর্জ্জীবন পাইলাম। মদনিকা কহিল আঃ বাঁচিলাম, বড় প্রিয় কথা শুনিলাম। শর্ব্বিলক শ্রবণান্তে ভাবান্তর অনুভব করিয়া ঈর্ষা ও ক্রোধপূর্ব্বক কহিল, হায় কি মূর্খতা!

কুলজ তনয় পাদপ চয়।
নানাধন ফলে শোভিত রয়॥
কুলটা বিহগী পাইলে তায়।
ছলে ভুলাইয়া লুটিয়া খায়॥
ত্যজে তারে পরে বিরস-মুখে।
ফিরে নাহি চায় তাহার দুখে॥
বিফল হইয়া সে ফলশালী।
রহে অতি দীন বদন কালি॥

স্মর হুতাশন, প্রণয় ইন্ধন,
অতিশয় স্নেহময়।
শিখা সুখ-রঙ্গ, আশাবায়ু সঙ্গ,
ক্রমেই প্রবল হয়॥
পুরুষ সকল, তার ফলাফল,
না বুঝে মজিতে যায়।
পরে নিজ ধন, যৌবন রতন,
আহুতি দেয় রে তায়॥
অবলারে কমলারে প্রত্যয় যাহার।
সে পুরুষ অতি মূর্খ বিচারে আমার॥
এ দুয়ের ভাল মন্দ নীচানীচ নাই।
নূতন নূতন জনে বাসনা সদাই॥
রমণীর প্রতি, ভাল বাসা অতি,
কখন উচিত নয়।
ছলে বশীভূত, করে অভিভূত,
শেষে মান হত হয়॥
তাই বলি সার, বচন আমার,
শুন হে সুবোধ গণ।
কেমন স্বভাব, না বুঝিয়া ভাব,
দিও না নারীতে মন॥

পরিণামদর্শী বিচক্ষণগণ বড় সার কথা কহিয়াছেন,—

ধনের কারণ, বারনারীগণ,
কভু হাসে কভু নয়নে ধারা।
না করে বিশ্বাস, দেখায়ে আশ্বাস,
পুরুষে বিশ্বাস জন্মায় তারা॥
বলি এ কারণ, যে সকল জন,
কুলশীলবান্ সুবোধ জ্ঞানী।

বেশ্যারে সত্বরে, যেন ত্যাগ করে,
শ্মশান-কুসুম সমান মানি ॥
সমুদ্র তরঙ্গ সম বেশ্যার স্বভাব।
সতত চঞ্চল রহে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব ॥
প্রদোষে মেঘের রেখা ক্ষণ রাগবতী।
গণিকাজাতির মতি প্রকৃতি তেমতি ॥
লইয়া নিঃশেষ রূপে অলক্তক রস।
যেমন ফেলিয়া দেয় করিয়া নীরস ॥
সেই মত পুরুষের সর্ব্বস্ব হরিয়া।
শেষে তারা ত্যজে তারে নানা দোষ দিয়া ॥
নলিনী না জন্মে কভু গিরির শিখরে।
গাধা তুরঙ্গের ভার পৃষ্ঠে নাহি ধরে ॥
বুনিলে যবের বীজ নাহি হয় ধান।
বেশ্যা কভু শুচি নয় সতীর সমান ॥

আঃ দুরাত্মন্ চারুদত্ত হতক! অরে পাষণ্ড! রে নরাধম! দরিদ্র হইয়া তোর এত তেজঃ? এত বড় সাহস! আমার সঙ্গে ধূর্ত্ততা! শৃগাল হইয়া সিংহের সহিত, মশক হইয়া হস্তীর সহিত, তৃণ হইয়া অনলের সহিত, বিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? এই বলিয়া ক্রোধ-ভরে চারুদত্তকে উদ্দেশ করিয়া ভূতলে পদাঘাত করিতে লাগিল। মদনিকা রোষাবেশ দেখিয়া বস্ত্রে ধরিয়া সহাস্য মুখে বলিল, অয়ি অসম্বদ্ধভাষক! অসম্ভাবনীয় বিষয়ে অকারণ কেন কোপ করিতেছ? শর্ব্বিলক বলিল, কেমন করিয়া আর অসম্ভাবনীয় হইল, অসম্ভাবনীয় বলিলে ই বা কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? মদনিকা বলিল, কেন বৃথা অন্য ভাব ভাবিয়া ক্রোধ করিতেছ, সবিশেষ বলি শুন, এই অলঙ্কারগুলি আমাদের আর্য্যার। শর্ব্বিলক বলিল, কেমন করিয়া? তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ। মদনিকা বলিল প্রতারণা নয় সত্যই বলিতেছি, আর্য্য চারুদত্তের নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়া-ছিলেন। শর্ব্বিলক বলিল কারণ কি, এ কথা কথাই নয়, আর কি

গচ্ছিত রাখিবার স্থান ছিল না? মদনিকা সহাস্য বদনে, শুন শুন, নিকটে আইস, এই বলিয়া শর্ব্বিলকের কর্ণান্তিকে বসন্তসেনা-চারুদত্ত-বিষয়ক সমুদায় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিল। শর্ব্বিলক শ্রবণান্তে বিষম সঙ্কট ভাবিয়া ম্লান বদনে কহিল, হায় কি কষ্ট!—

প্রখর তপন তাপে তাপিত হইয়া।
সেবিব শীতল ছায়া বাসনা করিয়া॥
বিটপীর যে বিটপ করিনু আশ্রয়।
জুড়াব জীবন যায় নিতান্ত আশয়॥
হায় কি অধম আমি অজ্ঞান বাতুল।
একে একে তার পাতা করিনু নির্ম্মূল॥

বসন্তসেনা কহিলেন এ কি! এ ব্যক্তিও যে সন্তাপ করিতেছে, বোধ হয়, না জানিয়াই চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে। শর্ব্বিলক বলিল, মদনিকে! এখন উপায় কি? করি কি বল? মদনিকা বলিল, এ বিষয়ে তুমিই পণ্ডিত, আমি ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিতেছি না। শর্ব্বিলক বলিল না, না, এমন কথা কহিও না।

স্বভাবেই নারী জাতি বুদ্ধিমতী অতি।
না পড়ে পণ্ডিত হয় ক্ষমতা এমতি॥
পুরুষ পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব বৃথা করে মনে।
যে কিছু তাহার জ্ঞান শাস্ত্র-অধ্যয়নে॥

মদনিকা বলিল, যদি আমার কথা গ্রাহ্য কর, যদি আমার মতে সম্মত হও, তবে এই অলঙ্কারগুলি সেই মহাত্মার সমীপে ফিরিয়া দিয়া আইস। শর্ব্বিলক বলিল, তাহাতে সন্দেহ হয়, যদি রাজসন্নিধানে গিয়া অভিযোগ করে? মদনিকা বলিল সুধাংশু হইতে কখন আতপের উৎপত্তি হয় না, তাঁহার নিকটে অবিনয়শঙ্কা কিছুই নাই, স্বচ্ছন্দে গমন কর। বসন্তসেনা সহর্ষভাবে বলিলেন সাধু মদনিকে! সাধু, তোমার সদ্বিবেচনায় ও সেই সাধু সদাশয়ের স্বভাব পরীক্ষার গুণে আহ্লাদিত হইলাম। শর্ব্বিলক বলিল, মদনিকে! এ বিষয়ে

আমার বিষাদ বা ভয় কিছুই নাই, তবে ইহা কুৎসিত কর্ম্ম বলিয়া ই কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ হইতেছে, নতুবা মাদৃশ ধূর্ত্ত ও চতুর জনের কে কি করিতে পারে। যাহা হউক, ইহা নীতিবিরুদ্ধ, অন্য কোন উপায় বল। মদনিকা বলিল, তবে আর এক উপায় এই। বসন্তসেনা মনে মনে কহিলেন, না জানি আবার কি উপায় হয়। মদনিকা বলিল, তুমি সেই মহাত্মার প্রেরিত হইয়া এই অলঙ্কারগুলি আর্য্যার নিকটে অর্পণ কর; তাহা হইলে তুমি অচোর হইলে, সেই মহাপুরুষ গচ্ছিত ঋণে মুক্ত হইলেন, এবং আর্য্যাও স্বীয় অলঙ্কারগুলি পাইলেন। শর্ব্বিলক বলিল, ইহাও অত্যন্ত সাহসের কথা হইতেছে। মদনিকা বলিল সাহসিক! ইহা ভিন্ন উপায় নাই, বরং আর্য্যার নিকটে সমর্পণ না করিলে অত্যন্ত সাহসের বিষয়, ও বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

এখানে বসন্তসেনা কহিলেন, ধন্য মদনিকে ধন্য! তুমি অতি বুদ্ধিমতীর ন্যায়, মহানুভাবার ন্যায়, মন্ত্রণা দিতেছ। শর্ব্বিলক বলিল, মদনিকে! আমি ন্যাসের নিগূঢ় বৃত্তান্ত শুনিয়া অবধি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলাম, ভাবিতে ছিলাম কিরূপে এই বিপদ্‌সাগর হইতে নিস্তার পাইব, কিন্তু তোমার বাগ্মিতা ও বিজ্ঞতা দর্শনে এবং এই অসাধারণ উপদেশ দানে বিবেচনা করিলাম, ঈদৃশ সদুপায় সহসা উদ্ভাবন করা বড় সহজ নয়, তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, সন্দেহ নাই, আমি তোমার এই সদ্‌যুক্তির অনুবর্ত্তী হইলাম ও বিলক্ষণ জ্ঞান পাই-লাম, জ্যোৎস্নাতে সকলেই পথ দেখাইতে পারে, কিন্তু নিশাকরবিহীন নিশার অন্ধকারে পথদর্শক হয় এমত সজ্জন অতি দুর্লভ। মদনিকা বলিল তবে তুমি ক্ষণকাল এই স্থানে বিশ্রাম কর, আমি তোমার আগমন-বার্ত্তা আর্য্যার নিকটে জানাইয়া আসি। শর্ব্বিলক বলিল যাও, কিন্তু বিলম্ব করিও না, আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

মদনিকা প্রস্থান করিল, বসন্তসেনার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, আর্য্যে! আর্য্য চারুদত্তের নিকট হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া-ছেন। বসন্তসেনা বলিলেন তাঁহার প্রেরিত বলিয়া তুমি কি রূপে জানিলে? মদনিকা বলিল আর্য্যে! আত্মসম্পর্কীয় মনুষ্যকে কি

জানা যায় না? বসন্তসেনা শিরশ্চালন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিলেন এ কথা যথার্থ বটে, আসিতে বল। পরে শর্ব্বিলক ভীতমনে মদনিকার সমভিব্যাহারে প্রবিষ্ট হইয়া, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বসন্তসেনাকে আশীর্ব্বাদ করিল। বসন্তসেনা প্রণাম করিয়া উপবেশন করিতে অভ্যর্থনা করিলেন। শর্ব্বিলক সভয়ভাবে কহিল, আর্য্যে! সার্থবাহ আপনাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, "আমার গৃহ অতিশয় জর্জ্জর, দীর্ঘকাল ঈদৃশ স্থলে সুবর্ণভাণ্ড রাখিতে সাহস হয় না, এবং কর্ত্তব্যও নয়, অতএব প্রেরণ করি গ্রহণ কর"। এই বলিয়া মদনিকার হস্তে সমর্পণ করিয়া বহির্গমনে উপক্রম করিল। বসন্তসেনা বলিলেন যাইবেন না, যাইবেন না, আমারও কিছু নিবেদন আছে। শর্ব্বিলক, না জানি আবার কি বলে, এইরূপ ভাবিয়া অগত্যা শঙ্কিতচিত্তে প্রত্যাগত হইল। বসন্তসেনা বলিলেন আমারও কিছু প্রত্যুত্তর লইয়া তথায় গমন করুন। শর্ব্বিলক মনে মনে কহিল সেখানে আর যাবে কে? আমার বাপেরও সাধ্য নাই! অনন্তর বলিল বক্তব্য কি, আদেশ করুন। বসন্তসেনা বলিলেন, আপনি মদনিকাকে গ্রহণ করুন। শর্ব্বিলক বলিল আর্য্যে! আমি এ কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম না। বসন্তসেনা বলিলেন আপনি বুঝিতে পারুন না পারুন, আমার অবিদিত নাই। শর্ব্বিলক বলিল সে কৈমন? এ কথারও ভাবার্থ কি বুঝিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বলুন। বসন্তসেনা বলিলেন, আর্য্য চারুদত্ত আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, "যাঁহার দ্বারা অলঙ্কারগুলি প্রেরণ করিব, তুমি তাঁহার হস্তে মদনিকাকে সমর্পণ করিবে" অতএব তিনিই সংপ্রদান করিতেছেন এই জ্ঞান করিয়া আপনি মদনিকাকে গ্রহণ করুন, আর মদনিকা আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ও প্রণয়ভাজন, ইহার মাতা পিতা ভ্রাতা কেহই নাই, আমি ইহাকে প্রিয় সখীর ন্যায় জ্ঞান করি, এ অতিশয় আদরিণী ও অভিমানিনী, অতি সামান্য কষ্টও সহিতে পারে না, নীরস ও রুক্ষ বাক্য শুনিলে সহসা ইহার অন্তঃকরণ বিরস ও দুঃখিত হইয়া উঠে, অতএব অনুনয়পূর্ব্বক এই অনুরোধ করিতেছি, দেখিবেন যেন এ বন্ধুগণের

অনুশোচনীয়া না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাই করিবেন, আর আমার বক্তব্য নাই। শর্ব্বিলক মনে মনে ভাবিল বসন্তসেনা টের পাইয়াছে, আমি যে চুরি করিয়া অলঙ্কারগুলি আনিয়াছি, সব বুঝিয়াছে। অনন্তর কহিল, সাধু আর্য্য চারুদত্ত! সাধু!

ত্যজি অন্য ধনে, গুণ উপার্জ্জনে,
যতন করিতে, উচিত হয়।
গুণ, ধন-সার, গুণ-ধন সার,
দেখ যত আর অসারময় ॥
গুণবান্ জন, যদিও অধন,
তবু সেই জন মাথার মণি।
নির্গুণ যে নর, যদি ধনেশ্বর,
তৃণ তুল্য তারে নাহিক গণি ॥

গুণ যে কি পদার্থ, গুণার্জ্জনে যত্ন করা যে কত আবশ্যক, কি কহিব, গুণের বিনাশ নাই, সদৃশ নাই, এবং গুণের অপ্রাপ্যও কিছু নাই। দেখ, গুণনিধি কলানিধি গুণপ্রভাবেই দেবাদিদেব মহাদেবের উত্তমাঙ্গে স্থান পাইয়াছেন। হে সজ্জন-হিতৈষিন্! হে দয়ানিধান! হে সদাশয় আর্য্য চারুদত্ত! আপনি নির্ধন হইয়া গুণধনগুণে জগন্মান্য ও পূজ্য হইয়াছেন, এই রূপে শতমুখে চারুদত্তের সাধুবাদ করিতে লাগিল; অনন্তর কহিল আর্য্যে! আর্য্য চারুদত্তের বা আপনকারই হউক এই অনুপাধিক ও নিষ্কারণ কৃপায় আমি অত্যন্ত উপকৃত ও চিরক্রীত হইলাম, মদনিকার নিমিত্তে আপনাকে কোন অসুখভাগিনী হইতে হইবে না, আপনি সর্ব্বদা ইহার সংবাদ পাইবেন, যখন ইচ্ছা হইবে আনাইবেন, এবং আমিও এই অভ্যর্থনা করিতেছি ইহার প্রতি জননীর ন্যায় স্নেহ রাখিবেন। বসন্তসেনা কহিলেন মদনিকে! তুমি বেশরচনায় বড় নিপুণ, অতএব একবার আমাকে সুসজ্জিত কর, তোমার শেষ বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া চিত্তকে পরিতৃপ্ত করি, আর কিছু গ্রহণ কর, স্বয়ং সুসজ্জিত

হইয়া প্রবহণে আরোহণপূর্ব্বক ইহাঁর সহিত গমন কর, আমাকে স্মরণ করিও। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে উপদেশ দিতে হয় এমত নহে, তথাচ স্নেহ প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কহি, তুমি গুরু জনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিবে, ইনি তোমার কোন দোষ দর্শনে রোষ প্রকাশ করিলে প্রতীপচারিণী ও রোষপরবশা হইবে না, পরিজনগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা মনোযোগ রাখিবে, যিনি কোন শিক্ষা বা উপদেশ দিবেন তাঁহার প্রতি তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিয়া নিজ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না, ইহাঁর সহোদরা প্রভৃতি গৃহাঙ্গনাদিগের অনুগত থাকিবে, প্রতিবাসিনীদিগকে যথাযোগ্য সমাদর করিবে, প্রিয়-সৌভাগ্য-মদে মত্ত হইবে না, নির্লজ্জতা, দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য ও লোভ প্রভৃতিকে অন্তঃকরণে স্থান দিবে না, কেহ প্রশংসা করিলে আহ্লাদে অন্ধ হইবে না। এইরূপ সদ্ব্যবহারে কুলাঙ্গনারা গৃহিণী-পদের অধিকারিণী হইয়া থাকে, বিপরীতাচরণ করিলে অবশ্যই নিন্দনীয়া হয়।

মদনিকা শ্রবণান্তে, আজি আমি আর্য্যাছাড়া হইলাম, এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে বসন্তসেনার চরণে নিপতিত হইল। বসন্তসেনা বলিলেন, মদনিকে! কর কি? দেখ, ইহাঁর পরিগ্রহ হইয়া তুমিই এখন বন্দনীয়া হইলে, উঠ উঠ। হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া, আমি তোমার সর্ব্বদা সংবাদ লইব, মধ্যে মধ্যে যাহাতে সাক্ষাৎ হয় করিব, এইরূপ প্রবোধ দিয়া বহির্দ্বার পর্য্যন্ত স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক প্রবহণে উঠাইয়া দিলেন। শর্ব্বিলক, বিনা ব্যয়ে প্রেয়সীলাভ হওয়াতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে বসন্তসেনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইল, এবং প্রবহণে যাইতে যাইতে নানাপ্রকারে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

এমত সময়ে রাজপথে এক শব্দ হইল, অহে, নগররক্ষাধিকৃত নগরপাল প্রভৃতি রাজপুরুষগণ! কে কে এখানে আছ! রাষ্ট্রীয় মহাশয় আদেশ করিতেছেন, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, সিদ্ধপুরুষেরা যে গোপাল-দারক আর্য্যককে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ও রাজচিহ্নে চিহ্নিত

দেখিয়া কহিয়াছেন, "তুমি রাজা হইবে" উজ্জয়িনীপতি পালক, পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া সিদ্ধবাক্যের অবশ্যম্ভাবিতা প্রযুক্ত প্রত্যয়ী ও পরিত্রস্ত হইয়া ঘোষ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে বন্ধনাগারে দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। অতএব সকলে সাবধান হও, স্বীয় স্বীয় স্থানে অপ্রমত্ত ভাবে সতর্ক হইয়া থাক। শর্ব্বিলক শ্রবণান্তে ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বলিল, কি! আমার প্রিয় সুহৃদ্ আর্য্যক, নরপতি নরাধম কর্ত্তৃক কারাগারে বদ্ধ হইয়াছেন? করি কি, সঙ্গে গলগ্রহ কলত্র রহিয়াছে, উপায় কি? অথবা থাকিলই বা।

প্রিয়সখা প্রিয়তমা এই দুই জন।
লোকে লোকদের বড় প্রিয়তম ধন॥
কলত্র হইতে কিন্তু মিত্র হিতকারী।
শত গুণে প্রিয়পাত্র বিপদে কাণ্ডারী॥

অনন্তর কহিল প্রিয়ে! আমাকে অবতরণ করিতে হইল। বন্ধুর কারাবন্ধন শুনিয়া তন্নিবন্ধন উৎকণ্ঠা আমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিতেছে, যে প্রকারে হউক, তাঁহার উদ্ধার করিতেই হইবেক। মদনিকা সজল নয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল আর্য্যপুত্র! আমি কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে গুরু-জন-সন্নিধানে ত্বরায় উপস্থিত হই, এমত বিধান কর। শর্ব্বিলক হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিল, সাধু প্রিয়ে সাধু! আমার মনোমত কথা কহিয়াছ, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। পরে প্রবহণ-বাহককে কহিল ভদ্র! সার্থবাহ রেভিলের আবাস-স্থান অবগত আছ? প্রবহণ-বাহক বলিল হাঁ মহাশয়, জানি। শর্ব্বিলক, সেই স্থানে প্রেয়সীকে সাবধান পূর্ব্বক লইয়া যাও, তৎসন্নিধানেই আমার আলয়, প্রিয়াকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিও। এই বলিয়া অবতরণ করিল। মদনিকা, আর্য্যপুত্র! অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে না, সহসা কার্য্য করিতে গুরুজনেরা নিষেধ করেন, অবিবেকিতা পরমাপদের আস্পদ, বিমৃষ্যকারী হইলে অবশ্য যশস্বী হইবে এবং সৌভাগ্যলক্ষ্মীও স্বয়ং অনুগতা হইবেন, এইরূপ

নানাপ্রকার কহিয়া সজল নয়নে বিদায় হইল। শর্ব্বিলক বলিল আঃ এখন নিশ্চিন্ত হইলাম, অবলা লইয়া পথ চলা কি নরক ভোগ! এই-ক্ষণ উদয়ন রাজার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ যেমন নিজ স্বামীর সসাগরা ধরার সাম্রাজ্যের নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ সুহৃদের পরিমোক্ষণের নিমিত্ত প্রাণান্ত স্বীকার করিলাম। বিপক্ষ পক্ষের বলক্ষয় ও রাজার অপমানে কুপিত রাজভৃত্যগণের পরাজয় যে-প্রকারে হয় করিব, রাজ্য-পদ-মত্ত স্বার্থপর রাজা আত্ম-হানি-শঙ্কায় অনর্থক মিত্রকে অবরোধ করিয়াছে। সখা আমার, বিধুন্তুদ-গ্রস্ত বিধুর ন্যায় কারাবাস-বিধুর হইয়া না জানি কত ক্লেশ পাইতেছেন! অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়, এই স্থির করিয়া তদুদ্দেশে প্রস্থান করিল।

এখানে মৈত্রেয় রত্নমালা সহকারে বসন্তসেনার ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মাধবিকা, পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক আসনদান দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া, দ্রুতপদে বসন্তসেনার সমীপে সমাগত হইল, কহিল, আর্য্যে! আজি তোমার বড় সৌভাগ্য, আর্য্য চারুদত্তের সকাশ হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। বসন্তসেনা শ্রবণান্তে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া কহিলেন মাধবিকে! যথার্থ বলিয়াছ, আজি আমার অবশ্যই সুপ্রভাত ও আহ্লাদের দিন, তুমি সমাদর পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে ত্বরায় আর্য্যকে আনয়ন কর। মাধবিকা ত্বরিত পদে প্রস্থান করিল। বসন্তসেনা ক্ষণে ক্ষণে পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আজি বুঝি অধীনাকে স্মরণ হইয়াছে, না জানি কি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সমাগত বিপ্র অবশ্য প্রিয়তমের রহস্যবিদ্ বয়স্য হইবেন। এইরূপ নানা-প্রকার ভাবিতে লাগিলেন। মাধবিকা মৈত্রেয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। মৈত্রেয় মাধবিকার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ কঠোর তপস্যার ক্লেশ ভোগ করিয়া বিনির্জ্জিত পুষ্পক বিমানে গমন করিয়াছিলেন, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তপস্যার নামটীও করি নাই, তথাচ রমণীয় রমণীর সহিত সমাদরে যাইতেছি। মাধবিকা বলিল আর্য্য! আমাদের ভবনদ্বার অবলোকন

করুন। মৈত্রেয় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ভবনদ্বারের চিত্র বিচিত্রিত নানা সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ শোভাকর মনোহর বস্তু সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অষ্টম প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন ভদ্রে! কে ঐ বালক ক্ষৌমযুগলে ও বিবিধপ্রকার মণিময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছে? মাধবিকা বলিল, আর্য্য! ইনি আমাদের আর্য্যার সহোদর! মৈত্রেয় মনে মনে কহিলেন কত কাল কীদৃশ ও কি পরিমাণ তপস্যা করিলে বসন্তসেনার সহোদর হইতে পারা যায়, অথবা ভাল বলিলাম না, যদিও এ উজ্জ্বল বেশে বিভূষিত ও নানা সুগন্ধি বস্তু সমন্বিত হইয়া অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তথাচ মাদৃশ ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ জন-তুলনায়, শ্মশানজাত চম্পকতরুর ন্যায় অবশ্যই লোকের অস্পৃশ্য ও অনভিগম্য, সন্দেহ নাই। অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, ভদ্রে! এ আবার কে? কুসুমাম্বরে আবৃত হইয়া উচ্চাসনে আসীন রহিয়াছে? মাধবিকা বলিল আর্য্য! ইনি আমাদের আর্য্যার জননী। মৈত্রেয় বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে কহিলেন, ওঃ! এই অপবিত্র ডাকিনীর কি উদরবিস্তার! এমন তুন্দিল মনুষ্য ত কখন দেখি নাই, পরে কহিলেন ভদ্রে! তোমাদের আর্য্যা এখন কোন্ স্থানে আছেন? মাধবিকা বলিল, আর্য্য! বৃক্ষবাটিকায় আছেন, গমন করিয়া সাক্ষাৎ করুন। মৈত্রেয় প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া বলিলেন, আহা! এমন উপবন ত কখন লোচনগোচর করি নাই, জাতী যূথিকা সুবর্ণ-যূথিকা নবমল্লিকা কুরুবক অতিমুক্ত প্রভৃতি কুসুমের তরু ও লতার শোভায় এই প্রমদ-বন, নন্দন-বনের অলৌকিক সুষমাকে লঘু করিতেছে, সন্দেহ নাই। আহা! এ দিকে আবার যে নানাপ্রকার বিকসিত প্রসূন দৃষ্ট হইতেছে, আমি ব্রাহ্মণ, পরিচয় দূরে থাকুক, চক্ষেও কখন দেখি নাই। ভদ্রে! তোমাদের আর্য্যা কোথায়? মাধবিকা বলিল, আর্য্য! নেত্র নামাও, আর্য্যাকে অবলোকন কর। মৈত্রেয় বিলোকনান্তে সমীপস্থ হইয়া আশীর্ব্বাদ করি-

লেন। বসন্তসেনা, সানন্দ মনে আর্য্য মৈত্রেয়! এই বলিয়া গাত্রো-ত্থান করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা ও আসন প্রদান পূর্ব্বক উপবেশন করিতে অভ্যর্থনা করিলেন। মৈত্রেয় বলিলেন, আপনিও উপবেশন করুন। বসন্তসেনা উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য মৈত্রেয়!

শীল যার কিসলয়, বিনয় বিটপচয়,
প্রত্যয় সুদৃঢ় মূল যার।
যশঃ সুমনস রাশি, দয়া ছায়া, অবিনাশি-
গুণ ফল, যার সুধা সার॥
সেই সাধু তরুবরে, মনের আনন্দ ভরে,
আশ্রয় করিয়া নিরূপণ।
বান্ধব বিহগগণ, আছে কি না অনুক্ষণ,
বল আগে করিব শ্রবণ॥

মৈত্রেয় মনে মনে ভাবিলেন, দুষ্টা সমুদায় জানিয়াছে, দারিদ্র্য-দোষে বান্ধবগণ যে প্রিয় বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, পাপীয়সী সব বুঝিয়াছে, অত্যন্ত চতুরা, না বুঝিবেই বা কেন। পরে কহিলেন, আর্য্যে! তাঁহার সুহৃদ্বর্গ তদনুগতই আছেন। বসন্তসেনা শ্রবণান্তে পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য মৈত্রেয়! ঈদৃশ অসময়ে দাসীর ভবনে আগমনের কারণ কি? জানিতে বাসনা করি, সবিস্তর বর্ণন করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। মৈত্রেয় বলিলেন, শ্রবণ করুন, মহাত্মা সার্থবাহ মস্তকে অঞ্জলি বাঁধিয়া আপনাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, "আমি আপনকার নিক্ষিপ্ত সমস্ত ভূষণ স্বকীয়জ্ঞানে দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়াছি, জেতা সভিক গ্রহণান্তে কোথায় গেল, অনু-সন্ধান করিতে পারিলাম না, তৎপরিবর্ত্তে এই রত্নমালা দিতেছি গ্রহণ করুন" এই বলিয়া রত্নাবলী তৎসম্মুখে স্থাপন করিলেন। বসন্ত-সেনা অবলোকনান্তে চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'সে কি! এ কেমন কথা হইল? কি আশ্চর্য্য! তস্করহৃত বিষয় গোপন করিয়া নিজ মহত্ত্ব প্রযুক্ত তুচ্ছ সুবর্ণ ভূষণের বিনিময়ে মহামূল্য রত্ন-

মালা পাঠাইয়া দিয়াছেন! এমত অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন মনুষ্য অতি বিরল, অথবা এই মনুষ্যলোকে আর কেহই নাই, এই গুণেই অন্তঃ-করণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। তবে কি ইহাঁকে সুবর্ণভাণ্ড দেখাইব? অথবা এইক্ষণ প্রয়োজন নাই, দেখি আগে কি পর্য্যন্ত হইয়া উঠে।' মৈত্রেয় উত্তর না পাইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পাপীয়সী না জানি কি ভাবিতেছে, বুঝি বা রত্নহার লইবে না! অথবা আমা-দের এমন ভাগ্য কি? যদি দুর্ভাগ্যই না হইবে, তবে কি তস্করহৃত বস্তুর বিনিময়ে অমূল্য রত্নাবলী স্বয়ং হস্তে লইয়া দিতে আসিতে হইত! কিম্বা সময় পাইয়াছে, হয় ত ভাবিতেছে, রত্নাবলী কনকা-লঙ্কারের তুল্যমূল্য হইবে না, যাহা হউক প্রত্যুত্তর লইতে হইবেক। এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন আর্য্যে! আপনি অন্যমনা হইয়া রত্নমালা লইতেছেন না কেন? বসন্তসেনা হাস্য রাখিতে না পারিয়া বসনা-ঞ্চলে বদন আচ্ছাদন করিলেন, এবং মাধবিকার মুখ পানে চাহিয়া, আর্য্য মৈত্রেয়! লইব না কেন, এই বলিয়া গ্রহণান্তে পার্শ্বে স্থাপন করিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! কুসুমহীন সহকার হইতেও কি মকরন্দবিন্দু বিনিঃসৃত হইয়া থাকে! পরে কহিলেন, আর্য্য মৈত্রেয়! আপনি সেই দ্যূতকরকে কহিবেন, অদ্য প্রদোষকালে আমি তদ্দর্শনার্থে যাইব। মৈত্রেয় শুনিয়া ভাবিলেন, অগ্রেই তাহা জানা গিয়াছে, দুষ্টাশয়ার ভাব অনায়াসেই বুঝা যায়, সেখানে গিয়া আরও কিছু চাহিবে সন্দেহ নাই। অনন্তর, আর্য্যে! যাইয়া তাঁহাকে কহিব, এই বলিয়া বিদায় হইলেন। আসিতে আসিতে বিরক্ত-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আর কেন বয়স্য জ্বালাতন করেন, এই নীচাশয়ার সংসর্গ ত্যাগ করুন, রত্নমালা ত গেল; আরও না জানি কপালে কি আছে।

এখানে প্রিয়-দর্শন-বাসনা, বসন্তসেনার মনে আশ্রয় পাইয়া আশ্র-য়াশের ন্যায় নিজাশ্রয় দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বসন্তসেনা ব্যাকু-লান্তঃকরণে ক্ষণে ক্ষণে দিনমণির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে পদ্মিনীর মিত্র, মিত্র মহাশয় সময় পাইয়া আপনাকে দ্বাদ-

শাত্মা, সপ্তাশ্ব ও সহস্রকর জ্ঞানে সাহসী হইয়া, পদ্মিনীর তিরস্কারিণী বসন্তসেনাকে অশেষ ক্লেশ দিবার আশয়েই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিলেন, অস্তাচলে যাইবেন না। নিজ সহস্র করে গিরিশিখরস্থ বিপুলতর বনস্পতির শাখা প্রশাখা অবলম্বন করিয়া ই যেন স্থিরভাবে থাকিলেন। কিন্তু অকারণে কেহ কাহাকেও তাপিত করিলে অবশেষে অবশ্যই.তাহাকে অবমানিত ও অধঃপাতিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দিবাবসানে দিবাকর প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া ই যেন লজ্জায় চরমাচল-গুহায় পলায়ন করিলেন। বসন্তসেনা দর্শন করিয়া হর্ষবিকসিত বদনে বলিলেন, মাধবিকে! রত্নমালা ও সুবর্ণভাণ্ড লইয়া সমভিব্যাহারে চল, প্রিয়তমদর্শনে গমন করিব, আর এ বেশে যানারোহণে গমন করা বিধি নহে, পদব্রজে ই যাইব, তদনুযায়ি সজ্জা কর।

এমত সময়ে, বসন্তসেনার চারুদত্তসমাগম অসহমান হইয়া ই যেন সহস্রনেত্র, পথরোধার্থে অকাল-জলদাবলী বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মাধবিকা দেখিয়া বলিল, আর্য্যে! দেখ, দেখ, মেঘমালা উদিত হইতেছে, রজনীমুখ-সময়ও উপস্থিত। বসন্তসেনা বলিলেন—

যদি জলধর সখি হতেছে উদয়।
হোক্ হোক্ আমি তারে নাহি করি ভয়॥
হইবে হউক নিশা তাই আমি চাই।
সে নহে অহিতকারী, তোমারে জানাই॥
নিরন্তর নীরধারা পড়িবে পড়ুক্।
পবন প্রলয় বেগে বহিবে বহুক্॥
প্রিয় দরশনে মন হয়েছে যখন।
নাহি গণি নাহি মানি এ সব এখন॥

এই বলিয়া উজ্জ্বল বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া মাধবিকা, কুম্ভীলক ও ছত্রধারিণী প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া চারুদত্ত-ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক।

বসন্তসেনা রত্নমালা গ্রহণ করিলেন কি না, জানিবার নিমিত্ত উৎ-কণ্ঠিত হইয়া চারুদত্ত, মৈত্রেয়ের প্রতীক্ষায় বৃক্ষবাটিকায় বসিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে কহিতেছেন, এখনও কেন মৈত্রেয় আসিলেন না? কখন পথনিরীক্ষণ কখন বা বেলোপলক্ষণ নিমিত্ত অন্তরীক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এমত সময়ে দেখিলেন অকাল-দুর্দ্দিন উপস্থিত। জলদাবলী নভোমণ্ডল আক্রমণ করিতেছে, বেগবান্ পবমান দ্বারা তরুগণের শুষ্ক পত্র উড্ডীন হইতেছে, রাজবর্ত্মের রজোরাশি সুরবর্ত্মে উঠিতেছে, মেঘ-মালার গমনাগমনে ধরাতল কখন আলোকময় কখন বা তিমিরময় হইতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘনঘটা পরস্পর সংঘটন দ্বারা ঘোরতর গভীর গর্জ্জন করিতেছে এবং বিহঙ্গম-কুল আকুল ভাবে কলরব করিয়া উৎপতিত হইতেছে। কিসলয় সকল কম্পমান, শাখা সকল দোলায়মান, পান্থ সকল ধাবমান হইতেছে। ছাগ, মেষ, গো, প্রভৃতি পশুগণ গৃহাভিমুখে দৌড়িতেছে। চারুদত্ত বারিধরের আড়ম্বর দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, আহা! মেঘমালা, নভোমণ্ডল ও উৎকণ্ঠিত জনের হৃদয় উভয়কেই আকুল করিতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র চক্রসম, জলদের গাঢ় তম,
তমোহারি-বিধুকেও জিনিল।
শিখী যেন দুর্য্যোধন, অতিশয় হৃষ্টমন,
দর্প করি লম্ফ দিয়া উঠিল॥
পিক যেন দ্যূত-জিত, যুধিষ্ঠির মহীক্ষিত,
মনোদুখে বনবাসে চলিল।
অধুনা মরাল যত, পাণ্ডবগণের মত,
অজ্ঞাত নিবাস দুখ সহিল॥

সার্থবাহ এইরূপে অম্বুবাহের নানা ভাব দেখিয়া মৈত্রেয়ের নিমিত্তই

ভাবিতে লাগিলেন। কখন দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন, কখন বা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উপবেশন করিতেছেন।

এখানে মৈত্রেয়, বসন্তসেনার ভবন হইতে আগমন করিয়া পথমধ্যে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! অধমার কি লোভপ্রবৃত্তি, কি অদক্ষিণতা! ভদ্রতার লেশমাত্রও নাই। কোন কথাই কহিল না, রত্নাবলী গ্রহণ করা উচিত নহে, এ কথা ভ্রমেও একবার বলিল না, সমাদর করিয়া তুইটা আলাপও করিল না, অনাদর প্রকাশিয়া অনায়াসে ই হাত পাতিয়া লইল। এত ঐশ্বর্য্য, একবার বলিলও না যে, আর্য্য মৈত্রেয়! ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাইবেন। অতএব এমত নীচাশয়া দাসীপুত্রীর মুখাবলোকন, অথবা ছায়াস্পর্শ করাও উচিত নহে। যাহা হউক, প্রিয়বয়স্যের নিকটে যাই, যেরূপে তিনি এই রমণীর সংস্রব হইতে নিবৃত্ত হন, আর ইহার প্রসঙ্গও না করেন, করিতেই হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সার্থবাহের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। চারুদত্ত অবলোকন করিয়া সাদর সম্ভাষণে উপবেশন করিতে কহিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! উপস্থিত বিষয়ের মঙ্গল বল। মৈত্রেয় বলিলেন, সকল ই অমঙ্গল। চারুদত্ত চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসিলেন, বসন্তসেনা কি রত্নাবলী গ্রহণ করেন নাই? মৈত্রেয় বলিলেন, আমাদের এমন কি সৌভাগ্য যে লইবে না, দেখাইবামাত্র নব-কমল-কোমলাঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। চারুদত্ত বলিলেন, তবে কেন বলিলে, সকলই অমঙ্গল? মৈত্রেয় বলিলেন, কিসে আর অমঙ্গল না হইল? অব্যবহৃত তস্করহৃত ও অল্পমূল্য সুবর্ণভাণ্ডের নিমিত্ত চতুঃসাগরসারভূতা রত্নমালা হারাইলাম, আর অমঙ্গলের বাকি কি? চারুদত্ত বলিলেন, সখে! এমন কথা বলিও না, সেই বরবর্ণিনী, যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই মহামূল্য বিশ্বাসেরই মূল্যানুরূপ রত্নহার প্রদত্ত হইল। বিবেচনা করিলে রত্নাবলী অপেক্ষা সেই বিশ্বাসের মূল্য ই অধিক। মৈত্রেয় বলিলেন, আরও একটী আমার মনোতুঃখের কারণ আছে, সেই পাপীয়সী থাকিতে হাসিতে

অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ও দাসীর মুখ পানে চাহিয়া তাম্বূলীয় আলাপনে আমার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়াছে, অতএব, আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে ধরি, এই বহুদোষা যোষার সংসর্গ হইতে চিত্তকে নিবর্ত্তিত কর। অসৎসংসর্গ সর্ব্বনাশের হেতু। পাদুকান্তরপ্রবিষ্ট কর্করের ন্যায় অতি কষ্টে ই খলেরা নিরাকৃত হইয়া থাকে। আর বিজ্ঞ লোকেরাই যদি ঈদৃশী মায়া-রাক্ষসীর কুহকে মুগ্ধ হইবেন, অজ্ঞ লোকের অপরাধ কি? অতএব কথা রাখ, অধম প্রবৃত্তির মূল একেবারেই উন্মূলন কর। চারুদত্ত বলিলেন সখে! আর বহুবিধ পরীবাদ-বর্ণনার প্রয়োজন নাই, অবস্থাতেই আমাকে নিবারিত করিয়াছে। দেখ,—

দ্রুত যাইবার তরে, সতত যতন করে,
নিজ বল না বুঝিয়া বাজী।
জীবনের আশঙ্কায়, চরণ তাহার ভায়,
কোন মতে নাহি হয় রাজি॥
তেমনি চঞ্চল ভাব, পুরুষের কুস্বভাব,
সকল স্থলেই দেখ ধায়।
যেমন বামন জন, লোভে করে আকিঞ্চন,
উচ্চ ফল লাভের আশায়॥
যখন সে দুরাশার, সুসার না হয় তার,
মনের আগুনে পুড়ে মরে।
হৃদয়ে উদয় হয়, হৃদয়েই পুন লয়,
অসহ্য যাতনা সহ্য করে॥
আরও দেখ,—ধনাঢ্য কিনিতে পারে অমূল্য রতনে।
ধনবলে পায় লোক এ সকল জনে॥

বলিতে বলিতে সহসা মনে উদয় হইল, না, ভাল বলিলাম না, ধনবলে কেন? গুণবলে পায় লোক এ সকল জনে॥
পরে প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

সম্পদ্ যখন মোরে ত্যজিয়া গিয়েছে।
বিধাতা তাহার ত্যাগ ঘটায়ে রেখেছে ॥

মৈত্রেয় শ্রবণান্তে বিষণ্ণ ও অধোমুখ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যখন ইনি বিষণ্ণবদনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, যখন দীন মনে নিজ দীনদশার কথা কহিতেছেন, তখন নিবারণ বচনে অধিকতর কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইলেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কাম যে বাম, এ কথা যথার্থই বটে, এইক্ষণ ইহাঁকে অন্যচিত্ত না করিলে অন্য উপায় নাই। এই স্থির করিয়া কহিলেন বয়স্য! বসন্তসেনা ইহাও কহিয়াছে যে, "আর্য্য মৈত্রেয়! সেই দ্যূতকরকে কহিবেন কোন কার্য্যবশতঃ আজি প্রদোষে আমি সেখানে যাইব," আমি অনুমান করি সেই স্বভাবলুব্ধা দুষ্টা রত্নমালায় পরিতুষ্টা হয় নাই, আসিয়া আরও কিছু চাহিবে। চারুদত্ত বলিলেন, ভাল আসুন, সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। এই রূপে উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে কুম্ভীলক চারুদত্তের গৃহসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অন্তরীক্ষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিল, ঘনঘটার বড় ঘটা দেখিতেছি, ধারাধর তুষার-ধারার ন্যায় বারিধারা বিস্তার করিতেছে, বর্ষাবারি বর্ষোপলের ন্যায় অঙ্গে লগ্ন হইতেছে, সশীকর সমীরণ দায়াদ-জন-দুর্ব্বচনের ন্যায় হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে। হাসিয়া কহিল, সুশব্দ সপ্তচ্ছিদ্র বেণু বাজাইয়া থাকি, সুস্বর সপ্ততন্ত্রী-সমন্বিত বীণাও বাজাইয়া থাকি এবং ঠিক্ রাসভের ন্যায় স্বরসংযোগে গানও করিতে পারি। অতএব তুম্বুরুই হউন বা নারদই হউন, আমার তুল্য সদ্গায়ক কেহই হইতে পারিবেন না। যাহা হউক, আর্য্যা বসন্তসেনা নিজ আগমনবৃত্তান্ত আর্য্য চারুদত্তের সমীপে জানাইবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন, অতএব শীঘ্র যাই। পরে সার্থবাহের বৃক্ষবাটিকার সমীপে আগমনপূর্ব্বক গবাক্ষ-দ্বার দিয়া দেখিয়া কহিল, ঐ আর্য্য চারুদত্ত বসিয়া আছেন, এবং ঐ সেই বিট্‌লে বামনাও কাছে আছে। দ্বারদেশে আসিয়া বলিল এ কি! দ্বার যে কপাটরুদ্ধ রহিয়াছে; ভাল ঐ দুষ্ট বাম্‌নার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেত

করি। অনন্তর গবাক্ষদ্বার দিয়া মৈত্রেয়ের প্রতি লোষ্ট্রগুটিকা নিক্ষেপ করিল। লোষ্ট্রগুটিকা গাত্রসংলগ্ন হইবামাত্র মৈত্রেয় চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কহিলেন, কে আমাকে এই প্রাকার-বেষ্টিত নির্জ্জন স্থানে কপিত্থ-ফলতুল্য লোষ্ট্র প্রহার করিল? চারুদত্ত বলিলেন কে আর এখানে তোমাকে প্রহার করিতে আসিবে, বোধ হয়, আরাম-প্রাসাদস্থিত কেলি-কুতুকী কপোতেরা পাতিত করিয়া থাকিবে। মৈত্রেয় উন্মুখ হইয়া ক্রোধভরে, অরে অনভিজাত দুষ্ট পারাবত! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে বুঝি চিনিস্ না, থাক্ থাক্ এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সুপক্ক রসাল ফলের ন্যায় তোকে প্রাসাদ হইতে অধঃপাতিত করি, পলাইস্ না। এই বলিয়া যষ্টি উত্থাপিত করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। চারুদত্ত তাঁহার যজ্ঞোপবীতে ধরিয়া, সখে! অল্পপ্রাণ নিরীহ পারাবত দয়িতার সহিত প্রমোদভরে কাল হরণ করিতেছে, কেন অকারণে ব্যাঘাত দাও; সে জানে না, তোমাকে চিনে না, মণ্ডূক হইয়া ভুজগের সহিত সংগ্রামে উদ্যত হইয়াছে; আমি কহিতেছি, তোমার নিকটে পারাবত পরাজিত হইল। এই বলিয়া মৈত্রেয়কে উপবেশিত করিলেন। কুম্ভীলক দেখিয়া বলিল এ কি! মূর্খ যে পায়রার উপর দৃষ্টিপাত করিতেছে, ভাল পুনর্ব্বার লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি। উক্তানুরূপ করিলে মৈত্রেয়, কুপিতভাবে, আবার! এই বলিয়া লোষ্ট্রগুটিকার পথোদ্দেশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দর্শনান্তে কহিলেন, কে রে, কুম্ভীলক, দাঁড়া দাঁড়া। দ্রুত গমনে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুম্ভীলক! কেন তুই ঈদৃশ দুর্দ্দিনান্ধকারে আসিলি? কুম্ভীলক প্রণাম পূর্ব্বক বলিল, আর্য্য! এই সেই। মৈত্রেয় জিজ্ঞাসিলেন কে রে কে? কুম্ভীলক পুনর্ব্বার বলিল, এই সেই। মৈত্রেয় কুপিত হইয়া বলিলেন কি তুই এই সেই এই সেই করিতেছিস্? বিশেষ করিয়া বল্। কুম্ভীলক বলিল, তুমিও কেন কেরে কেরে করিতেছ? শুন বলি। অনন্তর, কৌশলে ইহাকে অবগত করাই, মনে মনে এই স্থির করিয়া বলিল আর্য্য! তোমাকে একটী প্রশ্ন দি। মৈত্রেয় বলিলেন আমিও তোর মুণ্ডে পা দি। কুম্ভীলক বলিল,

তুমি অবগত ই আছ তথাচ বল দেখি, কোন্ কালে রসাল বৃক্ষে মুকুল হয়? মৈত্রেয় বলিলেন ওরে মূর্খ! তুই তাহাও জানিস্ না? গ্রীষ্ম-কালে। কুম্ভীলক হাসিয়া বলিল, না, না, হইল না, নিদাঘ কালে কি আম্রবৃক্ষে কোরক হয়? মৈত্রেয় চিন্তার্ণবে মগ্ন হইলেন, কি বলেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্রুত পদে চারুদত্তের সমীপে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন মূর্খ! বসন্তে। মৈত্রেয় কুম্ভী-লকের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, মূর্খ! বসন্তে। পরে কুম্ভীলক বলিল তোমাকে আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি কোন্ ব্যক্তি সুসমৃদ্ধ নগরের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে? মৈত্রেয় বলিলেন, রথ্যা। কুম্ভীলক হা, হা, করিয়া হাসিয়া বলিল না, না, বলিতে পারিলে না. পথ কি নগর রক্ষা করে? মৈত্রেয় উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, সঙ্কটে পড়িলাম, এ বেটা বড় বিপদেই ফেলিল, এমন দায়ে ত কখন ঠেকি নাই। পুনর্ব্বার প্রস্থান করিয়া চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন। চারুদত্ত বলিলেন, বয়স্য! সেনা। মৈত্রেয় দ্রুতপদে কুম্ভীলকের সমীপে প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! সেনা। কুম্ভীলক বলিল দুইটী উত্তরবাক্য একত্র করিয়া বল। মৈত্রেয় বলিলেন সেনা-বসন্তে। কুম্ভীলক বলিল, মূর্খ! পদ পরিবর্ত্ত করিয়া বল। মৈত্রেয় পাদদ্বয় পরিবর্ত্ত করিয়া বলিলেন, সেনাবসন্তে। কুম্ভীলক বলিল, অনড্বন্! অক্ষরপদ ফিরাইয়া বল। মৈত্রেয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, বসন্ত-সেনা। কুম্ভীলক বলিল, আমি তাই বলিতেছিলাম, এই সেই আর্য্যা বসন্তসেনা আসিতেছেন। মৈত্রেয়, তবে প্রিয় বয়-স্যের সমীপে বিজ্ঞাপন করি, এই বলিয়া আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, বয়স্য! তোমার উত্তমর্ণ আসিতেছেন। চারুদত্ত বলিলেন সখে! তুমি কি আমাকে পরিহাস করিতেছ? মৈত্রেয়, আমার কথায় প্রত্যয় না হয় কুম্ভীলককে জিজ্ঞাসা কর, এই বলিয়া কুম্ভীলককে আহ্বান করিলেন। কুম্ভীলক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইল। চারুদত্ত জিজ্ঞাসিলেন ভদ্র কুম্ভীলক, সত্য কি বসন্তসেনা আসিতেছেন? কুম্ভীলক বলিল হাঁ মহাশয়, আর্য্যা আগতপ্রায়।

চারুদত্ত সহর্ষ বদনে, ভদ্র! আমি নিবেদিত প্রিয় বচন কখন নিষ্ফল করি নাই, কিঞ্চিৎ পারিতোষিক গ্রহণ কর, এই বলিয়া উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিলেন। কুম্ভীলক গ্রহণান্তে পরিতুষ্ট হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক, আর্য্যার নিকটে গিয়া বিজ্ঞাপন করি, এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

এখানে মৈত্রেয় কহিলেন বয়স্য! বুঝিয়াছ কি জন্য বসন্তসেনা ঈদৃশ দুর্দ্দিনে আসিতেছে? চারুদত্ত বলিলেন, বিশেষ বুঝিতে পারি নাই। মৈত্রেয় বলিলেন আমি বুঝিয়াছি, আর আসিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার সুবর্ণভাণ্ড বহুমূল্য, আমাদের রত্নহার অল্পমূল্য, তাহাতে পরিতুষ্ট হন নাই, আরও কিছু লইবার অভিসন্ধিতে আসিতেছেন।

এখানে মাধবিকা, বসন্তসেনার বেশ ভূষা ও শরীরসৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল আহা! ইহাঁর এই মনোহর রূপ, অনাঘ্রাত কুসুমের স্বরূপ, নখচিহ্ন-বিরহিত নব পল্লবের ন্যায়, অব্যবহৃত নির্ম্মল রত্নের সমান, অনাস্বাদিত অভিনব মধুর সদৃশ ও পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যের অখণ্ড ফলতুল্য, সন্দেহ নাই।

সাক্ষাৎ কমলা ইনি শরীরশোভায়।
নাই, নাই, পদ্মাসন ক্ষতি নাই তায়॥
স্মরের মোহন শর এই রূপবতী।
যদিও কুসুম নহে, নাহি তায় ক্ষতি॥
মদন তরুর ফুল এই বিলাসিনী।
গুণে মুগ্ধ আছে যত গুণজ্ঞ কামিনী॥
রতি রূপবতী নহে ইহাঁর সমান।
তাই বুঝি হর-নেত্রে স্মর দিল প্রাণ॥
নিরুপম-নব-নারী সৃষ্টি বিধাতার।
ইহাঁর উপমা ইনি এই কথা সার॥

অনন্তর বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল আর্য্যে! দেখ, দেখ,—

বিরহিণী রমণীর হৃদয় সমান-
মলিন, এ নব ঘন, তবু শোভমান॥

ছায়া পড়িয়াছে দেখ ভূধরশিখরে।
যেন ছাতা ধরিয়াছে গিরির উপরে॥
শুনিয়া নীরদ-নাদ, হরষিত মনে।
পাখা ধরি শিখিকুল উঠিছে গগনে॥
যেন মণিময় পাখা ধরিয়া আদরে।
ব্যজন করিছে সুখে, নব জলধরে॥

বায়ু সম বেগবান্, বারিধারা যেন বাণ,
শত শত জনে যেন ছুড়িছে।
নয়নের ভয়হেতু, তড়িৎ বিজয় কেতু,
সঘনে গগনে যেন উড়িছে॥
হৃদয়ের ভয়ঙ্কর, চারিদিকে ঘোরতর-
গর্জন বিজয় ঢাক বাজিছে।
সেনা সম শিখিগণ, হয়ে হরষিত মন,
যেন রণে যাইবারে সাজিছে॥
জয়ী নৃপ জলধর, যেন বিপক্ষের কর,
রজনীকরের কর হরিছে।
প্রকাশিয়া তেজোরাশি, বিপক্ষ নগরে আসি,
যেন সব অধিকার করিছে॥

বসন্তসেনা অবলোকন করিয়া বলিলেন সত্য বটে, যাহা হউক,—

বর্ষণ করিছে ঘন, করুক বর্ষণ।
গর্জন করিছে ঘন, করুক গর্জন॥
হানিছে, হানুক বজ্র, হানি কি বা তায়।
গুণজ্ঞ হইলে বাধা দিত না আমায়॥
অসতের হিত করা বিফল যেমন।
তারার উদয় বৃথা হইল তেমন॥
সতী নারী পতি বিনা যেমন মলিনা।
দিগঙ্গনা সেই মত, দিনমণি বিনা॥

কখন উন্নত রয়, কভু অবনত হয়,
কখন বা করে বরিষণ।
কখন গৰ্জ্জন করে, অম্বরে তিমিরাম্বরে,
কখন বা করে আচ্ছাদন॥
নবীন যৌবন যার, ক্ষণে ক্ষণে হয় তার,
নব নব ভাবোদয় কত।
ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধরে, শরীরের শোভা করে,
এ জলদ দেখি সেই মত॥

সৌদামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি চঞ্চলে!—

যদি গর্জ্জে ঘন, গৰ্জ্জিতে পারে।
পুরুষ নিষ্ঠুর কি কব তারে॥
ছি ছি সৌদামিনি! হইয়া বালা।
তুমিও বুঝ না বালার জ্বালা॥
প্রিয় পাশে যাব জুড়াব প্রাণ।
তাহে তুমি বাদী এ কি বিধান॥
ক্ষণে ক্ষণে ভয় দেখাও মোরে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্, ধিক্ রে তোরে॥

মাধবিকা কহিল, আৰ্য্যে! কেন অকারণে তিরস্কার করিতেছ? অনুকূলা ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে প্রভা প্রকাশিয়া তোমার অনুকূল-পথ-দর্শিনী হইতেছে। পরে সময়োচিত নানাপ্রকার আলাপ করিতে করিতে চারুদত্তের ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সমভিব্যাহারীরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল হে পরিচারকগণ! আৰ্য্য চারুদত্তের সমীপে নিবেদন কর, ভবদ্দর্শনার্থিনী বসন্তসেনা দ্বারদেশে উপাগত হইয়াছেন। চারুদত্ত বসন্তসেনার আগমন প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন, সহসা এই শব্দ শুনিয়া উৎসুক মনে কহিলেন, বয়স্য! বহির্দ্বারে সুমধুর স্বরে কে কি বলিতেছে, ত্বরায় অবগত হইয়া আইস। মৈত্রেয় দ্রুত পদে আগমন করিয়া বসন্তসেনাকে অবলোকন করিলেন, মনে মনে কহিলেন,

ইহার উত্তম অঙ্গ মণি বিভূষিত।
বিচিত্রিত প্রাবারকে তনু আচ্ছাদিত॥
হৃদয় গরল পূর্ণ সরল আকার।
ভুজগী এ অবিকল সংশয় কি আর॥
চলিছে সখার কাছে আনত আননে।
দংশন করিবে ছলে, বধিবে জীবনে॥

পরে বসন্তসেনার সমীপস্থ হইয়া সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিলেন। বসন্তসেনা সহাস্য বদনে মৈত্রেয়কে বন্দনাদি করিয়া, মাধবিকা ভিন্ন সমুদায় সমভিব্যাহারি-ব্যক্তিকে গৃহে প্রতিগমনার্থ আদেশ করিলেন। পরে মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! আপনাদিগের দ্যূতকর কোথায়? মৈত্রেয় সহর্ষ মনে, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "দ্যূতকর" এই বিশেষণে যথার্থতই প্রিয় বয়স্য অলঙ্কৃত হইলেন সন্দেহ নাই। অনন্তর সস্মিত মুখে বলিলেন আর্য্যে! প্রিয় বয়স্য এখন বৃক্ষবাটিকায় বিশ্রাম করিতেছেন। বসন্তসেনা জিজ্ঞাসিলেন কোন্ প্রকোষ্ঠকে আপনারা বৃক্ষবাটিকা বলিয়া থাকেন? মৈত্রেয় বলিলেন, যেখানে ভোজন পানের কোন কথাই নাই, যেখানে কেবল পেটের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে হয়, সেই খণ্ডকেই আমরা বৃক্ষবাটিকা বলিয়া থাকি, চলুন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি। বসন্তসেনা হাস্য রাখিতে না পারিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, আপনি অগ্রে চলুন। অনন্তর যাইতে যাইতে গোপনভাবে মাধবিকাকে কহিলেন, মাধবিকে! আমি রত্নমালা প্রত্যর্পণের অনুরোধে এরূপ ভাবে এখানে আসিয়া অতি সাহসের কর্ম্মই করিয়াছি। ইহা নিতান্ত নির্লজ্জতা ও প্রগল্‌ভতার কার্য্য বলিতে হইবেক; সার্থবাহ কি ভাবিবেন, কি বলিবেন, পাছে অনাদর করেন, এই সকল আশঙ্কায় নিরন্তর অন্তঃকরণ কাঁপিতেছে। যাহা হউক, সম্প্রতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি বলিব বল দেখি? মাধবিকা বলিল, যাইয়া বলিবে, দ্যূতকর! ভাল আছ? প্রদোষকাল সুখে অতিবাহিত হইয়াছে? বসন্ত-

সেনা বলিলেন, বলিতে কি পারিব? মাধবিকা বলিল, সময় ই তোমাকে সক্ষম করিয়া দিবে।

বসন্তসেনা ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং মাধবিকার উপদিষ্ট কথা স্মরণ করিতে করিতে চারুদত্ত-সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে স-সাধ্বসা ও অবনতমুখী হইয়া কোনরূপে মাধবিকার উপদিষ্ট কথা দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন। চারুদত্ত প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে সাদর ও মধুর বচনে বলিলেন অয়ি মুগ্ধে! তোমার দর্শনেই আমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল। পরে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসনপ্রদান পূর্ব্বক উপবেশনার্থ অভ্যর্থনা করিলেন। সকলে আসীন হইলে চারুদত্ত বলিলেন, বয়স্য! জলদের জলে বসন্তসেনার বসনযুগল আর্দ্র প্রায় হইয়াছে, অতএব সমুচিত বসনান্তর আনাইয়া দাও। মাধবিকা বলিল, আর্য্য মৈত্রেয়! আপনাকে আয়াস করিতে হইবে না। আমিই আর্য্যার শুশ্রূষা করিতেছি। অনন্তর বসন্তসেনা কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া অন্য পরিধেয় পরিধান পূর্ব্বক আসিয়া আসনে আসীন হইলেন।

মৈত্রেয় সংগোপনে কহিলেন, বয়স্য! বসন্তসেনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব? চারুদত্ত বলিলেন, হানি কি, জিজ্ঞাসা কর। মৈত্রেয় বলিলেন মহানুভাবে! কিছু জিজ্ঞাসা করি অবধান কর, আপনি এই রজনীমুখ সময়ে সম্মুখবর্ত্তিনী রজনী দেখিয়াও, প্রনষ্টচন্দ্রালোকে দুর্দ্দিনান্ধকারে কি নিমিত্ত আগমন-ক্লেশ স্বীকার করিলেন? মাধবিকা গোপনভাবে বলিল, আর্য্যে! এই ব্রাহ্মণকে বড় সরল দেখিতেছি, বোধ হয় ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না, দিবাভাগে চন্দ্রিকা কি চন্দ্রের সমীপে আসিয়া থাকে? ইহাও হতভাগার জ্ঞান নাই। বসন্তসেনা বলিলেন, অয়ি সরলে! ইহাঁকে সরল বলিও না, চতুর বল, তুমি চিন না, ইনি ধূর্ত্তশিরোমণি, এমনটি আর নাই। পরে বসন্তসেনা মৈত্রেয়ের প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, কি কহিলে সকল দিক্ রক্ষা পায়, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মাধবিকা বলিল, আর্য্য মৈত্রেয়! আমাদের আর্য্যা এই জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন যে, সেই রত্নাবলীর মূল্য কত? মৈত্রেয় শুনিয়া গোপনভাবে বলিলেন,

বয়স্য! অগ্রেই তোমাকে কহিয়াছি। ওঃ! অধমার কি লোভ-প্রবৃত্তি, অমূল্য রত্নমালা পাইয়াও সন্তোষ জন্মিল না! কি আশ্চর্য্য! তুমি সর্ব্বদা ই বলিয়া থাক, বসন্তসেনার, অধমার ন্যায় ব্যবহার নয়, তাদৃশ রমণীরত্ন আর নাই। ভাল, আমিই যেন নির্ব্বোধ, কিন্তু এখন বুদ্ধিমান্ কে হইল? ইনি সেই মত শত শত রত্নমালাও স্বকীয় সুবর্ণ-ভাণ্ডের তুল্যমূল্য বলিবেন না। যাহা হউক, আমার অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, যাহা ভাল বুঝ কর, আর কি দিবে উপায় দেখ, এবং দুরাশয়ার কি পর্য্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা বিবেচনা করিয়া বুঝ। মাধবিকা পুনর্ব্বার বলিল, আপনারা অন্যমনস্ক হইলেন কেন? আমার আরও কিছু কথা আছে। মৈত্রেয় ক্রুদ্ধভাবেই ছিলেন, মনে মনে কহি-লেন, কথা আছে, অগ্রেই তাহা বুঝা গিয়াছে। পরে বলিলেন ভদ্রে! বল বল শুনিতেছি। মাধবিকা বলিল আমাদের আর্য্যা সেই রত্নাবলী স্বকীয় জ্ঞানে দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়াছেন, সেই জেতা রত্নমালা লইয়া কোথায় গেল অনুসন্ধানে ঠিকানা হইল না। মৈত্রেয় বলিলেন ভদ্রে! আমার বিজ্ঞাপিত কথাগুলি ই যে অবিকল বলি-তেছ? মাধবিকা উত্তর না দিয়া বলিল, যাবৎ সেই জেতার অনুসন্ধান না হয় তাবৎকালের নিমিত্ত তৎপরিবর্ত্তে এই কনকালঙ্কার গ্রহণ করুন, এই বলিয়া সুবর্ণভাণ্ড প্রদর্শন করিল। মৈত্রেয় অবলোকন পূর্ব্বক পূর্ব্বদৃষ্টের ন্যায় অনুভব করিয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগি-লেন। মাধবিকা বলিল আপনি যে অনন্যচিত্তে, ও নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন? এইভূষণগুলি কি পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছিলেন? মৈত্রেয় বলিলেন, সন্দেহ হইতেছে, শিল্পকুশলতায় দৃষ্টিরোধ করি-তেছে, বিশেষ অনুভব করিতে পারিতেছি না। মাধবিকা মনে মনে কহিল, একবারে ই চখের মাথা খেয়েছ; পরে সহাস্য মুখে বলিল আর্য্য! চিনিতে পারিলে না? ইহা সেই সুবর্ণভাণ্ড। মৈত্রেয় সহর্ষ-ভাবে কহিলেন, বয়স্য! আমাদের গৃহ হইতে চোর যে হৈম ভূষণ লইয়া গিয়াছিল ইহা তাহাই বটে। চারুদত্ত বলিলেন, সখে! সত্য কি বলিতেছ? মৈত্রেয় বলিলেন ব্রহ্মণ্যদেবতার দিব্য, আমি সত্য ই

বলিতেছি। চারুদত্ত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মৈত্রেয় গোপনভাবে কহিলেন, বয়স্য ? কিরূপে এই অলঙ্কার ইহার হস্তগত হইল জিজ্ঞাসা করিব ? চারুদত্ত বলিলেন দোষ কি, জিজ্ঞাসা করিতে পার। মৈত্রেয় মাধবিকার কর্ণান্তিকচর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধবিকাও মৈত্রেয়ের কর্ণের নিকটে স্বুবর্ণালঙ্কারের পুনঃপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিল। চারুদত্ত সস্মিতমুখে বলিলেন তোমরা দুই জনে কানে কানে কি বলাবলি করিতেছ ? আমরা কি পর ? শুনিবারও যোগ্য পাত্র নই ? মৈত্রেয় চারুদত্তের শ্রবণান্তিকে গিয়া শ্রুত কথা সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। চারুদত্ত কহিলেন, ভদ্রে ! সত্য কি এই অলঙ্কারই আমার গৃহে ন্যস্ত ছিল ? মাধবিকা বলিল, হাঁ মহাশয়; ইহা সেই অলঙ্কার। চারুদত্ত, ভদ্রে! আমি প্রিয় নিবেদন কখন নিষ্ফল করি নাই, অতএব পারিতোষিক স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ কর, এই বলিয়া অঙ্গুরীয়ক প্রদানে উদ্যত হইয়া, অঙ্গুরীয়কশূন্য অঙ্গুলি অবলোকনান্তে ব্রীড়িত ও অধোমুখ হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় কি কষ্ট !—

বিভব-অভাব যার, সকল বিফল তার,
কি ফল তাহার ছার প্রাণে।
যদি কভু করে রোষ, কিম্বা হয় পরিতোষ,
অক্ষম সে, উচিত বিধানে॥
ফলহীন তরুবর, জলহীন সরোবর,
বিষদন্তহীন বিষধর।
পক্ষহীন ব্যোমচর, বিভববিহীন নর,
তুল্য এই পাঁচ ভাগ্যধর॥

বসন্তসেনা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যদি এমন উদার স্বভাবই না হইবে, তবে আমার মন এত অনুরক্ত হইবে কেন ? পরে দুঃখিত ভাবে কহিলেন আর্য্য ! সামান্য ভূষণের পরিবর্ত্তে রত্নাকর-দুর্লভ রত্নাবলী প্রেরণ করা কি উচিত হইয়াছে ? এই অনুচিত ব্যবহারে আমাকে জঘন্য লোকের মধ্যেই পাতিত করিলেন, কি করি, উপায় নাই।

চারুদত্ত বলিলেন, সুন্দরি! দরিদ্রতা অশেষ দোষের আকর, যদি আমি কহিতাম, সুবর্ণভাণ্ড তস্কর-হৃত হইয়াছে, বল দেখি, সে কথায় কে বিশ্বাস করিত! সকলেই কহিত, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক চোরের নাম দিতেছে। মৈত্রেয় রত্নাবলী প্রত্যর্পণের আশয় বুঝিয়া আহ্লাদিতমনে বসন্তসেনার প্রতি দৃঢ় ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক মাধবিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভদ্রে তোমাদের আর্য্যা কি এই স্থানেই অদ্য অবস্থিতি করিবেন? আমার ইচ্ছা, আজি আর গৃহে গিয়া কাজ নাই, পথে কর্দ্দম হইয়াছে, যাইতে অতিশয় ক্লেশ হইবে। মাধবিকা সহাস্য আস্যে বলিল, আর্য্য মৈত্রেয়! তুমি যে নিতান্তই বালকের ন্যায় কথা কহিতে লাগিলে, এবং বিষয়-রস-পরাঙ্মুখ-ঋষিকেও যে হারাইলে। মৈত্রেয় কি বলেন, বিষয়ান্তরে উৎসুকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক চারুদত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয় বয়স্য! দেখ দেখ, সুখোপবিষ্ট ব্যক্তিকে চঞ্চলচিত্ত করিবার নিমিত্ত ই যেন পুনর্ব্বার ধারাধর বারিধারা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। চারুদত্ত বলিলেন সখে! যথার্থই অনুভব করিয়াছ, মহানুভাবে! দেখ দেখ,—

অম্বরাবরণ, নয়নরঞ্জন,
নব পয়োধর, কি শোভা পায়।
ছাড়ি সুধাকরে, ওই পয়োধরে,
নয়ন চকোর, হেরিতে চায়॥
যেন হাসি হাসি, অনুরাগে আসি,
প্রণয়িনী, নিজ প্রণয়ি-জনে।
হয়ে বিলাসিনী, দেখ সৌদামিনী,
মিলিল আসিয়া মেঘের সনে॥

বসন্তসেনা চারুদত্তের বচনবৈদগ্ধী শ্রবণে আর্দ্র হৃদয়া হইয়া অবনত মুখে রহিলেন। চারুদত্ত বসন্তসেনার আকারচেষ্টিত অবলোকন করিয়া পুলকিত চিত্তে কহিলেন—

ওহে ধারাধর, কর, রব কর,
কর হে গভীরতর।

ছিলে ভয়ঙ্কর, আজি মনোহর,
দুখহর সুখকর ॥
যারে ভাল বাসি, সে রমণী আসি,
তুষিয়া আমার মন।
হাসি হাসি ভাষি, সুখ রাশি রাশি,
করিছেন বিরতণ ॥

পরে কহিলেন, বয়স্য! এখন আমাদের অভ্যন্তর গৃহে গমন করাই শ্রেয়ঃ। মৈত্রেয় সস্মিত মুখে বলিলেন তোমরা যাও, আমি এখন শয়নার্থ গর্দ্দভশালার অন্বেষণে চলিলাম। অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রভাতে মাধবিকা গাত্রোত্থান করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, এখনও আর্য্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। বেলা হইল, বিলম্ব করা বিধেয় নয়, যাইয়া উঠাইতে হইল। অনন্তর বসন্তসেনার সমীপে গিয়া মৃদু-স্বরে কহিল আর্য্যে! উঠ উঠ, প্রভাত হইয়াছে। বসন্তসেনা নিদ্রা-ভিভূতা ছিলেন, কিঞ্চিৎ পরিবোধিত হইয়া মুদ্রিত নয়নেই কহিলেন, সে কি! রাত্রি থাকিতেই প্রভাত হইল? মাধবিকা সহাস্য মুখে বলিল, আর্য্যে! আমাদের ইহা প্রভাত, আর্য্যার পক্ষে তমস্বিনীই বটে। বসন্তসেনা বলিলেন, মাধবিকে! তোমাদের দ্যূতকর কোথায়? মাধবিকা সস্মিত বদনে বলিল আর্য্যে! আর্য্য চারুদত্ত তোমার গমনার্থে বর্দ্ধমানককে প্রবহণ যোজনা করিতে আদেশ দিয়া, পুষ্প-করণ্ডক উদ্যানে গমন করিয়াছেন। বসন্তসেনা বলিলেন মাধবিকে! আমি এখন কোথায় যাইব? মাধবিকা বলিল, আর্য্যে! এইক্ষণ রজনী প্রভাত হইল, চক্রবাকী চক্রবাক-সমীপে গমন করিয়া মিলিত হইবেন।

বসন্তসেনা পীযূষময় বচন শ্রবণ পূর্ব্বক, গাত্রোত্থান করিয়া সহর্ষ হৃদয়ে মাধবিকাকে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন মাধবিকে! শুনিয়া অন্তঃকরণ জুড়াইল, শর্ব্বরীতে জীবিতসর্ব্বস্বকে ভাল রূপে দেখা হয় নাই, দিবাভাগে বাসনানুরূপ দর্শন করিয়া নয়নযুগল সফল করিব। পরে ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিয়া কহিলেন মাধবিকে! আমি কি অভ্যন্তর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছি? মাধবিকা বলিল, অভ্যন্তর গৃহে কেন? সকল জনের হৃদয়গৃহেও প্রবেশ করিয়াছ। বসন্তসেনা বলিলেন, সে যাহা হউক, এ ঘটনায় প্রিয়তমের সহধর্ম্মিণী মর্ম্মব্যথায় তাপিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ফলতঃ আমি প্রিয়সমাগমের প্রমোদ-রসে নিমগ্ন ও চৈতন্যশূন্য হইয়াই প্রবেশ করিয়াছিলাম, নতুবা নারী হইয়া নারীর অন্তঃকরণে কদাচ দুঃখ দিতাম না, বিশেষতঃ তিনি অনুগ্রহীতার দয়িতা, আমি সামান্য ব্যক্তি, দয়ার পাত্র মাত্র। মাধবিকা বলিল, এত আক্ষেপ করিতে হইবে না, আর্য্য চারুদত্তের বধূ ব্যথিতহৃদয়া হন নাই, তিনি পশ্চাৎ সন্তাপ করিবেন। বসন্তসেনা বলিলেন, তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম না, তিনি কি কারণে কখন্ সন্তাপ করিবেন? মাধবিকা বলিল, যখন আর্য্যা এখান হইতে গমন করিবেন। বসন্তসেনা বলিলেন তবে অগ্রেই আমার পরিতাপ করা উচিত। যাহা হউক তুমি এই রত্নাবলী লইয়া প্রিয়ভগিনী আর্য্যা ধূতা দেবীর সমীপে যাও, আমার সবিনয় প্রণাম জানাইয়া অর্পণ কর, কহিবে আমি আর্য্য চারুদত্তের গুণনির্জ্জিতা দাসী, সুতরাং তাঁহারও দাসী হইলাম, অতএব এই রত্নহার তাঁহারই কণ্ঠহার হউক, ইহা তাঁহার গলদেশেই শোভা পায়, আমরা এই অমূল্য ভূষণের যোগ্য পাত্র নহি। মাধবিকা বলিল আর্য্যে! এরূপ করিলে আর্য্য চারুদত্ত তোমার উপর কোপ করিবেন। বসন্তসেনা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি যাও না কেন, তিনি কোপ করিবেন না। মাধবিকা, তোমার যাহা অভিরুচি, এই বলিয়া রত্নাবলী গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিল; ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া বলিল আর্য্যে! ধূতা দেবী কহিলেন, "আর্য্যপুত্র এই হার বসন্তসেনাকে প্রদান করিয়াছেন, তৎ-

কৃত দানে আমারও দান সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ইহা আমার গ্রহণ করা উচিত নহে; তুমি তাঁহাকে কহিবে আর্য্যপুত্রই আমার গলার হার ও পরম শোভাকর আভরণ, ইহাই যেন তিনি বিবেচনা করেন।” এই বলিয়া মাধবিকা চারুদত্ত-বধূর সদাশয়তা, বুদ্ধিনৈপুণ্য ও পতি-ভক্তির পরা কাষ্ঠা বর্ণন করিতে লাগিল। বসন্তসেনা বলিলেন ভাল, এখন রত্নহার যত্নপূর্ব্বক রাখ, পরে বিহিত করিব।

এই কালে রদনিকা অন্তঃপুরমধ্যে রোহসেনকে কহিল, এস যাদু! গাড়ি লইয়া দুজনে খেলা করি, দেখ দেখ, কেমন সুন্দর গাড়ি গড়িয়াছি, আহা! বেস্ হইয়াছে! রোহসেন মৃত্তিকা নির্ম্মিত শকট দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কহিল, না আমি মাটির গাড়ি নিব না, আমাকে সেই সোনার গাড়ি দে। রদনিকা দুঃখিতভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল, হা বাছা! কোথায় আমরা সোনা পাব? সোনা কেমন, এখন চখেও দেখিতে পাই না, আবার যখন পিতার টাকাকড়ি হবে, তখন সোনার গাড়ি লইয়া খেলা করিবে, আহা! দেখ দেখ, ছাতে কেমন দুটি পায়রা বসিয়া আছে, ও মা! আবার যে দুটি এল গো! রোহসেন কোন দিকে মনোযোগ না করিয়া, প্রবোধ না মানিয়া কহিল, না আমাকে সেই সোনার গাড়ি দে। রদনিকা মনে মনে ভাবিল, এ কি ভুলাইবার ছেলে! কার কি! না হয় ইহাকে আর্য্যা বসন্তসেনার নিকটে লইয়া যাই, তাহা হইলেও যদি সুবর্ণশকট ভুলিয়া যায়। অনন্তর, চল সোনার গাড়ি আনি গিয়া, এই বলিয়া রোহসেনকে ক্রোড়ে ও সব্যেতর করে মৃৎ-শকট লইয়া বসন্তসেনার সমীপে উপস্থিত হইল। বসন্তসেনা দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন রদনিকে! ভাল আছ? এ ছেলে টী কার? আহা! গায়ে গহনা নাই, তবু চাঁদ মুখে আলো করিয়াছে, দেখিয়া আমার নয়ন মন পুলকিত হইতেছে। রদনিকা বলিল, এ ছেলে টী আর্য্য চারুদত্তের। বসন্তসেনা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বাহু-প্রসারণ পূর্ব্বক, এস এস, বাপ্ এস! তোমাকে কোলে লইয়া দেহ-প্রাণ শীতল করি, এই বলিয়া রোহসেনকে ক্রোড়ে করিলেন, এবং চিবুকে অঙ্গুলি

প্রদান পূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া সর্ব্বশরীর নিরীক্ষণান্তে বলিলেন রদনিকে! ঠিক্ বাপের মত হয়েছে,—

আহা! কি বা অপরূপ, সেই তনু সেইরূপ,
সেই আঁখি সেই নাক মুখ।
তেমতি মধুর-ভাষী, তেমতি মধুর হাসি,
দুখ নাশি, বিতরিছে সুখ॥
বুঝি এক ছাঁচে বিধি, তুলিয়া এ দুই নিধি,
ছোট বড় করেছে যতনে।
কিম্বা একে ছাঁচে তুলে, মনের কল্পনা খুলে,
অন্যে গড়িয়াছে মনে মনে॥
ইহারে লইয়া কোলে, আনন্দদোলায় দোলে,
হৃদয় আমার অনিবার।
যে মায়ের অঙ্গজনু, অনুমানি তার তনু,
নাহি পায় সুখ-নদী-পার॥
রূপ-সার সুকুমার, কুমার কুমার তাঁর,
গিরিজার এই অহঙ্কার।
নিরখিলে এ কুমারে, আর না বাড়িতে পারে,
গর্ব্ব তাঁর হয় ছার খার॥
তম নাশিবার তরে, তারাগণ আলো করে,
নিজ রূপে হয় গর্ব্বময়।
নিরখিয়া প্রভাকরে, লজ্জায় পলায় পরে,
তারা যেন সে তারা ই নয়॥

রদনিকা বলিল কেবল পিতার আকৃতি ও রূপ পাইয়াছে এমত নহে, বোধ করি, সুশীলতাও প্রাপ্ত হইয়াছে, এইটীকে লইয়া ই পিতা তাপিত প্রাণ শীতল করেন। বসন্তসেনা জিজ্ঞাসিলেন কেন এ রোদন করিতেছিল? রদনিকা, আর্য্যে! কেন এই দুরন্ত বালকের কথা জিজ্ঞাসা করেন? এ, যা দেখে তাই চায়, গত দিবসে প্রতিবাসি-বালকবৃন্দের সহিত তদীয় সুবর্ণ-শকটে খেলা করিয়াছিল, তাহারা

তাহা লইয়া গিয়াছে, আজি প্রভাতে উঠিয়া ই বলিল, রদনিকে! আমাকে গাড়ি আনিয়া দে, আমি খেলা করিব। আমি কি করি, ভাব বুঝিয়াও এই মৃত্তিকার শকট নির্ম্মাণ করিয়া দিলাম, কিন্তু এ কি তেমন ছেলে, কোন রূপেই লয় না, সেই কাঞ্চন-শকটের নিমিত্ত বায়না করিতেছে। বসন্তসেনা শ্রবণান্তে তাপিত হইয়া কহিতে লাগিলেন হায়! ইহাকেও কি পর-সম্পত্তি দেখিয়া সন্তাপ করিতে হইল? ক্রীড়নকের অভাবে ইহাকেও কি ক্রন্দন করিতে হইল? হা হত বিধাতঃ! পুরুষভাগ্যকে পুষ্কর-পত্র-পতিত জল তুল্য চঞ্চল করিয়া কি ক্রীড়া করিতেছ? ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত সদাশয় ব্যক্তিকে দুর্ব্বিষহ দুর্দ্দশায় মগ্ন করিয়া কি কৌতুক দেখিতেছ? মনুজগণে কখন সধন কখন অধন করিয়া কি সুখী হও? জানি না তোমার কেমন পাষাণময় হৃদয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি অবিরত ধারে বিগলিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কেঁদো না, সোনার গাড়িই পাইবে। রোহসেন হিরণ্ময় শকট লাভের আশ্বাসে ও স্নেহময় মধুর বচনে আহ্লাদিত হইয়া বসন্তসেনার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, জিজ্ঞাসিল, রদনিকে! কে এ? রদনিকা না কহিতে কহিতে, বসন্তসেনা, ঝটিতি বলিলেন, আমি তোমার পিতার দাসী। রদনিকা বলিল ইনি তোমার মা হন। রোহসেন শিরশ্চালন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, না, না, এ আমার মা নয়, তুই মিছে কথা বল্‌চিস্, যদি আমার মা হবে তবে গায়ে গয়না কেন? বসন্তসেনা শ্রবণান্তে অশ্রুমুখী হইয়া, বৎস! মুগ্ধ মুখে অতি করুণ বাণীই বলিতেছ, এই বলিয়া সমুদায় অলঙ্কার গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া কহিলেন, কেমন, বাবা! দেখ দেখি, এখন তোমার মা হইলাম? আমাকে এখন মা বলিবে ত? তুমি এই গয়নাগুলি লও, সোনার গাড়ি গড়াইয়া খেলা করিবে। রোহসেন বলিলেন, না, আমি নিব না, তুই কাঁদ্‌চিস্। বসন্তসেনা শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, না, বাবা! আমি আর কাঁদিব না, তুমি অলঙ্কারগুলি লইয়া গাড়ি গড়াও গিয়া, এই বলিয়া সমুদায় অলঙ্কারে মৃচ্ছকট পরিপূর্ণ

ভাবে থাক্, কারারুদ্ধ আর্য্যক, কারাগার ভগ্ন ও রক্ষকদিগকে হত করিয়া বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, যে যেখানে তাহাকে দেখিতে পাইবি, ধর্ ও বন্ধন করিয়া আমার সমীপে আনয়ন কর্। স্থাবরক শুনিয়া মনে মনে কহিল, আজি নগরে বড় গোলযোগ দেখিতেছি, শীঘ্র শীঘ্র উদ্যানে উপস্থিত হওয়া উচিত হইতেছে। এই বলিয়া দ্রুততর যাইতে লাগিল।

এদিকে আর্য্যক, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া অত্যন্ত ভীতভাবে রাজপথে আসিতে আসিতে দুঃখিত মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি হতভাগ্য! জ্যোতির্বিৎ সিদ্ধ পুরুষেরা আমার রাজপদ প্রাপ্তি-সম্ভাবনা কহিবাতে রাজা পালক, আত্ম পদ ভ্রংশ শঙ্কায় আমাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিল, প্রিয় সুহৃৎ শর্ব্বিলক-প্রসাদে নিরাপদে সেই বিপৎপারাবার কারাগার হইতে উদ্ধার পাইয়া, ভগ্নশৃঙ্খল মাতঙ্গের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছি, এক চরণে দৃঢ়তর নিগড় বদ্ধ রহিয়াছে দ্রুত গমনেও অক্ষম, স্থির থাকিয়া মোচিত করিতেও অবসর নাই, কি করি কোথায় যাই, কোথা গেলে রক্ষা পাই, বিনাপরাধে এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, বিধাতা কেন আমাকে সুলক্ষণ-সম্পন্ন করিলেন, কেনই বা এত যাতনা দিতেছেন, যদি কোন রাজপুরুষ বা নগররক্ষী দেখিতে পায় তবে আর নিস্তার নাই, প্রথমতঃ প্রহার, তৎপরে কারাগার, তদনন্তর পলায়নের অপরাধচ্ছলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিবে, সন্দেহ নাই। কেই বা সিদ্ধপুরুষদিগকে লক্ষণ দেখিতে বলিয়াছিল, কিই বা তাঁহারা সুলক্ষণ দেখিলেন, আমি সকলই কুলক্ষণ দেখিতেছি। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুজলে আকুল হইয়া আসিল, প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, কি অবিচার! কি নৃশংসতা! হায়! অরাজক হইয়া উঠিল, পালক রাজার সিংহাসন অধিকার করিব সিদ্ধপুরুষেরা ত এমত কহেন নাই, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে কোন অভিসন্ধি বা চক্রান্তও করি নাই, অকারণে প্রজার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার রাজার উচিত নহে, কেহ কি কাহারও অদৃষ্ট লইতে পারে?—

ভাগ্যে যদি থাকে, তবে মোর কি বা দোষ।
ভূপতি আমার প্রতি, বৃথা করে রোষ॥
মোরে কারাগারে বদ্ধ করে অকারণ।
বেঁধেছে নিগড়ে যেন বনের বারণ॥
দৈবের ঘটনা কে বা খণ্ডিবারে পারে।
তাহার উপরে শক্তি ধরে কে সংসারে॥
রাজা সকলের পূজ্য আমি কি বা ছার।
তাঁর সনে কি বা আছে বিরোধ আমার॥

এখন কিরূপে বাঁচি, কোথায় বা যাই, এই বলিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সম্মুখে এক অট্টালিকা দেখা যাইতেছে, তোরণ দ্বারও অনাবৃত রহিয়াছে, বোধ হয় উহা কোন সজ্জনের আলয়, কিন্তু ভগ্নাবস্থায় দুরবস্থা-গ্রস্ত দৃষ্ট হইতেছে,—

আহা এই নিকেতন, দেখে দুখী হয় মন,
কি ছিল এখন কি বা হয়েছে।
ভেঙ্গেছে ভাঙ্গিছে আর, বিবৃত তোরণ দ্বার,
বন-সৌধ-সম হয়ে রয়েছে॥
কবাট বৃহদাকার, মলিন শ্রীহীন আর,
ফলক শিথিল হয়ে গিয়েছে।
গৃহে জাত তরুগণ, গৃহ, গৃহস্থের মন,
একদা বিদীর্ণ করে দিয়েছে॥
অনুমানি গৃহপতি, দীন হীন হয়ে অতি,
মোর মত ঘোর দায়ে পড়েছে।
দেখিবার বাসনায়, বুঝি বিধি দুজনায়,
সমান কপাল দিয়া গড়েছে॥

যাহা হউক, রাজপথে এ ভাবে থাকিলে অথবা গমন করিলে ক্ষণ কালের নিমিত্তেও জীবনাশা নাই, অতএব আপাততঃ এই ভবনেই প্রবেশ করি। যদি গৃহপতি ভূপতির পক্ষপাতী না হয়, আমার

প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার না করে, রক্ষা পাইবারও সম্ভাবনা; আর কপালে যন্ত্রণা থাকে, অদৃষ্টে মৃত্যু থাকে, বিধি বাম হইয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন বন্ধনঘটনা অবশ্য ই ঘটিবে, মনে মনে এই স্থির করিয়া সশঙ্ক নয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে আলয়ের দিকে আসিতে লাগিলেন।

এ দিকে বর্দ্ধমানক প্রত্যাগত হইয়া বৃক্ষবাটিকার দ্বারে প্রবহণ রাখিল। আর্য্যক দেখিয়া কহিলেন, আহা! নিলয়ের দ্বারে প্রবহণও একটী উপস্থিত হইল। উহা কি বন্ধু জনের প্রবহণ? না, ওখানে বিষমশীল জন-সমাগম দৃষ্ট হইতেছে না? তবে কি বধূজনের যান? তদ্‌গমনার্থ আনীত হইল? অথবা অন্য কোন স্থানে লইয়া যাইবেক, যাহা হউক, প্রবহণ টী প্রধানজন-স্বামিক বোধ হইতেছে, এবং এই স্থান বিবিক্তও দেখিতেছি, বুঝি বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার এই বিপৎসাগরের পোতস্বরূপ উপস্থিত করিয়া দিলেন। এখানে বর্দ্ধমানক বসন্তসেনার সন্নিধানে সমাচার দিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার রদনিকাকে আহ্বান করিতে লাগিল। আর্য্যক শুনিয়া, ইহা নারীজনের প্রবহণ, স্থানান্তরেও যাইবে, ভাল, ইহাতেই আপাততঃ অধিরোহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করি, পশ্চাৎ কপালে যা থাকে হইবেক। এই বলিয়া ঈশ্বর গমনে প্রবহণের পশ্চাদ্ ভাগে উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমানক আর্য্যকের চরণস্থ নিগড়-ধ্বনি শুনিয়া মনে মনে কহিল নূপুর-শিঞ্জিত শুনা যাইতেছে, বোধ হয় আর্য্যা বসন্তসেনা আসিলেন। যাহা হউক, প্রভুর প্রেয়সীর প্রতি নেত্রপাত করা উচিত নহে, এই ভাবে থাকিয়া ই বক্তব্য নিবেদন করি। এই স্থির করিয়া কহিল আর্য্যে! বলীবর্দ্দেরা বড় দুরন্ত, বিশেষতঃ নাসিকায় রজ্জু দেওয়াতে অধিকতর উত্ত্যক্ত হইয়াছে, অতএব আপনি পশ্চাদ্ভাগ দিয়াই আরোহণ করুন। আর্য্যক সঙ্কুচিত পদ সঞ্চারে প্রবহণে প্রবেশ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আপাততঃ বাঁচিলাম। বর্দ্ধমানক ভাবিল, আর নূপুরশব্দ শুনা যাইতেছে না, প্রবহণও ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছে, অনুমান করি আর্য্যা আরোহণ করিয়াছেন,

তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করিয়া বৃষদিগের উপরে কশাঘাত করিল, প্রবহণ প্রস্থিত হইল। আর্য্যক প্রবহণমধ্যে রহিলেন।

এমত সময়ে নগররক্ষাধিকৃত বীরক, দ্রুত পদে রাজবর্ত্মে উপস্থিত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, অরে রে, জয়, জয়-মান, মঙ্গল, পুষ্পভদ্র প্রভৃতি নগর-রক্ষিগণ! করিস্ কি, দেখিস্ কি, নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছিস্? এদিকে যে সর্ব্বনাশ হইল, ধন প্রাণ একেবারে গেল, একবার চক্ষু মিলিয়া দেখিলি না! আজি কাহার কপালে কি আছে, কাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারি-তেছিস্ না, নগর রক্ষার ভার পাইয়া রক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক নাই, সর্ব্বদা মত্তভাবেই আছিস্, আমার সর্ব্বনাশ করিলি, প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠিলি, এবং রাজার রাজ্য ছার খার করিলি, কারারুদ্ধ আর্য্যক কারা-গার ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিল, কেহ দেখিতেও পাইলি না! নগরের প্রতিপল্লীতে সকল স্থানেই প্রহরীরা দিবারাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহার মধ্যে চক্ষে ধূলা দিয়া কোন্ দিকে, কোন্ পথে, কোন্ সময়ে, কেমন করিয়া পলাইল কেহই ধরিতে পারিলি না, আর মাথা মুণ্ড কি কহিব, আমাদের কপালে যাহা থাকুক, তাহার এই কারাভেদ করায় রাজার হৃদয়ভেদ করা হইয়াছে! আর দেখিস্ কি! এখনও উপায় কর্। অরে জয়! তুই পূর্ব্বাংশের দ্বারে, জয়মান! তুই পশ্চিম দিকে, মঙ্গল! তুই দক্ষিণ ভাগে, এবং পুষ্পভদ্র! তুই উত্তর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়া, এবং সতর্ক থাকিয়া অনুসন্ধান কর্, বোধ হয় এখনও সেই গোয়ালা বেটা নগরের বাহিরে পলাইতে পারে নাই, পুরমধ্যে কোন না কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে, সন্দেহ নাই। দেখিস্, কপট বেশে কেহ যেন পুরীর বাহিরে না যায়; বিদেশী, ব্যবসায়ী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ, জৈন, কাপালিক, ভাট, দৈবজ্ঞ, বৈরাগী, এবং ফকীর প্রভৃতি লোকেরা আজি যেন নগরের বহির্ভূত না হয়। বিনা আদেশে যদি কেহ যায়, তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া আমাকে জানাইবি, আমি চন্দনককে সঙ্গে লইয়া প্রাকারখণ্ডের উপরি আরোহণ পূর্ব্বক

চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে থাকি। এই বলিয়া চন্দনককে আহ্বান করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে চন্দনক দ্রুতবেগে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, অরে রে, বীরক, বিশল্য, ভীমাঙ্গদ, দণ্ডকাল, দণ্ডশূর প্রভৃতি রক্ষিগণ! কি করিতেছিস্! শীঘ্র আসিয়া অন্বেষণ কর্, কোন্ পথ দিয়া গোপাল-দারক পলাইতেছে, আর রাজলক্ষ্মী যাহাতে অন্যের হস্তগতা না হয় বিশেষ রূপে যত্ন কর্, এবং উদ্যানে, সভায়, গুপ্তপথে, নগরের ভিতরে, আপণে, ঘোষে এবং যে যে স্থানে সন্দেহ জন্মে, সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখ্। অরে বীরক! কি দেখিতেছিস্! উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাক্, কোন্ ব্যক্তি আপন মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া আর্য্যককে হরণ করিল। রবিগ্রহ কাহার অষ্টম, চন্দ্র কাহার তুরীয়! ভার্গব কাহার ষষ্ঠ, ভূমিসুত কাহার পঞ্চম, জীব কাহার জন্মষষ্ঠ এবং সুরসুত কাহার নবম হইয়াছে! যে এই চন্দনক জীবিত থাকিতে কাহার ঈদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল।

এই কালে প্রবহণাধিরূঢ় বর্দ্ধমানক সম্মুখবর্ত্তী রাজবর্ত্মে আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দনক দেখিয়া কহিল অরে রে, দেখ্ দেখ্ আবরণাবৃত প্রবহণ যাইতেছে, জিজ্ঞাসা কর, কাহার প্রবহণ কোথায় যায়। বীরক কতিপয় পদ গমন করিয়া জিজ্ঞাসিল, অরে প্রবহণ-বাহক! প্রবহণ রাখ্, কাহার প্রবহণ, কে ইহাতে আছে, কোথায় বা যাইবি! বর্দ্ধমানক বলিল, আর্য্য চারুদত্তের প্রবহণ, আর্য্যা বসন্তসেনা আরূঢ় আছেন, পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে সেই মহাত্মার সমীপে যাইতেছেন। বীরক চন্দনকের নিকটে আসিয়া প্রবহণের পরিচয় বর্ণন করিল। চন্দনক শুনিয়া বলিল যাইতে অনুমতি দাও। বীরক বলিল প্রবহণ না দেখিয়া ই যাইতে দিব, চন্দনক বলিল হাঁ, নিঃসন্দেহে। বীরক বলিল কাহার প্রত্যয়ে তদন্ত না করিয়া ছাড়িয়া দিব? চন্দনক কহিল আর্য্য চারুদত্তের। বীরক বলিল কে সেই চারুদত্ত, আর বসন্তসেনাই বা কে? চন্দনক বলিল অরে! তুই আর্য্য চারুদত্তকে ও আর্য্যা বসন্ত-

সেনাকে জানিস্ না? যদি তাঁহাদিগকে না জানিস্ তবে গগনের চন্দ্র ও চন্দ্রিকাকেও জানিস্ না,—

শীলতায় শশিসম, গুণে সরসিজোপম,
কে তাঁরে না জানে চরাচরে।
রত্নসম গুণাধার, তিনি একা কর্ণধার,
বিপন্নের বিপদ্ সাগরে॥
চারুদত্ত গুণমণি, সাধু-গণ-শিরোমণি,
মানী, মানি, মানে মানিগণে।
সে বসন্তসেনা ধনী, রমণীর চূড়ামণি,
এ নগরে পূজ্য তুই জনে॥

বীরক ঈষৎহাস্য করিয়া বলিল, অরে চন্দনক!—

জানি সেই চারুদত্তে জানি যে বা তিনি।
সে বসন্তসেনাকেও ভাল মতে চিনি॥
কিন্তু যদি রাজকার্য্য উপস্থিত হয়।
পিতাকেও আমি নাহি চিনি সে সময়॥

আর্য্যক প্রবহণেই আছেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই বীরক আমার পূর্ব্ব বৈরী, এই চন্দনক আমার পূর্ব্ব বন্ধু। সম্প্রতি—

যদিও একই কার্য্যে নিযুক্ত দুজনে।
তথাচ উভয়ে তুল্য নহে বিচারণে॥
অনল পরম শুচি হেন আর নাই।
অশুচিরে শুচি করে শুচি নাম তাই॥
কিন্তু বিবাহের বহ্নি চিতার অনল।
দুয়েরি দাহন শক্তি সদা সম বল॥
তবু বিবাহের বহ্নি দেবতা বাখানে।
দ্বিতীয়েরে ঘৃণা করে অপবিত্র জ্ঞানে॥

চন্দনক সক্রোধ মনে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল বীরক! জানিলাম তুই বড় সন্দিগ্ধচিত্ত; রাজার বিশ্বাসী সেনাপতি, এই আমি প্রবহণের বৃষদিগকে ধরিতেছি, দেখ্ এসে। বীরক বলিল না, না, তুইও

রাজার প্রত্যয়ী বলপতি, তা তুইই দেখিয়া আয়্। চন্দনক বলিল আমি দেখিলে তোর দেখা হইবে? বীরক বলিল আমার কেন? তুই দেখিলে রাজা পালকেরও দেখা হইবে। চন্দনক প্রবহণের নিকটস্থ হইয়া বলিল, ওরে! প্রবহণ রাখ্। বর্দ্ধমানক বলীবর্দ্দের রশ্মি সংযত করিল।

আর্য্যক প্রবহণে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন হায়! রাজপুরুষেরা এই বার আমাকে দেখিল, কি করি, সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নাই। এই রূপ চিন্তা করিতেকরিতে সজলনয়ন ও কম্পিতকলেবর হইয়া কহিতে লাগিলেন, আর আমার নিস্তার নাই, নিতান্ত হতভাগ্য আমি; ধীবরেরা চতুর্দ্দিকে জাল বেষ্টন করিলে মধ্যস্থিত মীন যেমন নিরুপায় হয়, কাল ভুজঙ্গ প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইলে পিঞ্জরস্থ বিহঙ্গ যেমন আকুল হয়, আমিও সেইরূপ হইতেছি। কি করি, নিঃসহায় স্থান, প্রবহণপিঞ্জরে অবস্থিত, রাজপক্ষ বিপক্ষেরাও চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এইবার বিপাকে পড়িয়া প্রাণ গেল, মাতা পিতা বনিতার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না, বন্ধু বান্ধবদিগকে আর দেখিতে পাইলাম না, এবং প্রিয় সুহৃৎ শর্ব্বিলকও এই বিপদ্ জানিতে পারিলেন না। হায়! এতই কি মহাপাতক করিয়াছিলাম? কি দুর্ভাগ্য! যদি দুষ্কর্ম্ম করিয়া এই দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করিতে হইত, তথাচ চিত্তকে প্রবোধ দিবার কথা ছিল, বিনা দোষে দূষিত হইয়া প্রাণ হারাইতে হইল, এবম্প্রকার নানা দুঃখোক্তি করিয়া পরিশেষে ভাবিলেন, বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াও কাপুরুষের কর্ম্ম। যদিও অস্ত্র শস্ত্র নাই, বাহুযুদ্ধ করিয়া ভীমের ন্যায় কার্য্য করিব, ভুজ-দ্বয়ই শস্ত্র হইবে, বরং সংগ্রামে তনুত্যাগ হয় তাহাও শ্রেয়ঃ ধৃত হইয়া বন্ধন-নিবন্ধন যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিব না। পুনর্ব্বার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলেন অসহায় স্থান, সহসা সাহস করাও বিধেয় নহে, এ সময় সাহসের সময় নয়, ভাল, দেখি কি পর্য্যন্ত হইয়া উঠে।

এদিকে চন্দনক অবলোকনার্থ প্রবহণে আরোহণ করিল। আর্য্যক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে কাতর বচনে বলিলেন, আর্য্য! আমি

শরণাগত, বিপদাপন্নে জীবন দান করুন। চন্দনক বিশেষরূপে অবলোকন না করিয়াই, শ্রবণমাত্র কহিল শরণাগতের কোন শঙ্কা নাই। আর্য্যক বলিলেন,—

যে জন শরণাগতকে ত্যজে।
জয়লক্ষ্মী তারে নাহিক ভজে॥
ঘৃণা করে তারে সকল জন।
ত্যজে প্রিয় সখা স্বজনগণ॥
জান কোন দোষ নাহিক মোর।
তবু আছি বাঁধা হইয়া চোর॥
তাই বলি, দিলে অভয় দান।
এই ভিক্ষা চাই রাখ হে প্রাণ॥

চন্দনক দেখিয়া চকিতভাবে ভাবিতে লাগিল, হায়! এ কি, আর্য্যক যে! শ্যেন-বিত্রাসিত পতত্রী শাকুনিক-হস্তে পতিত হইল! করি কি! এ ব্যক্তি নিরপরাধী, শরণাগতও হইল, আর্য্য চারুদত্তের প্রবহণে আরূঢ় এবং ইনি আমার প্রাণপ্রদ মিত্র শর্ব্বিলকের পরম বন্ধু, পক্ষান্তরে রাজনিয়োগ, উপায় কি! অথবা যাহাই হউক অগ্রেই অভয় দান করিয়াছি,—

ভীত জনে যে বা করে অভয় প্রদান।
পর উপকারী কে বা তাহার সমান॥
যদিও বিনাশ হয় সেই ঘটনায়।
তবু তাহা গুণ বলি, লোকে যশ গায়॥

এই ভাবিতে ভাবিতে প্রবহণ হইতে অবরোহণ করিয়া সহসা কহিল অরে! আর্য্যকে,—এই অর্দ্ধোক্তিমাত্র করিয়া, পুনর্ব্বার সশঙ্ক ভাবে বলিল, আর্য্যাকে দেখিলাম, বসন্তসেনা আরূঢ় আছেন, কহিলেন আমি রমণী, মহাত্মা চারুদত্তের সমীপে গমন করিতেছি। রাজপথে অবলার অপমান করা কি উচিত হইল? বীরক বলিল, চন্দনক! তোমার কথায় আমার বড় সন্দেহ জন্মিল, প্রবহণ হইতে অবতরণানন্তর তোমাকে চিন্তিতের ন্যায় দেখিলাম, তুমি প্রথমে কহিলে,

আর্য্যকে, পশ্চাৎ ঘর্ঘর কণ্ঠে বলিলে, আর্য্যা বসন্তসেনাকে দেখিলাম, এ কথায় আমার প্রত্যয় হয় না। চন্দনক বলিল, কেন? কিসে তোমার সংশয় বা অবিশ্বাস জন্মিল? আমরা দাক্ষিণাত্যবাসী অব্যক্তভাষী, খস, চল, হূণ, প্রভৃতি দেশভাষা অবগত আছি, নানা প্রণালীতেই কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকি, কখন আর্য্য বলি, কখন বা আর্য্যা বলি, তাহাতে দোষ কি? ইহা ত শব্দবিচারের স্থল নয়। স্ত্রী, পুং, নপুং-সক ভেদে কথোপকথন নিতান্তই অগ্রাহ্য। বীরক বলিল আচ্ছা, আমিও প্রবহণ অবলোকন করিব, রাজার আদেশ পালন করা আমা-রও কর্ত্তব্য, আমি নৃপতির বিশ্বাসী ব্যক্তি। চন্দনক কিঞ্চিৎ ক্রোধ করিয়া বলিল, তবে কি আমি রাজার অপ্রত্যয়ের পাত্র হইলাম? বীরক বলিল আমি তাহা বলি না, কিন্তু আমিও স্বামি-নিয়োগ পালন করিতে চাই, তাহাতে তোমার আপত্তি কেন? চন্দনক উত্তর দিতে বা বীরককে ক্ষান্ত রাখিতে না পারিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, বড় বিপদে পড়িলাম, এ বেটা কথায় ভুলে না, করি কি? প্রবহণে বসন্তসেনা আছেন বলিয়াছি, এখনি তাহা মিথ্যা হইবে, যে আর্য্যকের নিমিত্ত নগরে এত গোলযোগ উপস্থিত, তাহাকেও গোপন রাখিতে ছিলাম, ইহাও আমার পক্ষে সহজ নহে। আর্য্যক ধৃত হইলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত সম্ভাবনা, বিশেষতঃ আর্য্য চারুদত্তের প্রবহণে আরো-হণ করিয়া পলাইতেছিলেন, সুতরাং সেই মহাত্মাও দণ্ডার্হ হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব সকল দিকেই ঘোর দায় দেখিতেছি। ক্ষণ-কাল চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিল, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ," সহসাই কেন শিথিলপ্রযত্ন হইব? না হয় কর্ণাট-কলহ-প্রয়োগের ন্যায় আচরণ করি। এই স্থির করিয়া বলিল, অরে বীরক! আমি চন্দনক, রাজার বলপতি, আমি যাহার তদন্ত করিলাম, তুই তাহা পুনরায় অবলোকন করিবি? কে তুই? বীরক বলিল আমি রাজার প্রধান সেনাপতি, তুই কে? চন্দনক বলিল, আমি পূজ্য ও সকলের মান্য, তুই আপনার জাতির ঠিকানা কর্। বীরক বলিল আমার জাতির দোষ কি? চন্দনক বলিল কে বলিবে, কাহার এত দায়,

অথবা আর বলিয়া কাজ নাই, আমি কাহাকেও লজ্জা দিতে চাই না; কপিত্থ ফল ভাঙ্গিয়া কি ফল, ঢাকা থাকাই ভাল। বীরক কুপিত ভাবে কহিল, অরে চন্দনক! তুই বড় মান্য ও ভদ্র লোক, তাহা আমার জানা আছে, তুই কি আপনার জাতির কথা ভাবিস্ না?

জাতি বড় ভাল তোর জানি রে বর্ব্বর।
পটহ জনক তব ডিণ্ডিম সোদর ॥
ভেরী তোর মাতা আর দামামা ভগিনী।
আদি অন্ত জানা আছে, সবাকেই চিনি ॥
ঘরে খেতে নাই তোর বাহিরে বড়াই।
বাহিরে দোলাও কোঁছা ঘরে কানি নাই ॥
এখানে হয়েছ এসে রাজার সেনানী।
আতপ না সহে অঙ্গে ধরাও আড়ানি ॥

চন্দনক অধিকতর কুপিত হইয়া কহিল কি পাপিষ্ঠ! আমি চন্দনক, তুই আমাকে চর্ম্মকার বলিলি, আচ্ছা! তার ফল পাবি, এখন দেখ্, প্রবহণে কি দেখিবি দেখ্ এসে। বীরক চন্দনকের কথায় উত্তর না দিয়া কহিল অরে বাহক! প্রবহণ ফিরা, আমি অবশ্য দেখিব।

আর্য্যক শুনিয়া ভীত ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া মনে মনে কহিল, এই বার প্রবলতর অরাতির হস্তে পড়িলাম, আর আমার রক্ষা নাই, এ ব্যক্তিকে স্বভাবত ই অবিনয়ী দেখিতেছি, বিশেষতঃ ক্রোধান্ধ হইয়াছে, ইহার কাছে কিছুতে ই কিছু হইবে না। এইরূপ ভাবনায় তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, মুখ মলিন হইয়া উঠিল, এবং নেত্রদ্বয় অশ্রুনীরে পরিপ্লুত হইল। অনন্তর বর্দ্ধমানক প্রবহণ ফিরাইলে, বীরক যেমন আরোহণে উদ্যত হইল, চন্দনক সহসা কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে অধঃপাতিত করিয়া পদাঘাত করিতে লাগিল। বীরক ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া, উঠিয়া কহিল, কি! আমি প্রধান সেনাপতি, রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিতেছিলাম, তুই আমার অপমান করিলি! আচ্ছা রে আচ্ছা, থাক্ থাক্, যদি অধিকরণ-মণ্ডপে তোর শরীর শত শত খণ্ড করিয়া না কাটাই, তবে আমি বীরক ই নই। চন্দ-

নক বলিল, যা কুকুর যা, অধিকরণেই হউক, আর রাজভবনেই হউক, যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যা, আমি তোরে ভয় করি না। বীরক, আচ্ছা, টের পাবি। এই বলিয়া ধর্ম্মাধিকরণোদ্দেশে প্রস্থান করিল।

বর্দ্ধমানক এই ঘোরতর বিবাদ দেখিয়া হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া রহিল, কি নিমিত্ত বিরোধ, বৃত্তান্ত কি, কিছুই বুঝিতে পারিল না। চন্দনক কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিল, "ওরে প্রবহণবাহক? এখন যা, যদি কেহ জিজ্ঞাসা বা আটক্ করে, কহিবি, চন্দনক ও বীরক, প্রবহণ তদন্ত করিয়া আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। আর্য্যে বসন্তসেনে! এই অভিজ্ঞান তোমাকে দিতেছি গ্রহণ কর, আর অধিক কি বলিব, চন্দনককে স্মরণে রাখিও, ফলতঃ স্নেহবশতঃই এই কথা কহিলাম, লোভাকৃষ্ট চিত্তে বলিতেছি এরূপ বিবেচনা করিবে না। এই বলিয়া আর্য্যকের হস্তে স্বকীয় তরবারি প্রদান করিল। আর্য্যক শস্ত্র গ্রহণ করিয়া সহর্ষ মনে কহিতে লাগিল, আহা! খড়্গ পাইলাম, দক্ষিণ বাহুও আমার স্পন্দিত হইতেছে, সকল সুলক্ষণ দেখিতেছি, বোধ হয় রক্ষা পাইলাম।—

এই চন্দনক, হইয়া অন্তক,
আমারে খুঁজিতেছিল,
রাজকর্ম্ম-চারী, রাজহিতকারী,
এই ভয় মনে ছিল॥
অনল সমান, যারে ছিল জ্ঞান,
সে হলো শীতল মণি।
স্বগুণে সুশীল, শীতল করিল,
বাঁচাইল গুণমণি॥
চন্দনক সহ, বীরক, দুঃসহ-
খর বিষধর ছিল।
খাইত আমারে, মন্ত্রবলে তারে,
দূরে দূর করে দিল॥

পরে কহিলেন, হে সদাশয়! হে মহোপকারিন্ মহাভাগ!

আপনি অকারণ-মিত্র, অনুকম্পাপ্রকাশপূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করিলেন, ঈদৃশ অতুল্য উপকারী বন্ধুকে কেহ কি কখন বিস্মৃত হইতে পারে? আপনি আমার চির-স্মরণীয় হইলেন, যদি সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য বিতথ না হয়, বাসনানুরূপ ব্যবহার করিয়া কৃতকৃত্য হইব, এইক্ষণ অধিক বলায় বাচালতা ও নীচতা মাত্র। চন্দনক বলিল জগন্মাতা দেবী যেমন শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করিয়া ত্রিলোকের ভয় ভঞ্জন করিয়াছেন, হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতারা শত্রু বিনাশ করিয়া আপনাকেও তদ্রূপ অভয় প্রদান করুন। এইক্ষণ আমি বিদায় হই, আপনকারও পথমধ্যে বিলম্ব করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া প্রস্থান করিল। বর্দ্ধমানক প্রবহণ লইয়া পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে চলিল। চন্দনক বিদায় হইয়া যাইতে যাইতে, " প্রধান দণ্ডধারক রাজপ্রত্যয়ী বীরকের সহিত বিরোধ করিলাম, আর আমার এখানে থাকা উচিত নহে, পুত্র ভ্রাতৃ প্রভৃতি পরিবারে পরিবৃত হইয়া শর্ব্বিলক প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গের আশ্রয় সমাশ্রয় করাই উচিত হইতেছে। এই বলিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

সপ্তম অঙ্ক।

এখানে চারুদত্ত নিজ পুষ্প-করণ্ডক উদ্যানে প্রিয়-মিত্র মৈত্রেয়ের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। মৈত্রেয় তাঁহাকে অন্যমনা দেখিয়া অনন্যমনা করিবার নিমিত্ত কহিলেন, বয়স্য! দেখ দেখ, উদ্যান কি মনোহর স্থান! আহা! ফল ফুল পল্লবে তরুগণের পরম রমণীয় সুষমা হইয়াছে, ছায়াতরুর ছায়ায় তলভূমি সুশীতল রহিয়াছে, ও সশীকর সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দমন্দ সঞ্চারে চারি দিক্ আমোদিত করিতেছে। সার্থবাহ সাদর নয়নে অবলোকন করিয়া কহিলেন, সখে! সত্য বলিয়াছ!—

তরুগণ বণিকের মত যেন শোভিছে।
পণ্য সম পুষ্প সব যেন মন লোভিছে॥
মধুকর পুরুষেরা ফুলে ফুলে বুলিছে।
গুণগুণ গুঞ্জরিয়া যেন তোলা তুলিছে॥

মৈত্রেয় বলিলেন, বয়স্য! এই অসংস্কার-রমণীয় শিলাতলে উপবেশন করুন। চারুদত্ত আসীন হইয়া কহিলেন, বয়স্য! বর্দ্ধমানক এখনও কেন আসিতেছে না? মৈত্রেয় বলিলেন, আমি আসিবার কালে সেই দাসী-পুত্রকে কহিয়া আসিয়াছিলাম, বসন্তসেনাকে প্রবহণে লইয়া অবিলম্বে উদ্যানে যাইবে। চারুদত্ত বলিলেন, তথাচ কেন বিলম্ব করিতেছে, তাহার সম্মুখে কি কোন মৃদুগামী যান পথরোধ করিয়াছে? না কি চক্র ভগ্ন হওয়াতে পরিবর্ত্তন করিতেছে? অথবা প্রগ্রহ ছিন্ন হওয়াতে তৎযোজনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে? কিম্বা মন্থর গতিতে বলীবর্দ্দদিগকে বিশ্রাম দিয়া আনিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারি না। এইরূপ নানা বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে বর্দ্ধমানক প্রবহণ লইয়া উদ্যানের দ্বারে উপস্থিত হইল। আর্য্যক প্রবহণেই আছেন, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

রাজপথে হেরি রাজ-কর্ম্মচারিগণে।
বদনে বসন ঢাকি থাকি ভীত মনে॥
ধরিল ধরিল জ্ঞান সদাই অন্তরে।
দ্রুতগামি-নরে হেরে ভেবে মরি ডরে॥
পায়ে বেড়ী চলিতে না পারি দ্রুতগতি।
তরিব এ দুখ-সিন্ধু ছিল না সঙ্গতি॥
প্রতিকূল ছিল বিধি হলো অনুকূল।
অকূলে আকুলে দিল অতুল এ কূল॥
না কহিয়া উঠিলাম সজ্জনের যানে।
ভাবিনু যা হয় শেষে ক্ষণ বাঁচি প্রাণে॥
যেমন কোকিল-শিশু, কাকের বাসায়।
বায়সীর স্নেহ রসে প্রাণে রক্ষা পায়॥

সেই মত আজি রক্ষা হইল আমার।
ছাড়াইয়া আসিয়াছি যমের আগার॥

নগর হইতে বহু দূরে উপস্থিত হইয়াছি, এখন কি অবরোহণ করিয়া পার্শ্বস্থ বৃক্ষবাটিকা-গহনে প্রবেশ করিব? না কি সেই প্রবহণ-স্বামিকে দর্শন করিয়া যাইব? অথবা গহন প্রবেশে ফল কি? শুনিয়াছি আর্য্য চারুদত্ত অতিশয় দয়ালু ও অনাথ-বৎসল, অতএব অগ্রে তাঁহাকেই দর্শন করিয়া নয়নযুগল সফল করি, আমি এই ব্যসনার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইলাম. দেখিয়া অবশ্যই সেই সদাশয় আনন্দ-সন্দোহ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই, আর আমার ঈদৃশ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত শরীর কেবল সেই মহানুভাবের গুণপ্রভাবে রক্ষিত হইল বলিতে হইবে। অতএব এতাদৃশ শুভকর শুভদর্শন মহাশয়ের শুভ দর্শন না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করা কদাচ শুভকর নহে।

বর্দ্ধমানক বহির্দ্বারে প্রবহণ রাখিয়া মৈত্রেয়কে আহ্বান করিল। মৈত্রেয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! বর্দ্ধমানকের স্বর-সংযোগের ন্যায় শুনিতেছি, আর ভাবনা নাই, বসন্তসেনা আসিলেন। এই বলিয়া দ্রুত পদে দ্বারদেশে আগমন করিলেন। চারুদত্ত স্থির থাকিতে না পারিয়া সহর্ষ মনে তদনুবর্ত্তী হইলেন। মৈত্রেয় বর্দ্ধমানকের নিকটে উপস্থিত হইয়া সরোষ চিত্তে কহিলেন, অরে মূর্খ! তোর এত বিলম্ব কেন? পাগলের কাছে থাকিয়া আমাকেও যে পাগল হইতে হইয়াছে, বসন্তসেনা বসন্তসেনা করিয়া প্রাণান্ত করিলেন, অবোধকে প্রবোধ দিয়া রাখা যে যায় না, তা কি তুই বুঝিস্ না? বর্দ্ধমানক বলিল, মহাশয়! কোপ করিবেন না, ভবনে যানাস্তরণ বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছিলাম তাহাতেই গমনাগমনে বিলম্ব হইয়াছে। চারুদত্ত আগমনান্তে বর্দ্ধমানককে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মৈত্রেয়কে কহিলেন, বয়স্য! তুমি বসন্তসেনাকে অবরোহণ করাও। মৈত্রেয় বলিলেন, তাঁহার পাদপদ্ম কি নিগড়-বদ্ধ আছে, যে স্বয়ং নামিতে পারিবেন না? অনন্তর প্রবহণে আরোহণ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, প্রিয় সখে! বসন্তসেনা নয়, প্রবহণে যে বসন্তসেন দেখিতেছি। চারুদত্ত ব্যাকুল

ভাবে কহিলেন, সখে ! এ পরিহাসের সময় নয়, স্নেহ আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব সহিতে পারে না, অথবা আপনিই যাইয়া প্রিয়তমাকে অবতারিত করি। এই বলিয়া শকটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আর্য্যক দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, আহা ! এই মহাত্মাই প্রবহণস্বামী, ইনি কেবল শ্রুতিরমণীয় নহেন, দৃষ্টিরমণীয়ও দৃষ্ট হইতেছেন। যাহা হউক, আমার অদৃষ্ট ভাল, রক্ষা পাইলাম, ঈদৃশ আকৃতিবিশেষ কখন অবিনয়-ভাজন হয় না। চারুদত্ত প্রবহণে আরোহণ করিয়া দর্শনান্তে মনে মনে কহিলেন, একি, কে ইনি ? ইহাঁর আকার দেখিয়া সামান্য জন জ্ঞান হইতেছে না।—

বাহু যেন করিকর, অংস অতি স্থূলতর,
কেশরীর অংসের সমান।
বক্ষ অতি পৃথুতর, আঁখি লোল নিরন্তর,
ঈষদ্ লোহিত ভাসমান ॥
কিন্তু দেখি চমৎকার, যে জন এমন, তার,
হেন দশা কেন ঘটিয়াছে।
বেড়ী আছে এক পায়, ভীত ভীত দেখা যায়,
মুখশশী শুকায়ে গিয়াছে ॥

অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে ? আর্য্যক বলিলেন, শরণাগত গোপাল-দারক আর্য্যক আমি। চারুদত্ত বলিলেন, ঘোষ হইতে আনয়ন করিয়া রাজা পালক আপনাকেই কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন? আর্য্যক বলিলেন, হাঁ মহাশয় ! সেই হতভাগ্যই আমি। চারুদত্ত বলিলেন, আজি আমার বড় সৌভাগ্য, বিধাতাই আপনাকে মিলাইয়া দিলেন, শ্রবণাঞ্জলিপুটে গুণামৃত পান করিয়াছিলাম, অদ্য দর্শন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইল। যাহা হউক, যদি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, ভবাদৃশ শরণাগতকে কদাচ পরিত্যাগ করিব না, কিন্তু কি ঘটনায় কারাহইতে বহির্গমন ও এই প্রবহণে আরোহণ করিলেন, শুনিতে বাসনা হয়, যদি কোন বাধা না থাকে কহিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলে সন্তুষ্ট হই। আর্য্যক মধুরালাপে বিশ্বস্ত হইয়া

আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। চারুদত্ত বলিলেন, যেরূপেই হউক, আমার দ্বারা বা অন্য কাহার দ্বারা এই স্থানে অপকার শঙ্কা নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করুন। আর্য্যক হর্ষ-বিকসিত লোচনে চারুদত্তের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, অবনীমণ্ডলে ঈদৃশ পুরুষরত্ন পূর্ব্বে আর নয়নগোচর করি নাই। আমি কালের করাল কবলে পতিত হইতেছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে তাহা না হইয়া এই অচিন্তনীয় দুর্লভ মিত্ররত্ন লাভ হইল। চারুদত্ত বলিলেন, বর্দ্ধমানক! এই মহাত্মার চরণ হইতে নিগড় অপনয়ন কর। বর্দ্ধমানক নিদেশানুবর্ত্তী হইল। আর্য্যক বলিলেন, হে সদাশয়, হে দয়াময়! লৌহময় নিগড় ঘুচাইলেন, কিন্তু তদপেক্ষা দৃঢ়তর স্নেহময় নিগড়ে আমাকে বদ্ধ করিলেন, সন্দেহ নাই।

মৈত্রেয় বলিলেন, নিগড় অপনীত হইল, ইনিও বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেন, কিন্তু আমরা এই ক্ষণ ঐ নিগড়ে বদ্ধ হইলাম। চারু-দত্ত বলিলেন, আঃ! পাগলের মত কি প্রলাপ করিতেছ? আর্য্যক বলিলেন, আর্য্য সার্থবাহ! আমি অনন্যগতি হইয়া পরিচিতের ন্যায় ভবদীয় যানে আরোহণ করিয়াছি, অনুকম্পা করিয়া তদপরাধ মার্জনা করিবেন। চারুদত্ত বলিলেন, সখে আর্য্যক! আমি আপনকার এই স্বয়ংগ্রাহ-প্রণয়ে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ও অলঙ্কৃত জ্ঞান করিলাম, তজ্জন্য কোন দোষশঙ্কা করিবেন না।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মধুরালাপ হইল। আর্য্যক বলিলেন, প্রিয়বন্ধো! আমার এই কারাবন্ধন ঘটনায় পিতা মাতা বন্ধুগণ অত্যন্ত দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত আছেন, যদি অনুমতি করেন ভবনে গিয়া তাঁহা-দিগকে সুস্থ করি। চারুদত্ত আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক সম্মত হইলেন। আর্য্যক পুনর্ব্বার কহিলেন, তবে প্রবহণ হইতে অবরোহণ করি? চারুদত্ত বলিলেন, না, তাহা করিবেন না, আপনকার চরণ দীর্ঘ-কাল দুর্ব্বহ নিগড়ে বদ্ধ থাকায়, বোধ হয়, বিহরণ বিষয়ে অপটু হইয়া থাকিবে, সুতরাং দ্রুত পদে গমন করিতে পারিবেন না, অতএব প্রব-হণেই গমন করা উচিত হইতেছে। বিশেষতঃ এই প্রদেশে সর্ব্বদা

সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের তর্গি বিধি আছে, প্রবহণে গমন করিলে অধিক বিশ্বাসের আধার হইবে। আর্য্যক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন হে পর-হিতৈষিন্ প্রিয়বন্ধো! বসুন্ধরায় ভবাদৃশ দয়াসিন্ধু আর নাই। হে পুরুষনিধান! সৎপুরুষেরা স্বার্থবিঘাতেও কদাপি পরোপকার-ব্রত পরিত্যাগ করেন না, আপনি ভিন্ন এমত অলোক-সামান্য সুমধুর বাণী কে কহিতে পারে? আমি এই উপকারে চরিতার্থ ও চিরক্রীত হইলাম। চারুদত্ত বলিলেন, সে যাহা হউক, এইক্ষণ—

নিরাপদে বন্ধুগণে, তুষ গিয়া নিকেতনে,

আর্য্যক কহিলেন— তবতুল্য বন্ধু কে বা আর।

চারুদত্ত বলিলেন—এই অভিলাষ মনে, ভুলো না এ অকিঞ্চনে,

আর্য্যক কহিলেন— আত্মা কি কখন ভুলিবার?

চারুদত্ত বলিলেন—পথ মাঝে রক্ষা তব, করুন দেবতা সব,

আর্য্যক কহিলেন— তুমি রক্ষা করিলে আমার।

চারুদত্ত বলিলেন—এ কথা বলিছ বলে, রক্ষা পেলে ভাগ্য ফলে,

আর্য্যক কহিলেন— তথাচ আপনি হেতু তার॥

এইরূপ আমোদ প্রমোদে ক্ষণ কাল অতিবাহিত হইল, চারুদত্ত কহিলেন, সখে আর্য্যক! মিত্রদ্বয়ের একত্র বাস অশেষ কথার আকর, তদালাপে পরিতৃপ্তিই হয় না, এবং সে আলাপের শেষও নাই, ইচ্ছা হয় নিমিষের নিমিত্তেও বিচ্ছেদ না ঘটে; কিন্তু আপনকার অনু-সন্ধানে রাজা ও রাজপুরুষেরা অনুক্ষণ যত্ন করিতেছে সন্দেহ নাই, অতএব চারি দিকে চার-পুরুষেরা বহির্গত না হইতে হইতেই সদনে উপস্থিত হওয়া শ্রেয়ঃ ও বিধেয়। আর্য্যক, তাহাই বটে, এইক্ষণ বিদায় হই, যেন পুনর্ব্বার দর্শন পাই! এই বলিয়া নমস্কার করি-লেন। চারুদত্ত আর্য্যকের কর গ্রহণ ও প্রত্যভিবাদন করিয়া বর্দ্ধ-মানককে কহিলেন, ত্বরায় এই মহাভাগকে গৃহে রাখিয়া নিজালয়ে যাইবে। বর্দ্ধমানক যে আজ্ঞা বলিয়া আর্য্যকাধিষ্ঠিত প্রবহণ লইয়া প্রস্থান করিল।

চারুদত্ত মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! আমি

আর্য্যক-ঘটিত এই ব্যবহারে পালক মহীপালের সমধিক অপকার করিলাম, সন্দেহ নাই। অতএব আর ক্ষণ কালও এই স্থানে অবস্থিতি করা প্রশস্ত নহে, তুমি পুরাতন কূপে এই নিগড় নিক্ষেপ কর, কি জানি চারচক্ষুঃ রাজার চক্ষুর গোচর হওয়া অসম্ভব নহে। মৈত্রেয় কথিতানুরূপ করিলেন। চারুদত্ত সহসা বামাক্ষিস্পন্দন অনুভব করিয়া বলিলেন, সখে! বসন্তসেনার অদর্শনে আমার অন্তরাত্মা অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে,—

না হেরিয়া সেই দয়িতারে।
বিঘ্ন রাশি গ্রাসিছে আমারে॥
সখা হে কি কব আমি আর।
বাম আঁখি নাচিছে আমার॥
কহিছে সকল অমঙ্গল।
প্রিয়া বিনা কি আছে মঙ্গল॥
অকারণে কাঁপিছে হৃদয়।
ব্যথিত হতেছে অতিশয়॥

অতএব চল গৃহে যাই। অনন্তর কতিপয় পদ গমনান্তে রাজপথে উপস্থিত হইয়া দেখিয়া কহিলেন, আঃ কি আপদ্! অমঙ্গলকর ভিক্ষুক দর্শন হইল? যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি সম্মুখবর্ত্তী পথে আসিতেছে, অতএব চল আমরা অন্য পথে যাই। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম অঙ্ক।

অনন্তর ভিক্ষু আর্দ্র চীবর হস্তে লইয়া রাজপথে উপস্থিত হইল, কহিতে লাগিল, অজ্ঞ নরগণ! কি কর? ধর্ম্ম সঞ্চয় কর; ধর্ম্ম-কর্ম্ম ব্যতিরেকে জগতে আর শুভকর নাই, বিষ-সদৃশ বিষম বিষয়-বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মার্জ্জনে যত্ন কর, কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ কর।

এ পোড়া পেটের দায়, প্রাণ যায় মান যায়,
জাতি কুল তেজ লাজ, কিছুই ত রয় না।
তবে কেন তার লাগি, হও এত দুখ ভাগী,
সে ত অসময়ে তব, কোন দুখ সয় না॥
বাজাও জ্ঞানের ঢাক, দাও অলোভের হাঁক,
জেগে থাক, দেখো যেন, মোহ নিদ্রা হয় না।
বিষম ইন্দ্রিয় চোর, হরে ধন করে জোর,
দেখো যেন ধর্ম্ম ধন, লুঠে পুটে লয় না॥
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণে যে বা জয় করেছে।
সংসারের মায়া জাল হোতে যে বা তরেছে॥
খল রিপু অহঙ্কার যার বশ হয়েছে।
তাহার কৈবল্য ধাম হাতে ধরা রয়েছে॥
হে শিরোমুণ্ডক! মাথা মুড়ায়েছ বটে।
বাহিরে জানাও তুমি আছ অকপটে॥
না করিয়া থাক যদি মনের মুণ্ডন।
মাথা মুড়াইয়া বল কোন্ প্রয়োজন॥
যে জনার মনে নাহি কিছুই বিকার।
সে মাথা মুড়ান বলি যথার্থ তাহার॥

এইরূপ কহিতে কহিতে রাজ-শ্যালকের উদ্যান-সন্নিধানে উপস্থিত হইল, হস্তস্থিত আর্দ্র চীবর দেখিয়া কহিল, এই কষায়িত বস্ত্রখানি ভূপাল-শ্যালকের উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া আনি, কিন্তু সে দুরাত্মা অতিশয় পাষণ্ড, দেখিলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে সন্দেহ নাই, এখনও উদ্যানে আইসে নাই, এই বেলা কার্য্য শেষ করিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করি। চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া প্রবেশ করিল এবং স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

এমত সময়ে শকার বিটকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল, ভিক্ষুকে দেখিয়া কহিল, কে রে মোর পুখুরে এসেছিস্? দাঁড়া, দুষ্ট শ্রমণক! দাঁড়া। ভিক্ষু অবলোকনান্তে ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল, হায় কি

সর্ব্বনাশ! যাহাকে ভয়, সেই আসিয়া উপস্থিত, ভগ্নপদ মৃগ হইয়া কুকুরের অভিমুখে পতিত হইলাম, ইহার রীতি প্রকৃতি ভাল নয়, এক জন ভিক্ষু উহার নিকটে অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া যখন যখন অন্য ভিক্ষুকে দেখিতে পায় তখন ই বলীবর্দ্দের ন্যায় নাসিকায় রজ্জু দিয়া ধুর্য্য পশুর কার্য্য করায়, করি কি, উপায় কি? কাহার শরণাগত হইব? অথবা আর কে আছে, পরিত্রাণকারী বুদ্ধকে ই স্মরণ করি, তিনিই অশরণের শরণ হইবেন। শকার দ্রুত পদে ভিক্ষুর সমীপে উপনীত হইয়া, দাঁড়া দুষ্ট বেটা দাঁড়া, শৌণ্ডিকালয়ে উপনীত লোহিত মূলকের ন্যায় তোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলি, এই বলিয়া ভিক্ষুর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। বিট অসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া সদয় বচনে বলিল, কানেলী-মাতঃ! এ ব্যক্তি নির্ব্বেদ-খিন্ন হৃদয়ে সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কৌপীন গ্রহণ করিয়াছে, অকারণে তাড়না করা সৎপুরুষের কর্ত্তব্য নহে, ছাড়িয়া দাও, তুমি এ দিকে আইস, এই সুখোপভোগ্য উদ্যানশোভা অবলোকন করিয়া চিত্ত বিনোদন কর।

ভিক্ষুক কাতর হইয়া বলিল, উপাসক! আপনকার জয় হউক, সর্ব্বদা আনন্দে থাকুন, আমি শরণাগত, প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন। শকার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, মান্য! দেখ দেখ, এই ভণ্ড বেটা আমাকে উপাসক বলিয়া গালাগালি দিতেছে, আমি কি নাপিত? বিট বলিল, না না, বুদ্ধোপাসক বলিয়া তোমাকে স্তব করিতেছে। শকার কহিল কেন এ আমার বাগানে এল? ভিক্ষু বলিল এই চীবর খণ্ড প্রক্ষালন করিতে আসিয়াছিলাম। শকার ক্রোধ পূর্ব্বক বলিল অরে দুষ্ট! মোর ভগিনীপতি রাজা উজ্জয়িনীপতি সর্ব্বপ্রধান এই উদ্যান আমাকে দিয়াছে, এই পুখুরে কেবল কুকুর শিয়ালদিগকে জল খাইতে অনুমতি করিয়াছি, আমি প্রবর পুরুষ, প্রধান মানুষ, তথাপি ইহাতে স্নান করি না, তুই ইহাতে অপবিত্র পচা দুর্গন্ধ নেকড়া কাচিতে আনিয়াছিস্! দাঁড়া বেটা, তোকে এক কোপে ই কেটে ফেলি, এই বলিয়া খড়্গ উত্থাপিত করিল। বিট নিবারণ করিয়া বলিল কানেলীমাতঃ! বোধ করি এই ব্যক্তি অচিরপ্রব্রজিত, দীর্ঘকাল এই ধর্ম্ম

আশ্রয় করিয়াছে এমত অনুভব হয় না। শকার কহিল তুমি কেমন করিয়া জানিলে? বিট বলিল, কেশ মুণ্ডন করাতেও অদ্যাপি ইহার ললাটচ্ছবি গৌরবর্ণ রহিয়াছে, কালের অল্পতা হেতু অদ্যাপি ইহার স্কন্ধে চীবরকৃত কিণ জন্মে নাই, এবং ইহার কষায় বস্ত্র রচনাও অভ্যস্ত হয় নাই। অতএব জানিতে আর অবশিষ্ট কি? ইহার আকার প্রকার দেখিয়া ই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ভিক্ষু বলিল, হাঁ উপাসক! আমি অত্যল্প কাল এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। শকার রোষান্বিত হইয়া, কেনে তুই জন্মিয়া ই প্রব্রজিত হইলি না? এই বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। ভিক্ষু কাতর হইয়া বলিল, ভগবন্ বুদ্ধ! প্রাণ যায় রক্ষা কর। বিট নিবারণ করিয়া বলিল, এই অনাথ ব্যক্তিকে তাড়না করিয়া কি ফল? ছাড়িয়া দাও। শকার কহিল অরে শ্রমণক! তবে খানিক থাক্, পরামর্শ করি। বিট বলিল, কাহার সহিত আবার পরামর্শ করিবে? শকার বলিল, আপনার হৃদয়ের সহিত। বিট মনে মনে কহিল এখনও তাহা দগ্ধ হইয়া যায় নাই? পরে বলিল, কি যুক্তি করিবে কর। শকার মন্ত্রণা করিতে বসিয়া মনে মনে কহিল, পুত্রক হৃদয়! ভট্টারক হৃদয়! এই শ্রমণক যাবে কি থাকিবে? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, মান্য! বিবেচনা ধার্য্য হইল, আমার হৃদয় কহিলেন, এই ভিক্ষু যাবেও না, থাকবেও না, প্রশ্বাসও নিবে না, নিশ্বাসও ফেলবে না, এই খানেই পড়িয়া মরিয়া যাউক। ভিক্ষু সমধিক ব্যাকুল হইয়া "বুদ্ধায় নমঃ" বলিয়া কহিল, উপাসক! আমি নিতান্ত শরণাপন্ন, রক্ষা করুন। বিট কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, আঃ কি মত্ত-প্রলাপ করিতেছ! দীন হীনকে দুঃখ দিয়া কি লাভ! ছাড়িয়া দাও। শকার কহিল, আচ্ছা, তবে এক কর্ম্ম করিয়া যাউক। বিট বলিল আবার কি করিবে বল। শকার বলিল, পুখুর হইতে এমন করিয়া পাঁক তুলিয়া ফেলুক যেন সলিল পঙ্কাবিল না হয়, অথবা সলিল পৃথক্ ও পুঞ্জীভূত করিয়া কাদা সকল উঠাইয়া ফেলুক। বিট মনে মনে কহিল, আঃ কি মূর্খতা! এমত নির্ব্বোধ, বোধ হয় কোথাও নাই। ভিক্ষু আক্রোশ পূর্ব্বক কহিল, আঃ বেটার কি বিদ্যা! বড় সম্ভাব্য ও

সুসম্বদ্ধ কথাই বলিলেন। শকার জিজ্ঞাসিল, মান্য! ও কি বলিতেছে? বিট বলিল, আর কিছু নয়, তোমাকে স্তব করিতেছে।

অবশেষে বিট রাজশ্যালককে নানাপ্রকার বুঝাইয়া ভিক্ষুকে মোচিত করিয়া দিল। ভিক্ষু গোপনে বিটকে কহিল, আপনা হইতেই রক্ষা পাইলাম, আপনিই আমার জীবন দান করিলেন, এই বলিয়া কৃতজ্ঞভাবে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। বিট শকারকে অন্যমনা করণার্থ কহিল, কাণেলীমাতঃ! দেখ দেখ, উদ্যানের কি মনোহর শোভা হইয়াছে! চল, আমরা ঐ শিলাতলে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করি। শকার উপবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল পরে কহিল মান্য! অদ্যাপি সেই বসন্তসেনাকে ভুলিতে পারি নাই, দুর্জনভারতীর ন্যায় কোনরূপেই সে আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। বিট মনে মনে কহিল কি আশ্চর্য্য! বসন্তসেনা তাদৃশ অপমানসূচক বচন দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিল তথাপি মূর্খ তাহাকে ভুলিতে পারিল না! ধিক্, কি অধম চেষ্টিত! অথবা,—

যদি পরকীয়া, বশ না হইয়া,
মত বিপরীত কয়।
তবু তার প্রতি, অধমের মতি,
অধিক প্রয়াসী রয়॥
এরূপ ঘটনে, সুজনের মনে,
যদি হয় সে আশয়।
মনেতে উদয়, মনেতেই লয়,
অথবা নাহিক হয়॥

শকার কহিল, মান্য! স্থাবরককে কহিয়া আসিয়াছিলাম গাড়ি লইয়া ত্বরায় বাগানে আসিবি, কেন সে এখনও এল না, অনেক ক্ষণ অবধি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্রে পদব্রজেও যাইতে পারি না, মস্তকের উপরে দিনকর কুপিত বানরের ন্যায় ভয়ঙ্কর, ভূমিও হতশতপুত্রা গান্ধারীর ন্যায় পরিতপ্ত হইয়াছে। বিট বলিল যথার্থ বটে, এ রৌদ্রে বহির্গত হওয়া বড় কঠিন।

ত্যজিয়া ঘাসের গ্রাস, ছায়াতে করিয়া বাস,
আতপে বৃষভ ধেনু, আর নাহি চরিছে।
তৃষায় আকুল মন, হরিণ হরিণীগণ,
বনজলাশয়ে উষ্ণ জল পান করিছে॥
সন্তাপে শঙ্কিত মন, পান্থগৃহে পান্থগণ,
বসি কাটাইছে কাল, পথে যেতে ডরিছে।
ইথে অনুমান করি, তপ্ত ভূমি পরিহরি,
স্থাবরক তরুতলে, এই কাল হরিছে॥

শকার কহিল, তবে করি কি ? না হয় অন্তঃকরণকে খুসী রাখিবার জন্য একটী গান করি। হস্ত মস্তক লাড়িয়া গান করিয়া কহিল, মান্য ! শুনিলে ! কেমন মধুর স্বরে রসভাবযুক্ত গান করিলাম ? বিট বলিল, কি বলিতেছ, তুমি কি আপনাকে গন্ধর্ব্ব বলিয়া বর্ণন করিতেছ ? শকার কহিল, আমি কি গন্ধর্ব্ব হইবারও যোগ্য নই ? আমি জীরক, ভদ্রমুস্তা, বচের গ্রন্থি ও সগুড় শুণ্ঠী এবং হিঙ্গুতে মরীচগুঁড়া দিয়া তৈল ও ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া কোকিলের মাংস খাইয়াছি, তবুও কি কিন্নর হইতে পারিব না ? আঃ, এখনও স্থাবরক এল না। বিট বলিল ক্ষণকাল স্থির হও, সে আগত প্রায়।

এমত সময়ে স্থাবরক প্রবহণ লইয়া উদ্যানের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। ঊর্দ্ধ দৃষ্টি পূর্ব্বক ভীত মনে কহিল বেলা অধিক হইয়াছে, না জানি, দুরাত্মা ক্রোধান্ধ হইয়া কতই কটু কহিবেক। যাহা হউক, আর উপায় নাই, সংবাদ দিতে হইল। বসন্তসেনা প্রবহণে চিন্তিত মনে বসিয়া আছেন, স্থাবরকের বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় ! ইহা ত বর্দ্ধমানকের স্বর-সংযোগের ন্যায় বোধ হইতেছে না, এ আবার কি হইল ? আর্য্য চারুদত্ত কি বাহনযুগলের বিশ্রামার্থ অন্য বাহক ও অন্য প্রবহণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ? ফলতঃ আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে, চারিদিক্ শূন্য দেখিতেছি, সকলই মন্দ লক্ষণ বোধ হইতেছে। বুঝি বা কপালে হর্ষ বিষাদের ঘটনা উপস্থিত হইল।

স্থাবরক প্রবহণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। শকার স্বীয় গানের ভাবেই মোহিত ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিল, স্থাবরককে দেখিয়া সহর্ষ-মনে কহিল পুত্রক, ভৃত্য, স্থাবরক! তুই এলি? স্থাবরক বলিল হাঁ, মহাশয়। শকার কহিল, গাড়ি এসেছে? স্থাবরক বলিল আসিয়াছে। শকার কহিল বলীবর্দ্দেরা এসেছে? স্থাবরক বলিল হাঁ এসেছে। শকার পুনর্ব্বার কহিল তুইও এসেছিস্? স্থাবরক হাসিয়া বলিল হাঁ মহাশয়, আমিও আসিয়াছি। শকার কহিল তবে ভিতরে গাড়ি আন্। স্থাবরক বলিল কোন্ পথ দিয়া আনিব? এই অপ্রশস্ত পথে প্রবহণ আনয়ন করা সুকঠিন দেখিতেছি। শকার কহিল ঐ ভাঙ্গা পাঁচীরের উপর দিয়া আন্। স্থাবরক বলিল তাহা হইলে বলীবর্দ্দেরা পতিত ও হত হইবে, প্রবহণ ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং আমিও আপনকার দাস পঞ্চত্ব পাইব। শকার বলিল, অরে মূর্খ! আমি রাজার শ্যালক, বলীবর্দ্দেরা মরে অন্য গরু কিনিব; গাড়ি ভাঙ্গে, আবার গড়াইব; তুই মরিস্, অপর বাহক রাখিব। স্থাবরক বলিল অসম্ভব কি? সকলই হইতে পারিবে, কিন্তু আমি প্রাণ হারাইলে আর তাহা পাইব না। শকার বলিল অরে অনভিজাত! সকলই নষ্ট হউক, তুই ঐ পথ দিয়াই আন্, তোকে পাঁচীরের উপর দিয়াই আনিতে হইবেক। স্থাবরক অগত্যা বহু কষ্টে প্রবহণ লইয়া প্রাকার খণ্ড উত্তীর্ণ হইল, এবং প্রভুর সমীপে গিয়া জানাইল। শকার শ্লাঘা পূর্ব্বক বলিল, কৈ, বৃষেরা ছিঁড়ে গেল না? গাড়ি হত হইল না, তুইও মরিলি না?

অনন্তর শকার বিটকে সঙ্গে লইয়া প্রবহণ-সমীপে উপস্থিত হইল, কহিল, মান্য! তুমি আমার গুরু, পরম গুরু, অবশ্যই আদরণীয় ও সম্মাননীয়, তা তুমিই আগে গাড়িতে উঠ। বিট, তথাস্তু বলিয়া আরোহণে উদ্যত হইবামাত্র, শকার প্রতিষেধ করিয়া কহিল, না, না, উঠ না, উঠ না, তোমার কি বাপের গাড়ি যে আগে উঠিবে? আমি এই গাড়ির স্বামী, কর্ত্তা ও প্রভু, আমি আগে উঠিব। বিট অবাক্ ও অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, তুমিই ত আমাকে অগ্রে উঠিতে বলিলে।

শকার কহিল, যদিও আমি বলিয়া ছিলাম, তবু তোমার বলা উচিত ও কর্ত্তব্য ছিল যে, আপনি প্রবহণস্বামী, আপনি ই আগে উঠুন, তাহা হইলে তোমার ভদ্রতা থাকিত। বিট বলিল, তাহা ই হউক, আরোহণ কর। শকার হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিল, পুত্রক স্থাবরক! গাড়ি ফিরা। স্থাবরক নিদেশানুবর্ত্তী হইল। শকার সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রবহণ দেখিয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে দ্রুত পদে অবরোহণ করিল, এবং বিটের কণ্ঠে ধরিয়া কহিল, মান্য! বড় বিপদ্ দেখিতেছি, গাড়িতে রাক্ষসী কিম্বা চোর বসিয়া আছে, যদি রাক্ষসী হয়, আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিল, যদি চোর হয় তবে আমাদিগকে খেয়ে ফেলিল। বিট বলিল, ভয় নাই ভয় নাই, ঈদৃশ বৃষভ-যানে রাক্ষসীর সম্ভাবনা কি! বোধ হয় মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের প্রখর কিরণে তোমার দৃষ্টির ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে, তাহাতে ই স্থাবরকের সকঞ্চুক ছায়া দেখিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। শকার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, পুত্রক স্থাবরক! তুই বেঁচে আছিস্? স্থাবরক ঈষদ্ হাসিয়া বলিল, হাঁ মহাশয়! আমি জীবিত আছি। শকার বলিল, মান্য! বোধ হয় গাড়িতে তবে কোন মেয়ে মানুষ বসিয়া আছে দেখ গিয়া। বিট বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল সে কি! স্ত্রীলোক! কিরূপে এ ঘটনা হইল? যাহা হউক, পরস্ত্রী দর্শন করা বিধেয় নয়।—

ধারাধর-বারিধারা সঘনে পড়িয়া।
বৃষভ নয়নে লাগে বিষম হইয়া॥
সেই ক্লেশে অর্দ্ধ ভাবে মুদিয়া নয়ন।
হেট মুখে দ্রুত পদে যায় সে যেমন॥
সেইমত নতশিরে পথে চলে যাই।
মাথা তুলে পরনারীপানে নাহি চাই॥
বাসনা সভায় সদা যশ মম হয়।
কুলবালা হেরিবারে আঁখি রত নয়॥

এদিকে বসন্তসেনা অবলোকনান্তে বিস্ময়াপন্ন ও চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায় এ কি! কি সর্ব্বনাশ! নয়নের কর্কর-তুল্য

ক্লেশকর নরাধম রাজশ্যালক যে, কি ঘটনায় এখানে উপস্থিত হই-লাম! হায় আমি কি হতভাগিনী, কোথায় নয়নানন্দকর হৃদয়-বল্লভের বদন-সুধাকর দর্শনে পরিতৃপ্ত হইব, না হইয়া দুর্বিষহ বজ্রাগ্নি দেখিতে হইল! অথবা জীবনে ই অদ্য সংশয় দেখিতেছি, এখন করি কি!

এদিকে শকার মনে মনে ভাবিল, এই বৃদ্ধ শূকর গাড়ি দেখিতে ইচ্ছুক নয়, বুঝি ভয় পেয়েছে। কিন্তু কি জানি গাড়িতে কি আছে, উহাকে ই অগ্রে পাঠান উচিত। এই স্থির করিয়া কহিল, মান্য! গাড়ি দেখ গিয়া, কেন বিলম্ব করিতেছ? বিট নিতান্ত ই দেখিতে হইবেক, আচ্ছা, দোষ কি, দেখি। এই বলিয়া প্রবহণ-সমীপে গমন করিল। শকার পার্শ্বাবলোকন করিয়া মনে মনে কহিল, এ কি! শৃগালেরা যে উড়িতেছে, বায়সেরা যে ভ্রমিতেছে, ইহা ত সুল-ক্ষণ নয়, তবে ইহারা লোচন দ্বারা মান্যকে না খাইতে খাইতে ও দন্ত দ্বারা না দেখিতে দেখিতে পলাইয়া যাই, অথবা দেখি আগে কি হয়।

বিট গমনান্তে বসন্তসেনাকে দেখিয়া বিস্ময় ও বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইল, ভাবিতে লাগিল, হায় একি! হরিণী ব্যাঘ্রানুসারিণী হইয়াছে! কি আক্ষেপের বিষয়!—

শারদ শশাঙ্ক সম শুভ্র কলেবর।
পুলিনে শয়নে সুখে আছে হংসবর॥
তাহারে ত্যজিয়া হংসী, এ কি বিপরীত।
বায়সের কাছে আসি হলো উপনীত॥

গোপন ভাবে মৃদু স্বরে কহিল, বসন্তসেনে! ইহা তোমার উচিত নয়, ইহা তোমার সদৃশ নয়,—

রূপ গুণ ধন যৌবন-ধনে।
হয়ে অভিমানী আপন মনে॥
যারে অবহেলা করেছ আগে।
তার কাছে পুন কি অনুরাগে॥

বুঝি ধনলোভে এসেছ ধনি।
অথবা জননী-বচন গণি॥

দেখ পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছিলাম,—
"প্রিয়াপ্রিয় দুই জনে ভজ সম ভাবে"

বসন্তসেনা শিরশ্চালন করিয়া বলিলেন, সৎপুরুষ! যাহা বোধ করিতেছেন, কদাচ তাহা নয়, বোধ হয় প্রবহণ-বিপর্য্যয়ে এ ঘটনা হইয়া থাকিবে, অন্য ভাব বিবেচনা করিবেন না, যাহা হউক, আমি শরণাগত, আপনিই পূর্ব্বে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার এই বিপদে পরিত্রাণ করিয়া প্রাণ দান করুন। বিট বলিল ভয় নাই, ভয় নাই, আমি তোমার রক্ষণার্থে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিব।

বিট বসন্তসেনাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া শকারের নিকটে উপস্থিত হইল, কহিল কাণেলীমাতঃ! সত্যই প্রবহণে রাক্ষসী বসিয়া আছে। শকার বলিল, যদি রাক্ষসীই বসিয়া আছে, কেন তোমাকে হরণ করিল না? যদি চোরই হয়, কেন তোমাকে খাইয়া ফেলিল না? বিট বলিল, দূর হউক, তন্নিরূপণে প্রয়োজন কি? যদি আমরা উদ্যান-পরম্পরা দ্বারা পদব্রজে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করি, হানি কি? বরং ব্যায়ামসেবা হইল, ধুর্য্যেরাও ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করিল। শকার কহিল, আচ্ছা, তাহাই করা যাউক, স্থাবরক! তুই গাড়ি লইয়া যা, অথবা থাক্ থাক্, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে চরণ দ্বারা চলিয়া যাব? না, না, গাড়িতেই যাব, তা হলে দূর থেকে নগরবাসীরা আমাকে দেখিয়া বলাবলি করিবেক, ঐ সেই রাজশ্যালক মহামান্য মহাশয় আসিতেছেন। বিট মনে মনে ভাবিল, হলাহলকে ঔষধরূপে পরিণত করা, উন্মার্গগামীকে সৎপথে আনয়ন করা ও সামান্য-জ্ঞান-সম্পন্নকে বুঝান সহজ নহে, বোধ হয়, ছল কৌশলে মূর্খকে বশীভূত করিতে পারিলাম না, প্রকাশ হইয়া পড়িল; যাহা হউক, অগ্রেই বসন্তসেনার আগমনবৃত্তান্ত জানাইয়া আপাততঃ আশ্বাসজনক বাক্যে সান্ত্বনা করি, পশ্চাৎ উপায়ান্তর করিব। এই স্থির করিয়া কহিল,

কাণেলীমাতঃ! আমি তোমার সহিত কৌতুক করিতেছিলাম, প্রবহণে রাক্ষসী নহে, বসন্তসেনা তোমার উদ্দেশে আগমন করিয়াছেন।

সুধাসন্নিভ বচন শ্রবণে রাজশ্যালকের মনে আহ্লাদ আর ধরে না, হর্ষ গদ্‌গদ বচনে বলিল, মান্য মান্য! আমার উদ্দেশে, আমার সমীপে, এই প্রবর পুরুষ রাজশ্যালক মহাশয়ের সমীপে, বসন্তসেনা আসিয়াছে? এত দিনের পরে আমি চিরকাঙ্ক্ষিত অপূর্ব্ব রত্ন লাভ করিলাম। সে দিবস কটু কাটব্য বলিয়া রাগাইয়াছিলাম, আজি পায়ে ধরিয়া সাধি গিয়া। বিট বলিল উত্তম কল্প, ভাল বিবেচনা করিয়াছ। শকার বসন্তসেনার পদোপান্তে উপস্থিত হইয়া বলিল,—

শুন সুবদনি, বিশালনয়নি,
এই কর জোড় করি।
সুদতি যুবতি, রাখ হে বিনতি,
পায়ে পড়ি পায়ে ধরি॥
যে গালি দিয়েছি, যে কটু বলেছি,
করেছি যে অপকার।
মোর দোষ নয়, অতি দুরাশয়,
হৃদয় নিদান তার॥
ক্ষম অপরাধ, এই মোর সাধ,
পুরাও মনের আশ।
রোষ পরিহর, দুখ দূর কর,
হইনু তোমার দাস॥

বসন্তসেনা কুপিত হইয়া কহিলেন, কি পাপিষ্ঠ! ছোট মুখে বড় কথা! মানহানিকর কথা কহিতেছিস্? বামন হইয়া সুধাকরে আশা করিতেছিস্? দূর হ, তোর কি কিছুই লজ্জা নাই? এই বলিয়া বল-পূর্ব্বক চরণ দ্বারা শকারকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। শকার ক্রোধে জ্বলদনলবৎ উত্থিত হইয়া কহিল, কি, এত বড় স্পর্দ্ধা, এত বড় তেজ,

আমার যে মস্তক দেবীরা আঘ্রাণ করিয়া থাকেন, যাহা দেবতার অগ্রেও নত হয় নাই, তাহাতে তুই পদাঘাত করিলি? আচ্ছা তোকে দেখ্‌তেছি, স্থাবরক! তুই এরে কোথা পেলি? স্থাবরক ভীত হইয়া বলিল, মহাশয়! আমি কিছুই জানি না, তবে যে ঘটনা হইয়াছিল, অবিকল তাহা ই নিবেদন করিতেছি। গ্রাম্য শকটে রাজবর্ত্ম রুদ্ধ দেখিয়া সার্থবাহের বৃক্ষবাটিকার সম্মুখে প্রবহণ রাখিয়া অগত্যা সেই শকটের চক্রপরিবৃত্তি করিতে গিয়াছিলাম, বোধ হয় সেই কালে ইনি প্রবহণ-বিপর্য্যাসে ইহাতে আরোহণ করিয়া থাকিবেন, ইহা ভিন্ন আর আমি কিছুই জানি না। শকার বলিল, কি! গাড়ির গোল-মালে? তবে আমার নিকটে আসা নয়। নাম্, মোর গাড়ি থেকে নাম্, তুই চারুদত্তের নিকটে আসিয়া আমার বৃষদিগকে বাহিতে-ছিস্? অথবা জটায়ু যেমন বালি-দয়িতার, ও হনুমান্ যেমন বাণ-দুহিতার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনি যদি তোর চুলে ধরে গাড়ি থেকে নামাই তাহা হইলে ই মনের দুঃখ ঘুচে ও উচিত কর্ম্ম করা হয়।

বিট বিষম বিপদ অনুভব করিয়া হতবুদ্ধি হইল, শকারকে কহিল, এরূপ ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য নহে, উপবন-লতার পল্লবচ্ছেদ যেমন অবি-ধেয়, কামিনীর কেশাকর্ষণ সেইরূপ। অতএব তুমি অপসৃত হও, আমি গিয়া বসন্তসেনাকে অবতারিত করিতেছি, বসন্তসেনে! তুমি অবরোহণ কর। বসন্তসেনা সভয় ভাবে অবতরণ করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। শকার, লোহিত ও বক্র নয়নে বসন্তসেনার প্রতি অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, পূর্ব্বে এই বামার অবমাননা-বাক্যে আমার রোষাগ্নির সঞ্চার হইয়াছিল, আজি পাদপ্রহারে একেবারে ই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, অতএব ইহাকে মেরে ফেলা ই উচিত, তাহা হইলে ই মনের আগুন নির্ব্বাপিত হয়। পরে ভাবিল, তাহা ই কর্ত্তব্য, অনন্তর কহিল, মান্য! যদি আমার কাছে নব-দশা-বিশিষ্ট ও সূত্রশত-যুক্ত বস্ত্র চাও, যদি আমার কাছে সুললিত মাংস খাইতে চাও, ও যদি মনের তুষ্টি করিতে চাও, তবে আমার একটি প্রিয়কার্য্য কর। বিট বলিল, প্রিয়কার্য্য করিতে সম্মত

আছি; কিন্তু অকার্য্য করিব না। শকার বলিল, অকার্য্যের গন্ধও নাই, রসও নাই। বিট বলিল, কি করিতে হইবে বল। শকার বলিল, বসন্তসেনাকে মেরে ফেল। বিট শ্রবণমাত্র শ্রবণপুটে কর প্রদান করিয়া কহিল, কাণেলীমাতঃ!—

একে এ অবলা নারী, তাহে বালা সুকুমারী,
নারীরূপ নগর-ভূষণ।
রূপে গুণে সম তার, না দেখি দ্বিতীয় আর,
এ রমণী রমণী-রতন॥
ইঁহারে অধমা বলে, যে বলে সে বলে বলে,
নাহি অধমের আচরণ।
প্রণয়ের ব্যবহার, দেখিয়া শুনিয়া তার,
হারি মানে পুরনারীগণ॥
বিনা দোষে হেন জনে, বধি যদি অকারণে,
দস্যু সম নির্দয় হইয়া।
এ পাপে মজিব ভবে, পরলোক-নদী তবে,
তরিব হে কোন্ তরি দিয়া॥

শকার কহিল, তার ভাবনা কি? আমি তোমাকে এক খান বড় ভেলা দিব, অথবা বড় নৌকা চাও, তাই দিব, বিশেষতঃ এই নির্জ্জন উপবনে বধ করিলে কে তোমাকে দেখিতে পাইবে? বিট বলিল, কে না দেখিবে?—

এখনো হতেছে দিন, রজনী।
রয়েছে গগন, এই অবনী॥
উদয় হতেছে শশী ভানু।
বহিছে আবহমান পবন॥
দশ ভাগে দশ দিক্ শোভিছে।
দহন, দাহন-গুণ ধরিছে॥
বন-দেবতারা বন রাখিছে।
ধর্ম্ম, পরমাত্মা, কর্ম্ম দেখিছে॥

ইহারাই পাপ পুণ্য গণিছে।
যে যাহা করিছে সব জানিছে॥
স্ত্রীবধ করিব সবে দেখিবে।
বল মোর কি বা দশা হইবে॥

শকার বলিল, না হয় এক কর্ম্ম কর, কাপড় ঢাকা দিয়ে মেরে ফেল। বিট বলিল, মূর্খ! পাগলের মত সকল ই অসঙ্গত কহিবে? তোমার এ সকল কথা শ্রবণযোগ্য নহে। শকার বিটকে বশীভূত করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিল, এই বুড় শিয়াল বড় অধর্ম্মভীক, তুচ্ছ স্ত্রীলোককে বধ করিতেও অধর্ম্ম বোধ করে, ধর্ম্মকেই সার ভাবিয়াছে, ইহার দ্বারা পুরুষযোগ্য কোন কর্ম্মই হইবে না, দূর হউক, স্থাবরককে অনুনয় করি, ও আমার দাস, অবশ্য ই আজ্ঞা পালন করিবে। অনন্তর কহিল, পুত্রক স্থাবরক! তোকে সোনার বালা দিব, সোনার পিড়ি গড়াইয়া দিব, আহারের অবশিষ্ট সমুদায় বস্তু দিব, এবং সকল দাসের প্রধান করিয়া রাখিব। স্থাবরক বলিল, আমিও মণিবন্ধে সেই কটক ধারণ করিব, পীঠকে বসিব, ভুক্তাবশিষ্ট খাইব, এবং ভৃত্যদিগের প্রভু হইব। শকার বলিল, তবে আমার একটী কথা রাখ্, যা বলি তা কর্। স্থাবরক বলিল, অপকর্ম্ম ব্যতিরেকে সকলই মানিব, শুনিব ও করিব। শকার বলিল, অপকর্ম্মের গন্ধও নাই। স্থাবরক বলিল, তবে আজ্ঞা করুন। শকার কহিল, এই বসন্তসেনাকে মেরে ফেল্। স্থাবরক কর্ণে কর প্রদান করিয়া কাতর স্বরে কহিল, মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি নিতান্ত ই অপরীক্ষিতকারী নরাধম, আমি ই ইঁহারে প্রবহণের গোলযোগে এখানে আনয়ন করিয়াছি। আমি ইহা কোন মতেই পারিব না।

শকার বিরক্ত ও কুপিত হইয়া কহিল, ওরে স্থাবরক! আমি কি তোরও প্রভু নই? স্থাবরক বলিল, অবশ্য, তাহাতে সন্দেহ কি? আপনি প্রভু বটেন, কিন্তু শরীরের প্রভু, চরিত্রের প্রভু কিরূপে হইবেন? অতএব ক্ষমা করুন, আমি এ বিষয়ে ভীত হইতেছি। শকার কহিল তুই আমার দাস হইয়া কাহাকে ভয় করিতেছিস্? তোর

আবার ভয় কি? রাজাও তোর দণ্ড বিধান করিতে পারে না। স্থাবরক বলিল আমি লোকভয় করি না, পরলোকের ভয় অবশ্যই করিতে হয়। শকার বলিল পরলোক আবার কে? স্থাবরক বলিল সুকৃত ও দুষ্কৃতের পরিণাম, আপনি বহুসুবর্ণমণ্ডিত হইয়া নানা সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, ইহাতেই আপনকার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃত জানা যাইতেছে, আমি পরান্নজীবী ক্রীত দাস হইয়াছি, ইহাতেই আমার পূর্ব্বার্জ্জিত পাপপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আর পাপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক নই। শকার সকোপ বচনে, কি! তুই বসন্তসেনাকে বধ করিবি না? এই বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। স্থাবরক কাতর-ভাবে কহিল, মারুন বা কাটুন আমি কোন মতেই স্ত্রীবধ করিতে পারিব না। ভাগধেয়-বৈষম্যে ইহ লোকে ক্রীত দাস হইয়াছি, আবার অধিকতর পাপরাশি ক্রয় করিব না।

এ দিকে বসন্তসেনা কাতরভাবে বিটকে সম্বোধন করিয়া সঙ্কেত বচনে বলিলেন, সৎপুরুষ! আমি শরণাপন্ন, রক্ষা করুন, আপনি ভিন্ন বিপন্ন জনের পরিত্রাণ নাই। বিট আশ্বাস বচনে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, কাণেলীমাতঃ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, সাধু স্থাবরক সাধু!

হয়ে পরাধীন, এই দীন হীন,
পরকাল-ফল চায়।
স্বাধীন সধন, প্রভু যেই জন,
সে নাহি সে দিকে চায়॥
পাপে রত মন, কুপথে মগন,
সদা কদাচারে ধায়।
কেন হেন জন, রাখিয়া জীবন,
ভারী করে বসুধায়॥

শকারকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, অরে নরাপসদ পাষণ্ড! বিধা-তাও তোর পক্ষপাতী হইয়াছে।

নিদারুণ হত বিধি বড়ই বিষম।
খুজিয়া বেড়ায় দোষ এই তার ক্রম॥

করিল তোমার দাস এই সাধু জনে।
তোমারে করিল প্রভু কোন্ বিচারণে॥
তোমারে ইহার দাস কেন না করিল।
প্রভুপদ হেন জনে কেন নাহি দিল॥
বিপরীত বিধি তার বিপরীত বিধি।
অধমে করিল পূজ্য, হীন গুণনিধি॥

শকার মনে মনে কহিল, এই বুড় শিয়াল বড় অধর্ম্মভীরু, এই গর্ভদাসও পরলোক-ভীত, আমি রাজার শালা, প্রধান পুরুষ, কাহারো ভয় রাখি না, এই বিবেচনা করিয়া কহিল, ওরে গর্ভদাস! তুই দূর হ, বনে গিয়া চুপ করিয়া বসে থাক্। স্থাবরক, যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল, বসন্তসেনার সমীপে উপস্থিত হইয়া, আর্য্যে! আমার যথাসাধ্য করিলাম, এই দুরাত্মার নিকটে তোমার কোন সাহায্য করিব এমত ক্ষমতা আমার নাই। এই বলিয়া দুঃখিত ভাবে গমন করিল। শকার বদ্ধপরিকর হইয়া বসন্তসেনাকে কহিল দাঁড়া গর্ভদাসি! দাঁড়া, তোকে এক কোপেই যমালয় পাঠাই। বিট ক্রোধ-জ্বলিত হইয়া, কি দুরাত্মন্! আমার সমক্ষে স্ত্রীহত্যা করিবি? এই বলিয়া বলপূর্ব্বক শকারের গলদেশে ধরিয়া প্রহারোদ্যত হইল। শকার ভীত ও ভূতলে পতিত হইয়া ক্ষণকাল পরে কহিল, এই কৃতঘ্নকে মাংস খাওয়াইলাম, ঘিও খাওয়াইলাম, চিরকাল পুষিলাম, মান্য মনুষ্য বলিয়া মন তুষিলাম, যে কিছু বল বিক্রম, আমার অন্নেই হইয়াছে, আজি কাজের বেলা বৈরী হইয়া উঠিল, একবারও সেই উপকার ভাবিল না, যাহা হউক, এই বিশ্বাসঘাতককে দূর করিয়া না দিলে অকণ্টকে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। এই স্থির করিয়া কহিল, মান্য! যাহা বলিতেছিলাম তাই কি যথার্থ বোধ করিতেছ? আমি কি এতই মূর্খ! দেখ আমি বৃহত্তর ও মহত্তর কুলে জন্মিয়াছি, আমার কি কিছুই বিবেচনা নাই! স্ত্রীহত্যা করিব! কেবল বশীভূত করিবার নিমিত্ত ভয় দেখাইতেছিলাম। বিট বলিল,—

কি করিবে বল বিশাল কুল।
শীলতা সকল গুণের মূল॥
উর্ব্বর ভূমিতে, কন্টকময়।
পাদপ কি কভু নাহিক হয়॥

শকার বলিল সে যাহা হউক, বোধ হয় বসন্তসেনা তোমার কাছে লজ্জা করিতেছে, তুমি ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিলে, অবশ্যই আমার কথায় সম্মত হইবেক; আর স্থাবরককে প্রহার করিয়াছি, সে ক্রোধ ভরেই চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে বুঝাইয়া প্রত্যানয়ন কর। বিট মনে মনে বিবেচনা করিল, হইতেও পারে, অসম্ভব নহে। বসন্তসেনা অতিশয় মানিনী, বিশেষতঃ অসজ্জনে বিরক্তি, সজ্জনে অনুরক্তি, ও চারুদত্তভিন্ন অন্য পুরুষে নিতান্ত অপ্রবৃত্তি, পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে আমার সমক্ষে এ মূর্খকে স্বীকার করিতে লজ্জিতা হইবার সম্ভাবনা বটে, বিরল হইলে এই অধমের অধম প্রবৃত্তি সফল হইতে পারে, বসন্তসেনাও যদি ব্রীড়ানুরোধে মনে মনে মৃত্যু পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সে বিপদেও রক্ষা পাইবেন। বিশেষতঃ বিবিক্ত হইলেই অন্তঃকরণে অনুরাগের আবির্ভাব ও প্রণয়রসের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অতএব এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। এই স্থির করিয়া বলিল, ভাল আমি চলিলাম। বসন্তসেনা সজল নয়নে বিটের বসনাঞ্চল ধরিয়া বিনয় বচনে বলিলেন সদাশয়! কোথায় যাও? আমার আর ভরসা নাই, আপনিই একমাত্র সহায়, আমি অনাথা অশরণা, শরণাপন্ন হইতেছি, রক্ষা করুন। বিট বলিল ভয় নাই ভয় নাই, আমি সত্বরেই প্রত্যাগত হইতেছি। শকারকে কহিল কানেলীমাতঃ! বসন্তসেনাকে তোমার হস্তে গচ্ছিত রাখিলাম, দেখিও যেন কোন অনিষ্ট ঘটনা না হয়। শকার বলিল, অণুমাত্রও অনিষ্ট হইবেনা, বসন্তসেনা আমার হস্তেই রহিল। বিট বলিল, সত্য বলিতেছ? শকার বলিল যথার্থই বলিলাম।

বিট, এই রূপে শকারকে বচনবদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। বসন্তসেনা, চারি দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন, অনবরত কাঁদিতে লাগিলেন।

এবং বদন-সুধাকর দিবস-সুধাকরের ন্যায় মলিন হইয়া উঠিল; কি করেন, নিরুপায় দেখিয়া শার্দ্দূলসমীপে ভগ্নপদ কুরঙ্গীর ন্যায় একান্তে দণ্ডায়মানা রহিলেন। বিট কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া মনে মনে ভাবিল আমি চলিলাম বটে, কিন্তু আমার অসমক্ষে নরাধম যদি বসন্তসেনার প্রাণ সংহার করে তাহা হইলে আমারই নির্ব্বোধতায় স্ত্রীহত্যা অথবা রমণীরত্নের বিনাশ হইল। অনন্তর লতা গুল্মাদিতে ব্যবহিত হইয়া, নৃশংসের চিকীর্ষিত কি, দেখি, এই স্থির করিয়া অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিল।

এদিকে শকার মনে মনে কহিল, এখন নির্ম্মক্ষিক করিলাম, মনো-রথ পূর্ণ করি, এই অবাধ্য ও বিপক্ষ-বিলাসিনীকে মেরে ফেলি, কিন্তু ধূর্ত্ত বিটুলে বামুন বড় কাপটিক, যদি কোন স্থানে শৃগালের ন্যায় লুকাইয়া থাকে তাহা হইলেই ত আসিয়া আমার এই সাধের আমোদে বাধা দিবে, কাজেই ঠকাইবার ফিকির করিয়া নিজেই ঠকিতে হইবেক, অতএব তাহাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত না হয় আর এক উপায় করি। এই যুক্তি করিয়া কুসুমাবচয়ন পূর্ব্বক স্বশরীর মণ্ডিত করিতে লাগিল। সহাস্য মুখে কহিল বসন্তসেনে! এস, এস, আমার কাছে এস। বিট ঘৃণাপূর্ব্বক সহাস্য মুখে কহিল মনুজাধম অনুরাগ-বশবর্ত্তী হইয়াছে, ভয়ে আর অবিনয়-শঙ্কা নাই, এই বিবেচনা করিয়া প্রস্থান করিল। এ দিকে শকার পুনর্ব্বার বলিল, বসন্তসেনে! আমি সোনা দিতেছি, বিনয় করিতেছি, এবং সবেষ্টন মস্তকে পায়ে পড়িতেছি, তবু কি আমার কথা রাখিবি না? তোর কাছে কি আমরা কাষ্ঠময়!

বসন্তসেনা অবনতমুখী হইয়া বলিলেন,

ওরে খল দুরাশয় নির্লজ্জ পামর!
মোরে কি ধনের লোভ দেখাস্ বর্ব্বর॥
যে ধনে জানিয়া বড় করিস্ বড়াই।
আমি সেই ধনে গণি ধূলা মাটী ছাই॥
মহাধন শিশুপাল রূপের নিধান।
রুক্মিণী কি তার প্রতি সঁপেছিল প্রাণ॥

তপস্যা করিয়া কত কষ্টে হৈমবতী।
কেন রত কৃত্তিবাস ভিকারীর প্রতি॥
সীতা কি কৌপীনধারী রাঘবে ত্যজিয়া।
ভজিল রাবণরাজে সম্পদ হেরিয়া॥
বিধু-বিনোদিনী জ্যোৎস্না বিধু-বিনোদিনী।
জলদেই রত সদা থাকে সৌদামিনী॥
যদিও দরিদ্র হয় কুলশীলবান্।
তবু সে গলার হার গুণের নিধান॥
যতনে সে গুণধনে সেবিতে উচিত।
প্রেম আশা যদি, ধন আশা অনুচিত॥
যে রমণী নীচ ভজে ধনের কারণ।
যদিও সে নীচ নয় নীচ তার মন॥
সমানে সমানে যদি হয় সুমিলন।
সফল জনম বলি সফল জীবন॥

বিশেষতঃ সহকার তরুর সেবা করিয়া, আবার কি পলাশ গাছের পরিচর্য্যা করিব? শকার সমধিক কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, কি! দাসীর বেটি দাসী! তুই দরিদ্র চারুদত্তাকে সহকার তরু করিলি, আমাকে পলাশ গাছ বলিলি, কিংশুকও বলিলি না, সাক্ষাতেই ছন্দে বন্ধে স্বচ্ছন্দে গালাগালি দিলি, কিছুমাত্র শঙ্কা করিলি না, এখনও তুই আমার নিকটে সেই পাপিষ্ঠ বেটার নাম করিতেছিস্, আচ্ছা থাক্। বসন্তসেনা বলিলেন সেই হৃদয়-গত জীবন-সর্ব্বস্ব সর্ব্বদাই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, কেন তাঁহার নাম না করিব? বদন যেন তাঁহারই নাম করে, চিত্ত যেন তাঁহাকেই চিন্তা করে, নেত্র যেন তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করে, এবং শ্রবণ যেন তাঁহারই গুণ-কথা শ্রবণ করে।

শকার বলিল, এখনও সে তোর হৃদয়ে আছে? বড়ই ভাল, তবে দুই জনকে ই একেবারে মেরে ফেলি, থাক্ চারুদত্তানুরাগিণি! থাক্। বসন্তসেনা বলিলেন, বল বল, পুনরায় বল, ঐ কথা ই আমার বাঞ্ছনীয়, ঐ কথাই আমার শ্লাঘনীয়। শকার বলিল, দাসীর বেটা চারুদত্তা

এখন তোকে রাখুক্ এসে। বসন্তসেনা বলিলেন, সন্দেহ কি? যদি তিনি দেখিতে পাইতেন, অথবা এই ঘটনার কথা শুনিতে পাইতেন অবশ্য ই আমাকে রক্ষা করিতেন। শকার মুখ-ভঙ্গি করিয়া বলিল, সে কি বালির পুত্র ইন্দ্র, না কি রম্ভার পুত্র কালনেমি? অথবা দ্রোণের পুত্র জটায়ু? ফলতঃ কেহই আর তোকে আমার হাত ছাড়াইয়া লইতে পারিবে না, চাণক্য যেমন ভারত যুগে জানকীকে বধিয়াছিল, জটায়ু যেমন দ্রৌপদীকে বিনাশ করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও তোর জীবন বিনাশ করি, আর তোর অহঙ্কার সহ্য হয় না। এই বলিয়া প্রহার করিতে অগ্রসর হইল।

বসন্তসেনা অন্তক-মূর্ত্তি দর্শনে অন্তকাল স্থির করিয়া ভয়ে অধোমুখী হইয়া সজল নয়নে আর্ত্ত-স্বরে কহিতে লাগিলেন, মা গো! তুমি কোথায় আছ, একবার কাছে এস, আমার প্রাণ যায়, জন্মের মত বিদায় হই, এসময়ে একবার দেখা দাও! আমি তোমার উপর কত উৎপাত ও কত দৌরাত্ম্য ই করিয়াছি, অকারণ কোপ করিয়া কত কটুই কহিয়াছি, তুমি তাহাতে ক্ষণকালের নিমিত্তেও বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হও নাই, হায় আমি তাহার মত কি করিলাম? জন্মগ্রহণ করিয়া জননীর প্রতি যাহা কর্ত্তব্য কিছুই করিতে পারিলাম না, কেবল তোমাকে অপত্য-শোক-সাগরে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত ই উদরে জন্মিয়াছিলাম। হা আর্য্য চারুদত্ত! হা হৃদয়বল্লভ! হা জীবননাথ! হা অনাথবৎসল! হা শরণাগতবান্ধব! আমার প্রাণ যায়, এ সময়ে তুমি কোথায় রহিলে? আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার চরণসেবার দাসী হইয়া রমণীজন্ম সফল করিব, অদৃষ্ট ক্রমে সেই আশা-লতা সমূলে উন্মূলিত হইল, মনোরথ পূর্ণ না হইতে ই তনুত্যাগ করিতে হইল। আমি বাসনা-বশ হইয়া না জননীর কথাই শুনিলাম, না মদনিকার উপদেশ ই মানিলাম, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার ই শরণাগত হইয়াছিলাম, কিন্তু অন্তরের বেদনা অন্তরে ই রহিল, আর দেখা হইল না। তোমার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া পথে আসিতে আসিতে কতই আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু দরিদ্রের মনোরথের

ন্যায় সেই আশা মনে উত্থিত হইয়া মনেই বিলীন হইল। তোমার সেই নয়নাভিনন্দন চন্দ্রবদন, সেই শ্রবণাভিরঞ্জন মধুর বচন ও সেই প্রীতিপ্রফুল্ল স্নিগ্ধ নয়ন, স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমার মনে এই বড় খেদ রহিল মরিবার সময় তোমার সেই বদনকমল দেখিতে পাইলাম না। হে জীবিতেশ্বর! হে হৃদয়-সর্ব্বস্ব! ক্ষণকাল তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া মনের বেদনা দূর করিব তাহারও সময় পাইলাম না। আমি আর কি বলিব, এখন এই প্রার্থনা, যেন জন্মান্তরে চরণ-সেবার অধিকারিণী হই। হায়! সে আশারও ভরসা নাই, যখন অপমৃত্যু ঘটনায় তনুত্যাগ হইল, তখন যে পরকালে কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, কি হইব, কি করিব, কিছুই বলিতে পারি না। হা হত বিধে! এই হতভাগিনী সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল এক অভিলাষের বশবর্ত্তিনী হইয়াছিল, তাহাও কি তোর প্রাণে সহ্য হইল না? কেনই আমাকে কামিনী করিয়াছিলি? কেনই ঈদৃশী মতি দিয়াছিলি? কেনই বা আমাকে এত যন্ত্রণা দিলি? অথবা তোর দয়া মায়া কিছুই নাই, তাহা হইলে কি বিয়োগের সৃষ্টি করিতিস্? যাহা হউক, এখন কি করি, কে আর এ হতভাগিনীর পরিত্রাণ করিবে! না হয় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করি, অথবা তাহা উচিত নয়, বসন্তসেনা পরিত্রাণের প্রত্যাশায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিল, ইহা বড় ঘৃণা ও লজ্জার কথা। আর্য্য চারুদত্ত! আমি এখনও জীবিত আছি, তোমাকে প্রণাম করি। শকার কুপিত হইয়া, এখনও গর্ভ-দাসী সেই পাপিষ্ঠের নাম করিতেছে? এই বলিয়া বাম হস্তে বসন্ত-সেনার গলদেশে ধরিয়া কহিল ডাক্ গর্ভদাসি! সেই বেটাকে ডাক্। বসন্তসেনা কণ্ঠ-পীড়ার যাতনায় ব্যাকুল হইয়াও কাতর স্বরে কহিলেন আর্য্য চারুদত্ত! এই বার আমার প্রাণ যায়, অন্তিমকালে পুনরায় তোমাকে প্রণাম করি, আমার শেষাভিবাদন গ্রহণ কর, চরণে স্থান দাও। শকার, এখনও যে তার নাম করে, এই বলিয়া অধিকতর বলপূর্ব্বক তদীয় গলদেশে ধরিয়া প্রহার করিতে লাগিল, মর্, গর্ভদাসি! মর, বসন্তসেনার বাক্যরোধ হইল, মূর্চ্ছিতা ও নিশ্চেষ্টা হইয়া ছিন্নমূল

কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। শকার তদ্দর্শনে সুধাময় হ্রদে, আনন্দময় সাগরে মগ্ন হইয়া কহিল, আঃ! প্রাণ জুড়াইল। পরে অস্থির মনে কহিল, এ কি! আমি এমন অসাধারণ বীরত্বের কর্ম্ম করিলাম, তবে কেন হৃদয় বিকল হইয়া ব্যাকুল হইতে লাগিল; নর-হত্যা করিলে কি হৃদয় এরূপ কম্পিত হয়? যাহা হউক, আমি ত কাহাকেও ভয় করি না। ক্ষণকাল-পরে পুনর্ব্বার হর্ষগদ্‌গদ বচনে বলিল আঃ! এই দুষ্ট বিলাসিনীকে বধ করিয়া মনোরথ পূর্ণ হইল, সকল দুঃখ দূর হইল।

ইহারে বধিয়া, প্রতিফল দিয়া,
কি সুখ হইল অন্তরে।
মোরে না ভজিল, আপনি মজিল,
পড়িল নরক-অন্তরে॥
তবু মম রোষ, নাহি ভজে তোষ,
বধিয়া এ সুখ-কন্টকে।
ইহার শরীরে, দুখ দিব ফিরে,
ফেলিব বনের কন্টকে॥
এবে যার প্রতি, হয় মম মতি,
যদি হেরি কোন পদ্মিনী।
ভাবিয়া এ ভয়, যেন রত রয়,
রবির যেমন পদ্মিনী॥
যদি নাহি ভজে, পর সুখে মজে,
তাহারে তাহারি অম্বরে।
গলায় বাঁধিব, ছুড়ে ফেলে দিব,
যেন পড়ে গিয়া অম্বরে॥

নিজ বল বিক্রমের কথা কি কহিব, বোধ হয় আমার তুল্য পরা-ক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ কেহই জন্মে নাই, অথবা সংশয় ই কেন?—

পার্থ কিসে তুল্য হবে, রমণী বধিল কবে,
আর মম সদৃশ কে বলে।

তাড়কারে বধেছিল, বনে দারা হারাইল,
তবে তারে সদৃশ কে বলে ॥
জননী-জীবন-হারী, নহে বামা-বধকারী,
তবু সে পরশু-বলে বলী।
কেবল বাহুর বলে, বধিনু ধরিয়া গলে,
তবে সে সদৃশ কিসে বলি ॥
যদিও সে বৃকোদর, বাহুযুদ্ধে বীরবর,
বিপক্ষের প্রাণধন নিল।
তারে তুল্য নাহি বলি, নিজ বলে নহে বলী,
চক্রীর কুচক্রে সে জিনিল ॥
ধন্য আমি ধরণীতে, কে আর উপমা দিতে,
অধিক কি কব প্রকাশিয়া।
কি দুর্ভাগ্য মা বাপের, হেন কার্য্য এ পুত্রের,
স্বচক্ষে না দেখিল আসিয়া ॥

এইরূপে নানাপ্রকার আত্মশ্লাঘা করিয়া পুনর্ব্বার বসন্তসেনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কি আশ্চর্য্য! নিশ্বাস থাকিতেও যে মানুষ মরিয়া যায়। ভারতে যেমন জানকীর মরণের কথা শুনিয়াছিলাম, ইহার মৃত্যুও সেইরূপ দেখিতেছি। যাহা হউক, বিট বেটা শীঘ্র আসিতে পারে, এইক্ষণ অপসৃত হইয়া থাকা ভাল, এই বলিয়া উদ্যানের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া রহিল।

এমত সময়ে বিট স্থাবরককে সঙ্গে লইয়া উদ্যানের বহির্ভাগে উপস্থিত হইল, শকারকে তথাবস্থ দেখিয়া কম্পিত-হৃদয়ে কহিল, এ কি! নৃশংস যে দ্বারদেশে নিশ্চিন্ত পতিত রহিয়াছে! ইহা ভাল নয়, অন্তঃকরণে বসন্তসেনার অনিষ্ট শঙ্কাই হইতেছে। যাহা হউক, দেবতারা মঙ্গল করুন, যেন কোন মন্দ বিষয় দেখিতে না হয়।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকারের সমীপে উপস্থিত হইল, কহিল, কাণেলীমাতঃ! স্থাবরককে অনুনয় বিনয় করিয়া আনিয়াছি, ইহার প্রতি আর অহিতাচার করিও না। শকার দর্শনান্তে ব্যস্ত

সমস্ত হইয়া বলিল, মান্য! এলে? মঙ্গল ত সব? স্থাবরক! তুই ভাল আছিস? স্থাবরক বলিল, হাঁ মহাশয়, ভাল আছি। বিট বলিল, কাণেলীমাতঃ! কৈ, আমার ন্যস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ কর। শকার কহিল, কি রকম গচ্ছিত? আমার ত কিছু স্মরণ হয় না। বিট বলিল, কেন, বসন্তসেনা? শকার বলিল, সে তোমারই পিছে পিছে গিয়েছে। বিট ক্ষণকাল বিতর্ক করিয়া বলিল, কৈ, বসন্তসেনা ত ওদিকে যান নাই, তাহা হইলে অবশ্য সাক্ষাৎ হইত। শকার বলিল, তুমি কোন্ দিকে গিয়াছিলে? বিট বলিল পূর্ব্বদিকে। শকার কহিল, বসন্তসেনাও দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। বিট বলিল, না, না, আমি দক্ষিণ দিক্ দিয়াই গিয়াছিলাম। শকার কহিল, বসন্তসেনাও উত্তর দিক্ দিয়া গিয়াছে। বিট বিরক্ত হইয়া বলিল, বল কি? তুমি যে উন্মত্তের ন্যায় কথা কহিতে লাগিলে, শুনিয়া ভয় হইতেছে, অন্তঃকরণও সুস্থ হইতেছে না, সত্য বল, বসন্তসেনা কোথায়? শকার বলিল, আর উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই, তোমার মাথার উপর আপন পা দিয়া দিব্য করিতেছি, মন স্থির কর, আমি বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছি। বিট উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া বলিল, সত্য কি তাঁহাকে বধ করিয়াছ? না, পরিহাস করিতেছ? শকার, যদি আমার কথায় বিশ্বাস না জন্মে তবে না হয় আগে রাজশ্যালক বাহাদুরের বীরত্ব দর্শন করিয়া আইস। এই বলিয়া বসন্তসেনার পতিত দেহ দেখাইয়া দিল।

বিট বসন্তসেনাকে, অয়োঘনাহত সুবর্ণযষ্টির ন্যায় বিবর্ণ, ধূলিধূষরিত ও আলুলায়িত কুন্তলে পতিত দেখিয়া, হা হতোস্মি, হায় কি হইল! আঃ কি আক্ষেপের বিষয়! নৃশংস নরাধম কি করিল! এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। শকার তদ্দর্শনে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল; কহিল, মান্য বুঝি একবার মোরে গেল। স্থাবরক জলসেচন ও বীজনাদি দ্বারা বিটের শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ পরে তাহাকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত দেখিয়া কহিল, মান্য! না দেখিয়া শুনিয়া প্রবহণ আনিয়া আমিই বসন্তসেনার হত্যাকারী হইলাম, আপনি আর কেন অকারণে কাতর

হইতেছেন? এইক্ষণ ব্যাকুল হইয়া কি হইবে? বসন্তসেনাকে কি আর পাওয়া যাইবেক? বিট ভূতলে পতিত থাকিয়াই, হা বসন্তসেনে! হা সৌজন্য-তরঙ্গিণি! হা ভূষিতভূষণে! হা মাদৃশজনাশ্রয়ে! আজি তোমা ব্যতিরেকে নগরের দশা কি হইল! ছার দেশে আর কি রহিল! দয়া দাক্ষিণ্যের নদী বিগলিত হইল, চিরকালের নিমিত্ত প্রীতি-সুখ এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া গেল। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! হে গুণভূষণে! আমি অধিক কি বলিব, তোমার অভাবে এই নগরের অথবা এই দেশের সকল শোভার অভাব হইল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিল, হায়! আমি নিতান্ত ই অবিমৃষ্যকারী, পাষণ্ড, ও নির্ব্বোধ; এই অভাজনের দুষ্ট স্বভাব জানিয়াও গরলহৃদয় পীযূষমুখ খলের আপাত-মনোহর বচনে বিশ্বাস করিয়া কেনই বা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম? আমি এখানে উপস্থিত থাকিলে, মূর্খ কি তাঁহার অঙ্গে কর প্রদান করিতে পারিত? বসন্তসেনাকে এই দুর্ম্মদ দুর্মনুষ্যের নিকটে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া কি, ব্যাঘ্র-সমীপে বালিকাকে, শাকুনিক-সমীপে সারিকাকে ও কালসর্পের সমীপে ভেকীকে রাখিয়া যাওয়া হয় নাই? আঃ আমি কি পাষাণহৃদয়! গমন-কালে তাঁহার সজলনয়ন-বদন দেখিয়াও কেমন করিয়া পা উঠিল! এইক্ষণ তাঁহার সেই ভাব স্মরণ করিয়া বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! কি কষ্ট! কি দুঃখের বিষয়! ওরে নরাধম! তুই বড় পাপাত্মা, ঐ নিষ্পাপ নগরশ্রী স্ত্রীরত্নকে বিনা-দোষে বিনাশ করিলি, ইহা অবশ্য ই ধর্ম্মাধিকরণে উত্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

বিট মনে মনে ভাবিল, এই দুরাত্মা নিজকৃত অকার্য্য আমার উপরে সংক্রামিত করিতেও পারে, ইহার অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। এই স্থির-নিশ্চয় করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইল। শকার সমীপস্থ হইয়া বিটের হস্ত ধারণ করিল। বিট কুপিত হইয়া কহিল, দুরাত্মন্! আমাকে স্পর্শ করিস্ না, আমি তোর সংসর্গে আর থাকিতে চাই না। শকার বলিল, সে কি! তুমি বসন্তসেনাকে বধ করিলে, এখন আমার উপর

দোষ দিয়া কোথায় পলাইয়া যাও? শেষে বুঝি এই স্থির করিয়াছ একাকী আমাকে ফেলিয়া যাইবে, আমি নিঃসহায় হইয়া পড়িয়া থাকিব? বিট মনে মনে কহিল, যা ভাবিয়াছি, সেই ঘটনা ই উপস্থিত; মূর্খ অনায়াসে ই আমার উপরে স্বকৃত দোষ ঘটাইতেছে। অনন্তর ক্রুদ্ধভাবে কহিল তুই বড় ধূর্ত্ত, তোর কিছুই অসাধ্য নাই। শকার কহিল, মান্য! তোমাকে প্রচুর অর্থ দিব, কার্ষাপণ দিব ও শিরস্ত্রাণ দিব, আর গোলমালে কাজ নাই, আমার এই পরাক্রমের প্রশংসা সামান্যতঃ সকলের ই হউক। বিট বলিল, ধিক্, তোমাতে ই থাকুক। স্থাবরক মনে মনে কহিল, এমন অমঙ্গল কথা কহিও না। শকার বিটের কথা শুনিয়া হা, হা, করিয়া হাসিতে লাগিল। বিট বলিল, আর হাসিও না, তোমার হাসি আমাকে ভাল লাগে না; আমি তোমাকে ছিন্নগুণ ধনুর ন্যায় নিতান্ত নির্গুণ জানিয়া পরিত্যাগ করিলাম। শকার বলিল, মান্য! ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও, চল, সরোবরে গিয়া ক্রীড়া করি, পরে উভয়ে নগরে যাইব। বিট বলিল, মূর্খ!—

যখন স্বভাবে ছিলে, আমিও ছিলাম মিলে,
ছিল না অহিত কোন তায়।
এখন তোমার সনে, থাকিতে আমার মনে,
ভয় হয়, আর লাজ পায়॥
নগরে নগরী সবে, সতত শঙ্কিত হবে,
আড়্ চখে নিরখি তোমায়।
কহিবেক পরস্পর, সঙ্গে লয়ে সহচর,
নারীহত্যাকারী ওই যায়॥
কোন দোষে দোষী নই, যদি তব সঙ্গে রই,
সঙ্গ-দোষে দুষিবে আমায়।
বিনা পাপে পাপী হব, কেন বা এ সব সব,
কেন সঙ্গে রব কিবা দায়॥

পরে সকরুণ ভাবে কহিল, আহা বসন্তসেনে!

ভাবিয়া তোমার, সেই সদাচার,
মন মোর এই কয়।
যেন জন্মান্তরে, অধমের ঘরে,
তব জন্ম নাহি হয়॥
সদা সদাচার, গুণের আধার,
বিমল যে কুল হবে।
এরূপ দেখিয়া, জন্ম লও গিয়া,
আশা পূর্ণ হবে তবে॥

বিট পুনর্ব্বার প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল। শকার কহিল, আমার বাগানে বসন্তসেনাকে বধ করিয়া কোথায় পলাইতেছ? আমি তোমার নামে ভগিনীপতির নিকটে অভিযোগ করিব, কি বলিয়া উত্তর দিবে চল, আমি তোমাকে ছাড়িব না, এই বলিয়া বিটের হস্ত ধারণ করিল। বিট বলপূর্ব্বক হস্ত বিমোচিত করিয়া, কি দুরাত্মন্! স্বয়ং হত্যা করিয়া আমার নামে অভিযোগ করিবি? এই বলিয়া চর্ম্ম হইতে তরবারি বাহির করিল। শকার দেখিয়া ভীত ও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া বলিল, কি রে! ভয় পেয়েছিস্ না কি? তবে যা, যেখানে ইচ্ছা হয় চলিয়া যা, তুই আমার কি করিবি? বিট মনে মনে ভাবিল আর এখানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে, যেখানে আর্য্য শর্ব্বিলক, চন্দনক প্রভৃতিরা আছেন সেই স্থানে যাই। এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

শকার কহিল দূর হ। পুত্রক স্থাবরক! তুই কি বিবেচনা করিস্? বসন্তসেনাকে বধ করিয়া ভাল করিয়াছি কি না? স্থাবরক বলিল, মহাশয়! আপনি অত্যন্ত অপকর্ম্ম করিয়াছেন। শকার ঈষৎ হাস্য করিয়া, সে কি রে নরাধম! অপকর্ম্ম করিয়াছি? কেমন করিয়া অপকর্ম্ম হইল? এই বলিয়া নিজ অঙ্গ হইতে কতকগুলি আভরণ উন্মোচন করিয়া, নে, রে, নে, আমি তোকে দান করিলাম, যখন নিজ বেশ ভূষা করিব তখন ইহা আমার, অন্য সময়ে তোর রহিল। স্থাবরক বলিল, আপনকার অঙ্গেই এ সকল ভূষণ শোভা পায়, আমার

ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই। শকার কহিল তবে বৃষদিগকে লইয়া যা, আমি যাবৎ না যাই, আমার প্রাসাদের উপর বসিয়া থাকিস্। স্থাবরক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল।

শকার মনে মনে ভাবিল, আত্ম-পরিত্রাণের নিমিত্ত বিট দর্শনাতীত হইল, স্থাবরককেও সৌধশিখরে নিগড়সংযত করিয়া রাখিব, তাহা হইলেই বসন্তসেনা-ঘটিত ব্যাপার আর প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা রহিল না; তবে এখন গৃহে যাই, অথবা এই দুর্ব্বিনীতাকে আর একবার দেখিয়া যাই, যদি না মরিয়া থাকে পুনর্ব্বার প্রহার করিব। বসন্তসেনার সমীপে উপস্থিত হইয়া দর্শন পূর্ব্বক আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া, এই যে, উত্তম রূপেই মরিয়াছে, আর সন্দেহ নাই, তবে ইহাকে আমার এই প্রাবারক দ্বারা আচ্ছাদিত করি; অথবা তাহা উচিত নয়, প্রাবারকে নিজ নাম লিখিত আছে; যদি কোন আর্য্য পুরুষ আসিয়া দেখে, বুঝিতে পারিবেক। ভাল, না হয় এই রাশীকৃত শুষ্ক পত্রে ঢাকিয়া রাখি। কথিতানুরূপ করিয়া মনে মনে কহিল, এ বেটীর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইল। এখন যাহাতে চারুদত্ত বেটা সমুচিত শাস্তি পায়, করিতে পারিলেই, আমি যেমন সৎপুরুষ, তদনুরূপ কর্ম্ম করা হয়। অতএব বিচারালয়ে গিয়া, "তুচ্ছ অর্থের নিমিত্তে আমার বাগানে প্রবেশিয়া চারুদত্ত বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছে"; এই বলিয়া অভিযোগ করি। তাহার নিপাতের নিমিত্ত এই নূতন কপটতার উদ্ভাবন দ্বারা কীর্ত্তিলতার বীজ বপন করিয়া ত্রিলোকে চিরস্মরণীয় হই। এইরূপ স্থির করিয়া বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল কি আপদ্! আবার সেই শ্রমণক বেটা চীবরখণ্ড হস্তে লইয়া এই দিকেই আসিতেছে! ইহাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি; কি জানি, যদি দেখিতে পায় বৈর-নির্যাতনার্থে বলিতে পারে, "রাজশ্যালক বসন্তসেনার নিধন করিয়াছেন"। দূর হউক, যাহাতে না দেখিতে পায় এমত ভাবে যাই। অনন্তর অর্দ্ধপতিত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিল। প্রমোদ-ভরে কহিতে লাগিল।

ধন্য আমি ধন্য আমি, ভূতল-গগন-গামী,
আর আমি রাজার শ্যালক!
রূপে গুণে ক্ষমতায়, কে মম তুলনা পায়,
ভগ্নীপতি যাহার পালক॥
লঙ্কাপুরে যাইবারে, লঙ্ঘিল যে পারাবারে,
বানর-প্রধান হনুমান্।
দুই হাতে ভিত্তি ধোরে; প্রাচীর লঙ্ঘন কোরে,
হইলাম তাহার সমান॥

এ দিকে ভিক্ষু রাজ-শ্যালকের উদ্যান-সম্মুখবর্ত্তী রাজপথে উপস্থিত হইল, কর-স্থিত চীবরখণ্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ইহা ত প্রক্ষালিত করিলাম, এখন কোথায় শুষ্ক করি; বৃক্ষশাখায় দিলে বানরেরা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে, ভূমির উপরে দিলে ধূলি-দূষিত হইবে। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল রাজশ্যালক দুরাত্মা গৃহে গমন করিল। উদ্যানের মধ্যে পুঞ্জীভূত শুষ্ক পত্রও দৃষ্ট হইতেছে, উহার উপরেই প্রসারিত করিয়া দি। এই বলিয়া বসন্তসেনার উপরিস্থ পত্ররাশির উপরে চীবরখণ্ড প্রসারিত করিয়া দিল। এবং "বুদ্ধায় নমঃ" বলিয়া পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক "পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত যেই জন করেছে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা কহিতে লাগিল; ক্ষণকাল পরে কহিল এ সকল স্বর্গ-লাভ ঘোষণায় কি লাভ হইবে। যিনি দশ সুবর্ণ দিয়া মাথুর দ্যূতকরের হস্ত হইতে আমার নিষ্কৃতি করিয়াছেন, যাবৎ সেই পরম দয়াল উদারচরিতা বসন্তসেনার প্রত্যুপকার না করিব, তাবৎ এই আত্মদেহ তৎক্রীতবৎ বোধ হইতেছে। পরে অবলোকন করিয়া কহিল, এ কি! অকস্মাৎ চীবর খণ্ডের অধঃস্থিত পত্র-পুঞ্জোদরে কি উচ্ছ্বসিত হইতেছে? অথবা তপন-তাপে সঙ্কুচিত পত্র সকল, চীবর-তোয়ে স্তিমিত হইয়া, প্রসারিত-পত্র পতত্রীর ন্যায়, স্ফীত হইতেছে সন্দেহ নাই।

এমত সময়ে বসন্তসেনা কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা-লাভ করিয়া কর-প্রসারণ করিলেন। ভিক্ষু অবলোকনান্তে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল এ কি! পত্র-

পুঞ্জের মধ্য হইতে প্রমদা-জনের হস্ত যে বহির্গত হইতেছে! আহা! দ্বিতীয় হস্তও যে দেখিতেছি। বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, যেন পূর্ব্বে এই কোমল কর-কমল দেখিয়াছি দেখিয়াছি বোধ হয়। অথবা আর অধিক বিচারণায় কি ফল; যে কর-কমল আমাকে অভয় দিয়াছে, দ্যূতকরদিগের দুর্মোচ্য ও দুর্ব্বহ ঋণভার হইতে উদ্ধার করিয়াছে, ইহা সেই হস্ত, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া সত্বর ভাবে পত্রনিচয় উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক চিনিতে পারিয়া বলিল, সত্যই যে সেই মহানুভাবা বসন্তসেনা! বসন্তসেনা পিপাসায় অত্যন্ত কাতরভাবে বদন-ব্যাদান করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু ব্যস্তসমস্ত হইয়া, হায়! জল চাহিতেছেন? জলাশয় দূরবর্ত্তী, করি কি! ভাল, আপাততঃ বদনোপরি, চীবর নিষ্পীড়ন করিয়া দিলে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারেন, এই বলিয়া কথিতানুরূপ করিতে লাগিল। বসন্তসেনা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অতি কষ্টে উঠিয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষু বসন দ্বারা বীজন করিতে লাগিল।

বসন্তসেনা অননুভূত-পূর্ব্ব দুঃখার্ণব-তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন, সম্মুখীন ব্যক্তিকে পোতোপম বোধ করিয়া কাতর ও মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! কে আপনি? ভিক্ষু বলিল আর্য্যে! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমি আপনকার দশ-সুবর্ণ-নিষ্ক্রীত সম্বাহক। বসন্তসেনা বলিলেন স্মরণ হইল, চিনিতে পারিলাম, কিন্তু যেরূপ বচনে আত্ম-বিশেষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা কোন মতেই সম্ভাব্য নহে; বরং প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, মান-ধন মাননীয় জনে কদাচ অমান্য ও সামান্য জ্ঞান করিতে পারিব না। সম্বাহক জিজ্ঞাসা করিল আর্য্যে! কি এ? এরূপ ঘটনার কারণ কি? বসন্তসেনা নির্ব্বেদ-খিন্ন-হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন এখন সবিশেষ কহিতে পারিতেছি না; ফলতঃ যাহা মন্দভাগ্যের সদৃশ, তাহাই আপনি বিবেচনা করিবেন। ভিক্ষু, যাহা হউক, পশ্চাৎ বিস্তারিত শুনিব, এইক্ষণ এই পাদপ-সমীপস্থ লতা অবলম্বন করিয়া গাত্রোত্থান করুন, বোধ হয় শরীরের সন্ধিবন্ধন সকল শিথিল হইয়া থাকিবে!

এই বলিয়া লতা অবনত করিয়া ধরিল। বসন্তসেনা অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে উঠিলেন। সম্বাহক বলিল, এই নিকটস্থ প্রদেশে আমার এক ধর্ম্মভগিনী আছেন। আপাততঃ কোন রূপে সেই স্থানে চলুন, কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিয়া পশ্চাৎ গৃহে যাইবেন। বসন্তসেনা বলিলেন যাইতে কি পারিব? ভিক্ষু বলিল, আস্তে আস্তে চলুন। এ স্থানে অবস্থিতি করা প্রশস্ত নহে। বসন্তসেনা, সত্য বটে, এই বলিয়া, স্বীকার করিলেন, এবং অতিকষ্টে পাদ-বিহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্বাহক অনুগামী হইল। যাইতে যাইতে রাজপথে জনতা দেখিয়া কহিল, সর মহাশয়রা! সর, আমি ভিক্ষু, অবিকৃত-চিত্তে এই তরুণী কামিনীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, ইহাই আমার শুদ্ধ ধর্ম্ম। যাহার হস্ত সংযত, মুখ সংযত এবং ইন্দ্রিয় সংযত আছে, সেই মনুষ্যই এই মনুষ্য-লোকে মনুষ্য-মধ্যে গণ্য, তাহার অন্য লোকের শঙ্কা কি, রাজকুলের ভয় কি, লজ্জা করিবারই বা প্রয়োজন কি! পরলোকও তাহার হস্তে নিশ্চল রহিয়াছে। এইরূপ কহিতে কহিতে বসন্তসেনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিল।

নবম অঙ্ক।

এইকালে শোধনক বিচারপতির আদেশানুসারে বিচারগৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মার্জ্জন ও আসন-বিস্তরণ দ্বারা পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া তৎসন্নিধানে বিজ্ঞাপনার্থ বহির্গত হইতেছিল, অনতিদূরে রাজশ্যালককে দেখিয়া কহিল আঃ! যাত্রাকালেই অমঙ্গল দর্শন! ঐ দুষ্ট দুর্ম্মনুষ্য এ দিকেই যে আসিতেছে। যাহা হউক, ইহার দৃষ্টিপথ পরিহার করিয়া গমন করাই কর্ত্তব্য, এই বলিয়া অন্য পথে প্রস্থান করিল। এ দিকে উজ্জ্বলবেশধারী রাজশ্যালক উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কাহার অনিষ্ট-চেষ্টায় এই শুভাগমন করিয়াছি! হাঁ, স্মরণ হইল, চারুদত্তের নামে অভিযোগ করিতে হইবেক। পরে বিচারালয়ে

উপস্থিত হইয়া দেখিয়া কহিল, এই যে! আসন প্রসারিত হইয়াছে, বোধ হয় বিচারক শীঘ্র আসিবে, ভাল, এই পার্শ্বস্থ দূর্ব্বা-চত্বরে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করি।

এমত সময়ে বিচারপতি, শ্রেষ্ঠী কায়স্থ শোধনক প্রভৃতি জনগণে পরিবৃত হইয়া আসিতে আসিতে কহিতেছেন, শ্রেষ্ঠিন্! বিচারকর্ম্মের পরাধীনতা প্রযুক্ত পর-হৃদয় গ্রহণ করা, বিচারকের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর; দেখ, অর্থী প্রত্যর্থী প্রভৃতি কার্য্যার্থীরা অধিকরণে আসিয়া অন্যায়ানুগত গূঢ়দোষাবৃত কার্য্য সকল ই বিজ্ঞাপন করিয়া থাকে, স্বকীয় দোষ কোন রূপেই ব্যক্ত করে না, সাধু লোকেরাও অসাধুতার অনুবর্ত্তী হয়; বিচারপতিকে ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞতা, কপটানুসরণে কুশলতা, বাগ্মিতা, কোপ-রাহিত্য, স্ব-পর-জনে অপক্ষপাতিতা, স্পষ্টবাদিতা, শিষ্টপালন, দুষ্টদমন, ধর্ম্মরততা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণে মণ্ডিত থাকা নিতান্ত ই আবশ্যক। সুতরাং জনসমাজে তাদৃশ জনের গুণপ্রকাশ সুদূর-পরাহত, সেই উভয় পক্ষের দোষে অযশ ঘটনা ই ঘটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠী কহিল, মহাশয়! আপনি যেরূপ সূক্ষ্মানুসন্ধান ও প্রমাণাদি পর্য্যবেক্ষণে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাদৃক্ দুরবগাহ ন্যায়ানুগত বিচার করা অন্যের সাধ্য নহে, ইহাতেও যদি কেহ আপনকার গুণরাশিতে দোষারোপ করে, অনায়াসে ই সে বলিতে পারে চন্দ্রালোকে অন্ধকার আছে। ফলতঃ আপনকার বিচারে, অন্যায় বিচার হইল, এ কথা কাহারও মুখে কখন শুনি নাই, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি অন্যেরও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সকলে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলেন। বিচারক বিচারাসনে আসীন হইয়া কহিলেন, শোধনক! বহির্গত হইয়া অবগত হও, বিচারার্থী কে কে উপস্থিত আছে। শোধনক যে আজ্ঞা বলিয়া বহির্দ্বারে আগমনান্তে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, জনগণ! বিচারক মহাশয় আদেশ করিতেছেন কার্য্যার্থী কে কে উপস্থিত আছ? শকার শ্রবণান্তে, আহা! এই যে বিচারকেরা এসেছে!

এই বলিয়া সগর্ব্বভাবে অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল, এই আমি বর পুরুষ, রাজার কুটুম্ব, বিচারার্থী, আমার অভিযোগ আছে। শোধনক শ্রবণমাত্র ভীত হইয়া, প্রথমেই রাজশ্যালক বিচারার্থী, না জানি আজি কি বিপদ্ ঘটনা উপস্থিত হয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিল, আর্য্য! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আধিকরণিক মহাত্মাকে বিজ্ঞাপন করিয়া আসি। এই বলিয়া দ্রুত পদে প্রত্যাগত হইয়া সবিশেষ নিবেদন করিল। আধিকরণিক শ্রবণান্তে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিরক্ত হইয়া, আঃ! প্রথমে ই রাজশ্যালক বিচারার্থী! সূর্য্যোদয়কালে উপরাগের ন্যায়, প্রথমে ই অধমের আগমন মহাপুরুষ-নিপাতকর হইতে পারে, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া কহিলেন, শোধনক! তুমি গিয়া বল, এখন আপনি গমন করুন, অদ্য আপনকার অভিযোজনীয় বিষয় দর্শন শ্রবণের অবসর নাই। শোধনক যে আজ্ঞা বলিয়া, বহির্গমন পূর্ব্বক আদিষ্ট মত অবগত করাইল। রাজশ্যালক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কি! আমার অভিযোগ দেখিবে না? আচ্ছা থাকু, এখনি গিয়া রাজাকে, পালককে, ভগ্নীপতিকে জানাইয়া এবং ভগিনীকে ও মাতাকে কহিয়া এই বিচারককে ছাড়াইয়া, এই পদে অন্য ব্যক্তিকে স্থাপিত করিব। এই বলিয়া, ক্রোধ ভরে গমনোদ্যত হইল। শোধনক ভীত হইয়া কহিল, আর্য্য! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, বিচারক মহাশয়কে জানাইয়া আসি। অনন্তর দ্রুত পদে গমন করিয়া বিচারপতির সমীপে সমুদায় বিজ্ঞাপন করিল। বিচারক শুনিয়া কহিলেন, এ মূর্খের কিছুই অসাধ্য নাই, মূলে বল আছে, সকল ই করিতে পারে, ভাল, আসিতে বল। শোধনক গমন করিয়া জানাইল। শকার সহর্ষমনে, মনে মনে কহিল, হাঁ বুঝেছি, প্রথমে বলিল দেখিব না, এখন বলিল দেখিব, বোধ করি বিচারক বেটা ভয় পেয়েছে, এখন যা বলিব তাই প্রত্যয় করাইব, আর তার অন্যথা করিবার সাধ্য হইবে না। এই স্থির করিয়া বিচারক-সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমাদের মঙ্গল, সুখ দিতেও পারি, নাও পারি, সকল ই আমার ক্ষমতা আছে। বিচারক হাস্য রাখিতে না পারিয়া মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া মনে মনে কহিলেন,

আহা! বিচারার্থীর কি স্থির-সংস্কার, কি বাঙ্‌নৈপুণ্য! পরে বলিলেন, উপবেশন করুন। শকার বলিল, হাঁ, আমার ই এ সকল জায়গা, তা যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই বসিতে পারি। শ্রেষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই আমি বসি, শোধনকের প্রতি নেত্রপাত করিয়া, না, এই খানেই বসি, না হয় এই খানেই বসি, এই বলিয়া বিচারকের মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতে উপবেশন করিল। বিচারক কি করেন, মূর্খের ঔষধ নাই, অতএব অসদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ না করিয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনি কি বিচারার্থী? শকার কহিল হাঁ, আমিই বিচারার্থী। বিচারক বলিলেন, আবেদন কি বলুন। শকার বলিল, কানে কানে বলিব। প্রথমে যা বলি মনোযোগ করিয়া শুন, আমি মহৎ ও বৃহৎকুলে জন্মিয়াছি, আমার বাপ রাজার শ্বশুর, সেই রাজাও আমার বাপের জামাই, রাজার শ্যালক আমি, রাজাও আমার ভগিনীপতি। বিচারক বলিলেন, সকলই অবগত আছি। ফলতঃ বিশাল কুলের পরিচয়ে কি ফল? শীলতা ই মনুষ্যের ভূষণ, শীলতা ই মনুষ্যের প্রধান বল, এবং শীলতা ই মনুষ্যের কুল ও নাম উজ্জ্বল করে, দেখ, উর্ব্বর ক্ষেত্রে কি কণ্টকী দ্রুম হয় না? অতএব সে কথায় প্রয়োজন নাই, আবেদন কি তাহাই বলুন। শকার কহিল, এই বলিতেছি যে আমি অপরাধ করিলেও আমার কিছু করিতে পারিবে না, আমার সেই ভগিনীপতি পরিতুষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এবং রক্ষা করিবার নিমিত্ত সকল উদ্যানের উৎকৃষ্ট পুষ্প-করণ্ডক জীর্ণোদ্যান আমাকে দিয়েছে, আমি সেখানে প্রতিদিন গিয়া থাকি এবং সর্ব্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি, আজি সেখানে গিয়া দেখিলাম, বা নাই দেখিলাম, এক মৃত স্ত্রীর শরীর নিপতিত রহিয়াছে।

বিচারক বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কোন্ স্ত্রী বিপন্ন হইয়াছে অবগত আছেন? শকার কহিল, কেন না জ্ঞাত থাকিব, সেই নগর-ভূষণ, কাঞ্চন-শত-ভূষিত, রমণীকে কে না জানে, কোন কুলাঙ্গার অর্থলোভে নির্জ্জন উদ্যানে প্রবেশিয়া বলপূর্ব্বক বাহুপাশ দ্বারা বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু আমি না। এই বলিয়া মুখে হস্তাচ্ছাদন

করিল। বিচারক শ্রবণমাত্র চকিত হইয়া কহিলেন, আঃ নগররক্ষকদিগের কি অনবধানতা! একটা মহাপ্রাণী নিহত হইল, কেহই কি দেখিতে পাইল না? শ্রেষ্ঠী কায়স্থদিগের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, তোমরা আবেদনের বৃত্তান্ত শুনিলে, পত্রস্থ কর, এবং "আমি না" এই কথাটী ব্যবহারের প্রথম পাদ স্বরূপ লিখিয়া রাখ। শকার শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া মনে মনে কহিল, হায় কি করিলাম! ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কহিয়া আপনি ই আপনার বিনাশের হেতু হইলাম! ভাল, দেখি কি হয়। পরে কহিল, ওহে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিধর, বিচারক! কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কি মিছে গোলমাল করিতেছ! আমি বলিতেছিলাম, আমিই কেবল দেখেছি। এইরূপ কহিয়া, লিখিত "আমি না" শব্দটী চরণ দ্বারা পুঁছিয়া দিল। বিচারপতি কহিলেন, অর্থের নিমিত্ত বাহুপাশ দ্বারা বসন্তসেনাকে বধিয়াছে, আপনি তাহা কি রূপে জানিলেন? শকার বলিল, তাহার আভরণযোগ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভূষণশূন্য আছে, ইহাতেই অনুমান করিলাম। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা কহিল, হাঁ, হইতে পারে, এ কথা অসম্ভব নহে। শকার শ্রবণপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া, আঃ, বাঁচিলাম, আর ভয় নাই, ভাগ্যে এমন যুক্তিযুক্ত কথা জুটিয়া গেল, নতুবা বিপাকে পড়িতাম, মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া নিজ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা বিচারককে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! এ বিচার কাহাকে অবলম্বন করিবে? বিচারক বলিলেন, বিচারকার্য্য দুই প্রকার, বাক্যানুসারী ও অর্থানুসারী; যে অভিযোগ বাক্যানুসারে উপস্থিত হয় তাহা বাদী ও প্রতিবাদীকে অবলম্বন করে, আর যে অভিযোগ অর্থ-ঘটিত তাহা বিচারকের বুদ্ধি-নিষ্পাদ্য। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা বলিল, তবে এ অভিযোগে বসন্তসেনার ভ্রাতাকে আনাইতে হয়, কিন্তু তিনি অপ্রাপ্তব্যবহার, ব্যবহারালয়ের অযোগ্য, সুতরাং অগত্যা তাহার মাতাকে আহ্বান করিলে, বোধ হয়, দূষণাবহ হইবে না। বিচারক কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, হাঁ তাহা ই বটে, শোধনক!

কোন বিশেষ না কহিয়া এবং কোন প্রকারে উদ্বেজিত না করিয়া সমাদরপূর্ব্বক বসন্তসেনার মাতাকে আনয়ন কর। শোধনক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল, এবং বসন্তসেনার মাতার সমীপে গিয়া বৃত্তান্ত জানাইল। বৃদ্ধা বিচারকের আহ্বান অপমানকর জ্ঞান করিয়া প্রথমতঃ মৌনভাবে রহিলেন, পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। শোধনক তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বহির্গত হইল। বৃদ্ধা আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলেন, উজ্জয়িনী নগরে নির্ব্বিবাদে বাস করি, কাহার সহিত কিছুই দ্বন্দ্ব নাই, বিচারালয়েরও কোন সম্পর্ক রাখি না, কি জন্য আধিকরণিক মহাশয় আহ্বান করিলেন, বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, এই আহ্বানে সত্যই আমি মোহ-পরবশের ন্যায় ব্যাকুল হইতেছি, হৃদয়ও অতিশয় কাঁপিতেছে। বিচারকের আদেশ, রাজাজ্ঞার ন্যায় অবশ্যই মান্য, কি বলিয়া না যাইব। অনন্তর কহিলেন, ভদ্র শোধনক! কোন্ পথে যাইব দেখাইয়া দাও। শোধনক বলিল, আর্য্যে! চল আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি।

উভয়ে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইল। শোধনক, বৃদ্ধাকে বিচারপতির পার্শ্বস্থ স্ত্রীজনোচিত নির্জন গৃহে রাখিয়া তৎসমীপে বিজ্ঞাপন করিল। বৃদ্ধা বিচারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অভিবাদন পুরঃসর দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন আপনকার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। বিচারক সাদর বচনে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। শকার দেখিয়া কহিল, এলি রে! বুড়ি এলি? বিচারক মধুর বচনে জিজ্ঞাসিলেন ভদ্রে! তুমি কি বসন্তসেনার মাতা? বৃদ্ধা বলিলেন হাঁ মহাশয়! এই অধীনাই তাহার জননী। বিচারক জিজ্ঞাসিলেন বসন্তসেনা এখন কোথায়? বর্ষীয়সী বলিলেন সুহৃদ্-ভবনে গমন করিয়াছে। বিচারক জিজ্ঞাসিলেন তাঁহার সুহৃদের নাম কি? বৃদ্ধা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। বিচারক বলিলেন আর্য্যে! বল বল, লজ্জার আবশ্যকতা নাই, বিচারস্থানে লজ্জা করিয়া প্রশ্নোত্তর না দিলে দোষ আছে। বৃদ্ধা কহিলেন ধর্ম্মাবতার! এই প্রশ্ন বিচারক

মহাত্মার যোগ্য নয়, অন্য লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা কহিল আর্য্যে! ইহা বিচার-বিধির প্রশ্ন, অতএব বলিতে দোষ নাই, বল। বৃদ্ধা চিন্তিতা হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এ কথায় বিচার-নিয়মের কি সম্পর্ক আছে, কেনই বা থাকিবেক; অথবা রাজ-নিয়ম অসঙ্খ্য, আমি তাহার কি বুঝিব। এই বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! যদি ইহা বিচারবিধি, শ্রবণ করুন, বসন্তসেনা নগরীয় শ্রেষ্ঠিচত্বর-নিবাসী আর্য্য চারুদত্তের সদনে গমন করিয়াছে।

শকার শ্রবণমাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিল, শুনিলে তোমরা শুনিলে, চারুদত্ত ইহার কন্যার মিত্র, উহার ঐ কথা লিখিয়া রাখ, চারুদত্তের সহিত আমার এই বিবাদ। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা চলিল, চারুদত্ত বসন্তসেনার মিত্র, এ কথায় দোষ কি? বিচারক বলিলেন, এই বিচার দর্শনে আর্য্য চারুদত্তকেও প্রয়োজন হইতেছে। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা বলিল হাঁ মহাশয়! তাঁহাকেও আনাইতে হয়। বিচারক লেখকের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন, ধনদত্ত! "বসন্তসেনা আর্য্য চারুদত্তের ভবনে গমন করিয়াছে" এই আর্য্যার এই কথা ব্যবহারের প্রথম পাদ স্বরূপে লিখিয়া রাখ। অনন্তর আনত-আননে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর্য্য চারুদত্তকে কি আহ্বান করিব? তাহা কি আমার ক্ষমতার বহি-ভূত হইবে না? এইরূপ বহুবিধ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অথবা রাজ-নিয়মই তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, এই স্থির করিয়া কহিলেন, শোধনক! তুমি আর্য্য চারুদত্তের সমীপে যাও, ব্যগ্র না করিয়া, আমার অভিবাদন জানাইয়া, যথোচিত সম্মান ও সমাদর পূর্ব্বক কহিবে, "প্রস্তাব-ক্রমে আধিকরণিক মহাশয় আপনকার দর্শনার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।"

শোধনক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল এবং চারুদত্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বিচারকের আদেশমত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। চারুদত্ত আহ্বানের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, অগত্যা গমনার্থে সম্মত হইয়া বহির্গত হইলেন। শোধনক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। চারুদত্ত যাইতে যাইতে সন্দিগ্ধ মনে চিন্তা

করিতে লাগিলেন, কেন আমাকে বিচারপতি আহ্বান করিলেন? ধর্ম্মাধিকরণে কোন কর্ম্মই আমার দেখিতেছি না, শরীর ধারণে কখন অভিযোক্তা বা অভিযুক্ত হই নাই, পৌরগণের সহিতও কোন বিপক্ষতা নাই, রাজা আমার কুল শীল সকলই অবগত আছেন, বিচারকেরও অবিদিত নহে, তথাচ এই আহ্বানে নিজ অবস্থা ভাবিয়াই শঙ্কা হইতেছে। পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন বুঝি বা রাজা কার্য্যকঘটিত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছেন? ধরাধিপেরা চারচক্ষু, প্রণিধি দ্বারা অলক্ষিত বিষয়ও প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান, কিছুই তাঁহাদের অগোচর থাকে না; কোন দুরাত্মা বা আমার নামে অভিযোগ করিয়াছে? অন্তঃকরণেও আপনাকে অভিযুক্তের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাহাহউক, অনিশ্চিত বিষয়ে চিন্তিত হওয়া বিফল, উপস্থিত হইলেই বিশেষ জানিতে পারিব। বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার বামাক্ষি স্পন্দিত হইল, বায়সেরাও চতুর্দ্দিকে কর্কশ রব করিতে লাগিল। ভাবিলেন এ কি! এককালে উভয় দুর্লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে কেন? কাকের কঠোর স্বর কোন কালেই কল্যাণকর নহে, যাহা হউক দেবতা যা করেন। উদ্বিগ্ন ও অন্যমনা হইয়া চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছেন, সহসা সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া পরিত্রস্ত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কহিলেন হায়! এ আবার কি!—

পথ আগুলিয়া মম, বিষম এ ভুজঙ্গম,
পড়ে আছে শমনের প্রায় রে।
নীলাঞ্জন-নিভ-কায়, মোর পানে ঘন চায়,
দেখিয়া উহারে ভয় পায় রে॥
চঞ্চল রসনাদ্বয়, প্রসারিত অতিশয়,
শুভ্র চারি দন্ত দেখা যায় রে।
বিনা দোষে রোষ ভরে, তর্জ্জন গর্জ্জন করে,
দুই কক্ষ নিশ্বাসে ফুলায় রে॥
নাহি কোন উত্তেজনা, তথাচ ধরিয়া ফণা,
বার বার মাটিতে চোটায় রে।

চারি দিকে অমঙ্গল, নাহি কোন ভাগ্যবল,
বুঝি আজি বিপাকে মজায় রে ॥

দূরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, মুখও মলিন হইয়া উঠিল। ভাবিলেন যাত্রাকালে বিষধর দর্শনে শুভকর বিষয়ও বিষ হইয়া উঠে, আজি কপালে কি আছে! ফিরিয়া যাইতেও পারি না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া অন্য পথে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন, এমত কালে তাঁহার চরণ স্খলিত হইল, ভাবিলেন কি আশ্চর্য্য! রাজবর্ত্ম পিচ্ছিল বা বন্ধুর নহে, তথাচ পদভঙ্গ হইল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন এমত কালে তাঁহার বাম বাহু স্ফুরিত হইল, অধিকতর কাতর হইয়া যেমন সব্য ভুজ দৃষ্টি করিবার আশয়ে নয়ন ফিরাইলেন, দেখিলেন অনতিদূরে এক গৃধ্র উপস্থিত, ভাবিলেন এ আবার এক অশুভদর্শন, আজি আর কিছুতেই পরিত্রাণ দেখি না, বিধাতা নিতান্তই বক্র হইয়াছেন,—

এ কি বিধাতার রঙ্গ, হইল চরণ ভঙ্গ,
অমঙ্গল কথায় কথায় রে।
বাম বাহু হয়ে বাম, কাঁপিতেছে অবিশ্রাম,
শকুনি আসিল পুনরায় রে ॥
অলক্ষণ বার বার, সংশয় কি আছে আর,
বুঝি সবে মৃত্যু মোর চায় রে।
যেন ষড়যন্ত্র করি, মিলিয়া সকল অরি,
ব্যূহ করি ঘেরিছে আমায় রে ॥

এই বলিয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। শোধনক বলিল আর্য্য! সম্মুখে এই অধিকরণ-মণ্ডপ, প্রবেশ করুন। চারুদত্ত ধর্ম্মাধিকরণে নেত্রপাত করিয়া মনে মনে কহিলেন বিচারগৃহ কি ভয়ঙ্কর! এই স্থান অবিকল হিংস্র-সঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে! অথবা—ঐ বিচারপতি, গম্ভীর-প্রকৃতি, পশুপতির ন্যায়, উচ্চাসনে আসীন রহিয়াছেন। পশ্চাদ্‌ভাগে পরিচারিকা,

চমরীর ন্যায় চামর ধরিয়া বীজন করিতেছে। উভয় পার্শ্বে প্রধান কর্ম্মচারী, ব্যাঘ্রের ন্যায়, এবং লেখক, শ্রাবক ও পত্র-রক্ষক প্রভৃতি কর্ম্মচারি-বর্গ, বৃকগণের ন্যায়, উপবিষ্ট আছে। দ্রুতগামী লিপি-বাহকেরা অশ্বের ন্যায়, যাতায়াত করিতেছে। বাদী ও অর্থীরা, কপির ন্যায়, এবং প্রতিবাদী ও প্রত্যর্থীরা রাসভের ন্যায়, সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। উভয় পক্ষের প্রতিনিধি-গণ, ভল্লুকের ন্যায়, কখন বিচারকের, কখন বা কার্য্যার্থিগণের নিকটে গতায়াত করিতেছে। সাক্ষীরা, চতুর-কর্ণ দ্রুতগামী ও দীর্ঘ-শৃঙ্গ কুরঙ্গের ন্যায়, মনে মনে বাক্য রচনা করিতেছে। চার পুরুষেরা, জম্বুকের ন্যায়, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। দূতেরা, শ্বগণের ন্যায়, চারিদিকে দৃষ্টি-পাত করিতেছে। দান-প্রতিভূ ও দর্শন-প্রতিভূ ব্যক্তিরা, দ্বিরদ ও বৃষভের ন্যায়, উপস্থিত রহিয়াছে। পদাতিকেরা, মহিষের ন্যায়, আলোহিত নয়নে চারি দিকে বেড়াইতেছে। দ্বারপালেরা খড়্গ ধারণ করিয়া, খড়্গীর ন্যায়, দ্বারদেশে রহিয়াছে। দর্শকেরা, মেষগণের ন্যায়, স্থানে স্থানে বেড়াইতেছে। এইরূপে ধূর্ত্ত ও হিংস্র লোকেরা বিচারালয়কে পশুর আলয় করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

চারুদত্ত চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ত্রস্তমনে শল্লকীর ন্যায় রোমাঞ্চিত-শরীরে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে যেমন অন্য মনে প্রবেশ করিতেছিলেন, হঠাৎ ললাটে কবাটের নাসাকাষ্ঠের আঘাত লাগিল, কপালে কর প্রদান ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া পরাবৃত্ত হইলেন, সমধিক চিন্তিত ভাবে কহিতে লাগিলেন, প্রবেশ কালেই এই এক গুরুতর বাধা উপস্থিত, না জানি কপালে কি আছে!—

নয়ন দক্ষিণেতর নিরন্তর নাচিছে।
বায়স কর্কশ রবে অবিরত ডাকিছে॥
অহিত অহি ত আগে পথে দেখা দিয়েছে।
শকুনি অশিব সব আসি কয়ে গিয়েছে॥
কপালে কপাল-ক্রমে যে আঘাত লাগিল।
অশুভ কহিতে আর বাকি বা কি রাখিল॥

পদে পদে বিপদের রাশি আসি গ্রাসিল।
ভাঙ্গিল আশার বাসা দুখ-নদী ভাসিল ॥

যাহা হউক, দেবতা ই আমার একমাত্র ভরসা, এই বলিয়া অবনত মস্তকে সাবধান হইয়া প্রবেশ করিলেন। বিচারক দূর হইতে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, আহা! এই যে আর্য্য চারুদত্ত!—

অম্লান উজ্জ্বল, বদন কমল,
উন্নত নাসিকা শোভিছে তায়।
অপাঙ্গ-বিসারি, আঁখি মনোহারি,
নিন্দি ইন্দীবর প্রকাশ পায় ॥
যে জন এমন, সুজন-রতন,
দোষের ভাজন, কভু সে নয়।
তুচ্ছ যেই ধন, তাহার কারণ,
অকারণ পাপে রত কি হয়?
তুরঙ্গমে নরে, বৃষভে কুঞ্জরে,
স্বভাব-সুলভ চরিত যাহা।
আকার প্রকার দেখেছি সবার,
কভু পরিহার না করে তাহা ॥

কুকর্ম্মান্বিত মানুষেরা ই স্বভাবতঃ ভীত ও সর্ব্বদা চিন্তিত থাকে, তাহাদের মুখচ্ছবি, স্থলগত জলজের ন্যায় শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়, দিবা-সুধাংশুর ন্যায় পাণ্ডুর ও মলিন হয়; তাহারা সমাজে সমাগত হইতে কদাচ সম্মত হয় না। সর্ব্বদা গুপ্ত স্থলে লুকাইতে ও নির্জন স্থলে পলাইতে ই চায়; মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল পড়িল বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে শঙ্কিত ও চকিত হইতে থাকে। কিন্তু নিষ্পাপ ধার্ম্মিক মহাত্মারা সর্ব্বদা নির্দ্দোষ-স্বভাব-সুলভ নির্ভীক-ভাবেই থাকেন, তাঁহাদের বদন-প্রভা, প্রভাকরের ন্যায়, উজ্জ্বল ও অবিকৃত ই থাকে; তাঁহারা, অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক, শমন-সদনেও যাইতে শঙ্কিত হন না। ইহাঁর আকার প্রকার দেখিয়া ই বোধ হইতেছে, ইনি বসন্তসেনাকে

বধ করেন নাই, ইহাঁর মুখমণ্ডলে নির্দ্দোষিতাই সুস্পষ্ট লক্ষিত হই-তেছে। চারুদত্ত সমীপস্থ হইয়া মধুর বচনে সাধুজন-সন্দর্শনোচিত শিষ্টাচার করিলেন। বিচারক যথোচিত সমাদর-পুরঃসর অভ্যর্থনা ও স্বাগতজিজ্ঞাসা করিয়া, আসন দিতে আদেশ করিলেন। শোধনক আসন আনিয়া দিল। চারুদত্ত উপবেশন করিলেন। শকার ক্রুদ্ধভাবে বলিল, আসিলি রে স্ত্রীঘাতক! আসিলি! আঃ, কি ন্যায়ানুগত বিচার! কি ধর্ম্মানুগত বিচার! স্ত্রীবধ-কারীকেও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিল, ভাল, দিক্।

বিচারক মধুর বচনে বলিলেন, আর্য্য সার্থবাহ! আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। চারুদত্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, অবহিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করুন। বিচারক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন, এই আর্য্যার আত্মজার সহিত আপনকার আলাপ বা সম্প্রীতি আছে কি না? ইনি বসন্তসেনার জননী। চারুদত্ত অবলোকনান্তে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! আমি অভিবাদন করি। বৃদ্ধা, বৎস! চিরজীবী হও, এই বলিয়া, ভাবিল আহা, ইহাঁর নাম আর্য্য চারুদত্ত! যেরূপ শুনিয়াছিলাম, ইনি সুসদৃশ ও বরণীয়, সৎপাত্র, সন্দেহ নাই। বিচারক বলিলেন, আর্য্য চারুদত্ত! বলুন বলুন, বসন্তসেনার সহিত আপনকার সম্প্রীতি আছে? চারুদত্ত লজ্জিত ভাবে অধোমুখ ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। শকার বলিল, ওরে চারুদত্ত! তুচ্ছ ধনের লোভে স্ত্রীহত্যা করিয়া, এখন লজ্জাতে ই হউক, বা ভীরুতাতে ই হউক, আপন চরিত্র গোপন করিতেছিস্? কিন্তু বিচারক কোন মতেই তাহা গ্রাহ্য করিবেন না, এখনি যথার্থ বিষয় বাহির করিয়া ফেলিবেন। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা বলিল, আর্য্য সার্থবাহ! বলুন বলুন, লজ্জার আবশ্যকতা নাই, ইহা বিচার-ঘটিত প্রশ্ন, নিরুত্তর থাকা কর্ত্তব্য নহে। চারুদত্ত লজ্জাসঙ্কুচিত মুখে বলিলেন, বিচারক মহাশয়! আমি ইহা কেমন করিয়া বলিব? বিচারক বলিলেন, আর্য্য চারুদত্ত! ইহা ধর্ম্মাধিকরণ, ধর্ম্মের স্থান, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত; প্রশ্নও বিচার-ঘটিত, এজন্য বারম্বার জিজ্ঞাসা

করিতেছি, হৃদয়স্থ লজ্জা পরিত্যাগ কর, সত্য ও স্পষ্ট বল, এস্থলে ছল কৌশলের কথা গ্রাহ্য নহে; রাজনিয়ম ই এই প্রশ্ন করিতেছে, বলিতে দোষ নাই। চারুদত্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, বিচারক মহাশয়! এ বিষয়ে রাজ-নিয়মের সহিত কি সম্বন্ধ আছে? বিচার-ঘটিত প্রশ্নই বা কেন? কোন লোকের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই, আমি কাহারও সহিত কোন ব্যবহারের সম্পর্ক রাখি না। শকার নিজ বক্ষঃস্থলে বারম্বার হস্ত দিয়া আপনাকে দেখাইয়া গর্ব্বিত ভাবে কহিল, অরে! আমার সহিত ব্যবহার, আমি তোর নামে অভিযোগ করিয়াছি। চারুদত্ত বলিলেন, তোমার সহিত আমার কোন সংস্রব ই নাই, আমি তোমার কোন ধার ধারি না। শকার কহিল, ওরে স্ত্রীঘাতক দুরাচার! সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা বসন্তসেনাকে বধ করিয়া, এখন কপটতাপূর্ব্বক গোপন করিতেছিস্? চারুদত্ত বলিলেন, তোমাকে উন্মত্ত-প্রলাপীর ন্যায় দেখিতেছি। পরে উদ্বিগ্ন মনে ভাবিতে লাগিলেন নরাধম কি বলে! প্রিয়তমার অমঙ্গল কথা কেন কহিতেছে? শুনিয়া যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিচারক বলিলেন আর্য্য চারুদত্ত! উহার সঙ্গে অকারণ বাগ্‌যুদ্ধে প্রয়োজন কি? তুমি সত্য বল, বসন্তসেনা তোমার প্রণয়-ভাজন কি না? চারুদত্ত অগত্যা বলিলেন হাঁ মহাশয়! তাহাই বটে। বিচারক বলিলেন, বসন্তসেনা এখন কোথায়? চারু-দত্ত বলিলেন গৃহে গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা কহিল, কি রূপে গিয়াছেন, কখন্ গিয়াছেন, সঙ্গেই বা কে গিয়াছে? চারুদত্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, প্রচ্ছন্ন ভাবে গিয়াছেন ইহাই কি বলিব? শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা কহিল আর্য্য! বলুন বলুন, মৌনভাবে রহিলেন কেন? চারুদত্ত বলিলেন গৃহে গিয়াছেন ইহাই বলিলাম আবার কি বলিব? শকার মুখভঙ্গি করিয়া বলিল আমার পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া গিয়া ধনের লোভে বলপূর্ব্বক বাহুপাশ দ্বারা তাহাকে বধ করিয়া, এখন বলিতেছিস্ গৃহে গিয়াছেন। চারুদত্ত বলিলেন, তুমি নিতান্তই অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছ। বিচারপতি, চারুদত্তের

আকার প্রকার, অভীকতা, নিরাকুলতা ও বচনবিন্যাসে, সাতিশয় সাহস দর্শনে, মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—

যেমন ভূধর-রাজে পরিমাণ করা।
যেমন জগৎপ্রাণে করতলে ধরা॥
যেমন, সম্ভব নহে, সিন্ধু সন্তরণ।
চারুদত্তে দোষী করা হতেছে তেমন॥

অনন্তর কহিলেন মহাত্মা চারুদত্ত ইনি, কেন ঈদৃশ অকার্য্য করিবেন, কদাচ ইহা সম্ভাব্য নহে। শকার কহিল পক্ষপাত করিয়া কি বিচার করিবে? বিচারক অসামান্য-বুদ্ধিশক্তি-প্রভাবে চারুদত্তকে নির্দ্দোষী জানিয়া কহিলেন, দূর মূর্খ,—

হইয়া সামান্য জন, বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ,
করিছ, রসনা তব খসিয়া না পড়িল।
নিদাঘের দ্বিপ্রহরে, দেখিছ নিদাঘ-করে,
তথাচ না দৃষ্টি তব বিচলিত হইল॥
জ্বলন্ত অনলে কর, দিতেছ রে নিরন্তর,
তবু কি সে দহনের দাহনে না দহিল।
এ হেন সাধুর প্রতি, দূষিছ রে দুষ্টমতি,
এখন এ দেহ তব ভূমি নাহি হরিল॥
দেখ রত্নাকর-গত, দেখ রত্নাকর-গত।
বিতরিলা আনাইয়া মণিমুক্তা কত॥
দেখ বসন ভূষণ, দেখ বসন ভূষণ।
অকাতরে বিতরণ করিল যে জন॥
সেই এই গুণধন, সেই এই গুণধন।
ইহার সমান আর আছে কোন্ জন॥
ইনি কল্যাণনিধান, ইনি কল্যাণনিধান।
অধমের মত নহে ইহাঁর বিধান॥

কেন হেন সদাচারী, কেন হেন সদাচারী।
তুচ্ছ ভূষণের লাগি, বধিবেন নারী॥

শকার পুনর্ব্বার বলিল, পক্ষপাত করিয়া কি বিচার করিবে? বৃদ্ধা কহিলেন অরে হতভাগা! অন্যের অজ্ঞাতসারে ন্যস্ত ও তস্করহৃত সুবর্ণভাণ্ডের বিনিময়ে যিনি চতুঃসাগর-সারভূত রত্নমালা প্রদান করেন, সেই মহাত্মা কি যৎসামান্য অর্থের জন্য ঈদৃশ জঘন্য কর্ম্ম করিবেন? কোন রূপেই সম্ভব নহে। ইহাতে অবশ্য কোন নিগূঢ় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু যে কোন রূপেই হউক, আমার সর্ব্বনাশ দেখিতেছি। এই বলিয়া, সজল নয়নে, হা বসন্তসেনে! হা প্রাণাধিকে! হা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! মা গো! তুমি কোথায় গেলে?—

হায় হায় হায় কি ঘটিল, বাছা মোর কেমনে মরিল।
কোথা কোন্ অপরাধে, কে বাদ সাধিল সাধে,
মোর ভাগ্যে কে কাল হইল॥
কত বা ডেকেছে সে আমায়, হায় হায় বুক ফেটে যায়।
যাতনা দিয়েছে যত, রোদন করেছে তত,
কত বা ধরেছে তার পায়।
হায় রে নিষ্ঠুর দুরাচার, কি বা দোষ পাইলি তাহার।
কি বাদ বালার সঙ্গে, কেমনে সোনার অঙ্গে,
করিলি রে নির্দ্দয় প্রহার॥
কি বা মুখ, কি বা নাক কান, কি বা চুল চামর সমান।
রূপের তুলনা তার, জগতে না দেখি আর,
বাণী তার সুধার নিধান॥
পাষাণ-হৃদয় যেই জন, ভুলে যায় হেরিয়া বদন।
রাক্ষসেও হেরে তারে, স্নেহে বধিবারে নারে,
এ ঘাতক না জানি কেমন॥
পোড়া বিধাতার অবিচার, দয়া মায়া কিছু নাহি তার।
কেন হেন রূপ দিল, অকালে কেন বা নিল,
আমার যন্ত্রণা হলো সার॥

চাঁদমুখ আর না হেরিব, মধুমাখা কথা না শুনিব।
কেমনে বা ঘরে যাব, আর কার মুখ চাব,
কি দেখিয়া ভুলিয়া রহিব ॥
আয় গো মা আয় এক বার, ধৈরজ ধরিতে নারি আর।
মা বলিয়া ডাক আসি, শোকের সাগরে ভাসি,
তোমা বিনে সকলি আঁধার ॥
কোথা গেলে পাইব তোমায়, ভেবে কিছু না পাই উপায়।
অভাগীর মুখ চাও, সঙ্গে করে লয়ে যাও,
কোথা গেলে ছাড়িয়া আমায় ॥

এইরূপ করুণ বচনে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। বিচারক বলিলেন আর্য্য চারুদত্ত! বসন্তসেনা পদব্রজে গমন করিয়াছেন, কি প্রবহণে? চারুদত্ত বলিলেন, মহাশয়! তিনি আমার সমক্ষে গমন করেন নাই, অতএব আমি সবিশেষ বলিতে পারি না।

এমত সময়ে নগরাধিকৃত বীরক আসিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। বিচারপতি দেখিয়া কহিলেন, বীরক! কি নিমিত্ত এমত সময়ে আসিলে, সমাচার কি? আর্য্যকের কোন অনুসন্ধান পাইয়াছ? বীরক বলিল ধর্ম্মাবতার! অবধান করুন, সেই গোপালদারকের অন্বেষণ করিতেছিলাম, চতুর্দ্দিকে সৈন্য সকল প্রেরণ করিয়া চন্দনককে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং মধ্যস্থলে রাজপথে ছিলাম, এমত সময়ে এক প্রবহণ আসিয়া উপস্থিত হইল, যানাস্তরণে আবৃত দেখিয়া তদন্ত করণের আবশ্যকতায় চন্দনক অগ্রে প্রবহণ দর্শন করিল, পরে আমি তদ্বচনে সন্দিহান হইয়া, "তুমি অবলোকন করিলে, আমিও অবলোকন করিব," এই বলিয়া উপস্থিত হইবামাত্র চন্দনক কহিল, "আমি তদন্ত করিলাম, তুই আবার তদন্ত করিবি, কে তুই?" এইরূপ কটূক্তি করিয়া চন্দনক আমাকে পদাঘাত করিয়াছে। সকল নিবেদন করিলাম, বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। বিচারক বলিলেন, ভাল, বিচার করিব, কাহার সেই প্রবহণ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? বীরক বলিল, হাঁ মহাশয়! সেই প্রবহণ এই আর্য্য

চারুদত্তের, বাহক বলিয়াছিল, 'আর্য্য চারুদত্তের প্রবহণ, আর্য্যা বসন্তসেনা আরূঢ়া আছেন, পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে তৎসন্নিধানে লইয়া যাইতেছি।' শকার সহর্ষ ভাবে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, শুনিলে তোমরা পুনর্ব্বার শুনিলে, আমার কথা সত্য হইল কি না? আমার পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া গিয়া চারুদত্ত বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছে কি না? বিবেচনা কর।

বিচারক মনে মনে কহিলেন, হায় কি সর্ব্বনাশ!

নির্ম্মল কৌমুদী-যুত কুমুদবান্ধবে।
এবার গ্রাসিল রাহু, বুঝি অনুভবে॥
স্বচ্ছ মণি সম স্বচ্ছ যে সলিল ছিল।
কালবশে কূলপাতে কলুষ করিল॥

ক্ষণকাল অধোমুখ ভাবে থাকিয়া, পরে কহিলেন, বীরক! পশ্চাৎ তোমার অভিযোগের বিচার করিব, সম্প্রতি অধিকরণের দ্বারদেশে যে অশ্ব আছে, তদুপরি আরোহণ করিয়া ত্বরায় দেখিয়া আইস, পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে কোন মৃত অঙ্গনার অঙ্গ পতিত আছে কি না? বীরক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া বলিল, হাঁ মহাশয়! উদ্যানের পার্শ্বে শ্বাপদ-বিলুপ্ত মৃত নারীর কলেবর পতিত দৃষ্ট হইল। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা জিজ্ঞাসিল, স্ত্রী-শরীর বলিয়া কিরূপে চিনিতে পারিলে? বীরক বলিল ভক্ষিতাবশিষ্ট কেশ হস্ত পাণি পাদ দ্বারা উপলক্ষিত হইল। বিচারক বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, হায় লোকব্যবহার কি বিষম!—

নিগূঢ় জানিতে যত প্রকাশি কৌশল।
ততই ঘটিয়া উঠে সঙ্কট কেবল॥
বিচারের রীতি নীতি বড়ই বিষম।
মিথ্যায় সত্যের ভ্রম, সত্যে মিথ্যা ভ্রম॥
বুদ্ধি শুদ্ধি মগ্ন হয় পড়িয়া পাথারে।
পঙ্কগত বৃষ মত উঠিতে না পারে॥

চারুদত্ত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যের বিপদ্ উপস্থিত হইলে ছিদ্র পাইয়া, ঈষৎ মুকুলিত কুসুমে মধুপকুলের ন্যায়, অনর্থরাশি আসিয়া উপনীত হয়। বিচারক বলিলেন, আর্য্য চারুদত্ত! কেন আর ছল কৌশল কর, কাপট্য ছাড়, সত্য কথা প্রকাশ কর; ক্ষণকাল পরে কিছুই গোপন থাকিবে না, সকলই ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। চারুদত্ত বলিলেন, বিচারক মহাশয়!—

দুষ্ট দুরাশয়, নষ্ট যেই হয়,
পরগুণে দ্বেষ করে।
রাগে অন্ধ রহে, পরে দোষী কহে,
বাসনা বধিতে পরে॥
যদি জাতি দোষে, অথবা আক্রোশে,
মিথ্যা কহে দুরাচার।
তাহাই প্রমাণ, করিবেন জ্ঞান,
বিচার নাহি কি তার?
যদি লতা ডালে মূলে, রহে বিকসিত ফুলে,
তবু তার তুলিতে সে ফুল।
যে আমি না নত করি, কভু না টানিয়া ধরি,
পাছে ভাঙ্গে তার শাখা মূল॥
সেই আমি হয়ে লোভী, মধুকর-পক্ষ-শোভি,
দীর্ঘতর চিকুর ধরিয়া।
কোন্ প্রাণে কি বিচারে, বধিব সে প্রমদারে,
অশ্রুমুখী কাতরা দেখিয়া॥

শকার বলিল, অহে বিচারক মহাশয়! তোমরা কি পক্ষপাত করিয়াই বিচার করিবে? এখনও এই দুরাচার চারুদত্তকে আসনে উপবিষ্ট রাখিয়াছ? বিচারক বলিলেন অনুচিত বটে। শোধনক! চারুদত্তকে আসন হইতে উঠাও। চারুদত্ত, বিচার করুন মহাশয়! বিচার করুন, এই বলিয়া আসন পরিত্যাগ পুর্ব্বক ভূমিতে উপবেশন

করিলেন। শকার আহ্লাদিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি যে পাপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহা অন্যের ঘাড়ে পড়িল, তবে যেখানে চারুদত্ত বসিয়াছিল, ঐখানে গিয়া বসি। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বলিল, চারুদত্ত! দেখ্ দেখ্, আমাকে দেখ্; বল্ বল্ বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছি। চারুদত্ত শকারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, বিচারক মহাশয়! "দুষ্ট দুরাশয়, নষ্ট যেই হয়" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা পুনর্ব্বার বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—

মৈত্রেয় হে! একি দায় ঘটিল আমায়।
এমন সময়ে সখা রহিলে কোথায়॥
প্রিয়ে! অকলঙ্ক কুলে জনম তোমার।
পতিপরায়ণা কে বা তব তুল্য আর॥
না জানি কেমনে তুমি ধরিবে জীবন।
হায় হায় কেমনে বা রবে সুতধন॥
রোহসেন! না দেখিলে বিপদ্ আমার।
দেখিতে না পাইলাম চাঁদমুখ আর॥
পরসুখে সুখী তুমি হও অকারণ।
তোমার এ দুখে দুখী নাহি কোন জন॥

যাহা হউক, বসন্তসেনার সমাচার অবগত হইবার জন্য ও শকটিকা নির্ম্মিত প্রদত্ত সুবর্ণালঙ্কার প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত, অনেক ক্ষণ হইল, মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার নিকটে পাঠাইয়াছি, এখনও কেন প্রত্যাগত হইলেন না। ঐইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এখানে মৈত্রেয় বসন্তসেনার সদনে যাইবার নিমিত্ত আভরণজাত সমভিব্যাহারে অধিকরণের সম্মুখবর্ত্তি পথে আসিতে আসিতে মনে মনে কহিতেছেন, আর্য্য চারুদত্ত আমাকে আদেশ করিয়াছেন, যে, "বসন্তসেনা বৎস রোহসেনকে স্বকীয় সুবর্ণালঙ্কার-গুলি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, ইহা গ্রহণ করা উচিত নয়, অতএব তুমি এই ভুষণ-

জাত লইয়া প্রত্যর্পণ করিয়া আইস।" যাহা হউক, বসন্তসেনার নিকটে যাইতে হইল। এমত সময়ে শুনিলেন, চারুদত্ত বিচারালয়ে আহূত হইয়াছেন, অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে কহিলেন, হায়! সে কি, কি কারণে প্রিয়বয়স্য ধর্ম্মাধিকরণে আহূত হইয়াছেন? কোন বিশেষ প্রয়োজন ত দৃষ্ট হয় না, লোকেরাও স্পষ্ট বিবরণ করিতেছে না, অথচ উদ্বিগ্নচিত্তে ও ম্লানবদনে আমার প্রতি অবলোকন করিতেছে। অতএব কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, পশ্চাৎ বসন্তসেনার নিকটে গমন করিব, অগ্রে প্রিয়বয়স্যের সমীপে যাই, এই স্থির করিয়া বিচারালয়ে প্রবেশ করিলেন। বিচারপতিকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া কহিলেন, মহাত্মা সার্থবাহ কোথায়? বিচারক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা প্রদর্শন করিলেন। মৈত্রেয় সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, বয়স্য! কেন এ ভাবে বসিয়া আছ, কুশল ত? চারুদত্ত বলিলেন, যদি দেবতা করেন, হইবে। মৈত্রেয় বলিলেন, কেন তোমাকে উদ্বিগ্ন উদ্বিগ্ন দেখিতেছি, কি নিমিত্তে আহূত হইয়াছ? চারুদত্ত দুঃখিত ভাবে অভিযোগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। মৈত্রেয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, কোন্ দুরাত্মা এ কথা বলে? চারুদত্ত শকারকে দেখাইয়া দিলেন। মৈত্রেয় বলিলেন, বসন্তসেনা ভবনে গিয়াছেন, কেন এ কথা বলিলে না? চারুদত্ত বলিলেন, কহিয়াছিলাম, অবস্থাদোষে গ্রহণ করিল না। মৈত্রেয় বিচারকের প্রতি নেত্রপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে আর্য্যগণ! যিনি আপণ, বিহার, আরাম, দেবালয়, তড়াগ, কূপ ও যূপমণ্ডল দ্বারা উজ্জয়িনীকে অলঙ্কৃত ও সুশোভিত করিয়াছেন, সেই মহামতি কি সামান্য অর্থের জন্য ঈদৃশ অকার্য্য করিবেন? কোন মতেই গ্রাহ্য নহে। সক্রোধ ভাবে কহিলেন অরে কাণেলীসুত, রাজশ্যালক, উচ্ছৃঙ্খল, দোষভাণ্ড, বহুসুবর্ণমণ্ডিত মর্কট! বল্ বল্ আমার সাক্ষাতে একবার বল্। অরে পাষণ্ড! পাছে পল্লবচ্ছেদ হয় বলিয়া যিনি কুসুমিতা হইলেও বল্লরীকে আকর্ষণ করিয়া কুসুমাবচয় করেন না, সেই প্রিয়বয়স্য কি উভয়-লোকবিরুদ্ধ এতাদৃশ অপকর্ম্ম করিবেন? থাক্ কুলটাপুত্র! তোর হৃদয়-সদৃশ কুটিল

এই যষ্টি দ্বারা তোর মাথা শতখণ্ড করিয়া ফেলি। শকার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, শুন মহাশয়রা শুন, চারুদত্তার সহিত আমার বিবাদ, এই কাকপদ-সদৃশ-মস্তক দুষ্ট বামুনা বেটা আমার মাথা শতটুকরা করিবে কেন? অরে দাসীর পুত্র দুষ্ট বামুন্! তুই তাহা মনেও ভাবিস্ না। মৈত্রেয় কুপিত ভাবে, তুই বেটা করিবি কি? এই বলিয়া যষ্টি উঠাইলেন। শকার ক্রোধান্বিত ও নিকটাগত হইয়া মৈত্রেয়কে প্রহার করিতে লাগিল। মৈত্রেয়ও প্রতিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিচারক নিবারণার্থ আদেশ দিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মৈত্রেয়ের কক্ষদেশ হইতে ভূষণজাত ভূতলে পতিত হইল। শকার অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কহিল, দেখ মহাশয়রা দেখ! এই সেই তপস্বিনী বসন্তসেনার অলঙ্কার; চারুদত্তকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ঐ নরাধম, এই তুচ্ছ ভূষণের নিমিত্ত তাহাকে মেরে ফেলেছে। বিচারক প্রভৃতি সকলে অবলোকন করিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন। চারুদত্ত জনান্তিক ভাবে মৈত্রেয়কে বলিলেন,—

হায় এ বিষম কালে এ কি সর্ব্বনাশ!
প্রিয়ার এ অলঙ্কার হইল প্রকাশ॥
বুঝি মোর ভাগ্য দোষে বিপদ্ ঘটিল।
ভূষণ পতিত হয়ে পাতিত করিল॥

মৈত্রেয় বলিলেন যথার্থ কথা বল না কেন? চারুদত্ত কহিলেন সখে! কহিলে কি হইবে? নৃপতির নেত্র অতিশয় দুর্ব্বল, যাথার্থ্য দেখিতে পায় না, সুতরাং আমার অতি কুৎসিত মৃত্যুই দেখিতেছি। বিচারক বলিলেন হায় কি আক্ষেপের বিষয়!

বিরুদ্ধ মঙ্গল যার অমঙ্গলকর।
বৃহস্পতি অতি ক্ষীণ বিঘ্নের আকর॥
আবার অপর গ্রহ ধূমকেতুসম।
উঠিল তাহার পার্শ্বে অধিক বিষম॥

শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা বসন্তসেনার মাতাকে কহিল, আর্য্যে! এই অল-

কারগুলি বসন্তসেনার কি না? অবহিত হইয়া দর্শনান্তে যথার্থ বল। বৃদ্ধা অবলোকনান্তে কহিল ইহা সদৃশ বটে, কিন্তু ইহা তাহা নহে, শকার কহিল হা গর্ব্ভদাসি! বুড়া হয়েছিস্ তবু তোর এত চতুরতা! চখে কহিলি, মুখে মূক হইলি? বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, দূর হতভাগা! যা মুখে আইসে তাহাই বলিস্? শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা বলিল আর্য্যে! উহার সঙ্গে কেন? তুমি আভরণগুলি বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া অপ্রমত্ত-ভাবে সত্য বল, ইহা তোমার কন্যার কি না? গোলযোগ করিয়া বলা উচিত নহে। বৃদ্ধা বলিলেন আর্য্য! শিল্পি-কুশলতায় ইহা দৃষ্টিরোধ করিতেছে, ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না; না, সে অলঙ্কার নয়। বিচারক বলিলেন তুমি এ অলঙ্কারগুলি চিনিতে পার কি না? বৃদ্ধা বলিলেন আমি ত কহিলাম যদিও ঠিক্ সেইমত বটে, তথাচ এ অলঙ্কার আমি চিনি না, অথবা কর্ম্মকুশল কোন শিল্প-কর অনুরূপ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেক। বিচারক ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া বলিলেন, শ্রেষ্ঠিন্! একাকার উভয় বস্তুর সৌসাদৃশ্য হইয়া থাকে; নির্ম্মাণ-দক্ষ শিল্পকরেরা এক বস্তু দেখিয়া অবিকল তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিতে পারে; বৃদ্ধার কথা নিতান্ত অসঙ্গত ও অলীক বোধ হয় না, এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা বলিল, হাঁ মহাশয়! এ কথা যথার্থ বটে; আমরাও অনেক দেখিয়াছি, তবে এ অলঙ্কারগুলি আর্য্য চারুদত্তের, সন্দেহ নাই। চারুদত্ত বলিলেন, না, না, আমার নহে, এ অলঙ্কার এই আর্য্যার দুহিতার। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা বলিল, তবে ইহা কি রূপে তদঙ্গ-বিরহিত হইল? চারুদত্ত, প্রদানের কথা কহিতে লজ্জিত হইয়া কহিলেন, 'হইল, হইল, হাঁ ইহা,' এই-রূপ অর্দ্ধোক্তি করিয়া ম্লানমুখে ব্রীড়িত, ও অপ্রতিভের ন্যায় মৌন-ভাবে রহিলেন। শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা সন্দিহান হইয়া বলিল, আর্য্য চারুদত্ত! সত্য বল, সত্যে সুখলাভ হয়, সত্য কথায় কোন দোষ ও পাপ নাই, সত্যবাদী সত্য কহিয়া সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়, অত-এব 'সত্য' এই দুই অক্ষরকে অলীকপঙ্কে নিমগ্ন ও আবৃত করিও না। চারুদত্ত বলিলেন, ভদ্র! প্রাণান্তেও অনৃত কহিব না, আভরণের

বিষয়ে বিশেষ বলিতে পারি না, কিন্তু মদ্‌গৃহ হইতে আনীত হইল, ইহাই জানি। শকার কহিল, আমার বাগানে বসন্তসেনাকে মেরে ফেলে আভরণ গুলি লইয়া গিয়াছিলি, এখন কপটতা করিয়া গোপন করিতেছিস্। বিচারক অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন আর্য্য চারুদত্ত! সত্য বল, নতুবা আমাদের মনোরথের সহিত এখনি তোমার এই সুকুমার অঙ্গে কর্কশ কশা পতিত হইবে, নিশ্চয় বলিলাম। চারুদত্ত বলিলেন বিচারক মহাশয়! আমি নিষ্পাপ তেজঃপুঞ্জ মহাত্মাদিগের অন্বয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সাহস করিয়া বলিতে পারি, কখন মিথ্যা বলি নাই, ও কোন পাপ করি নাই, তথাচ যদি পাপী বলিয়া জ্ঞান করেন, এই হত নিষ্পাপ প্রাণে প্রয়োজন কি? অথবা বসন্তসেনা-বিরহিত জীবনেই বা ফল কি, মনে মনে এই স্থির করিয়া কহিলেন, বিচারক মহাশয়! আর বহুবাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, আমি লোকদ্বয়ানভিজ্ঞ নিতান্ত নৃশংস, 'সেই রমণীরত্নকে,' এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া বলিলেন, অবশিষ্ট কথা ঐ ব্যক্তি বলিবেক, এই বলিয়া শকারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। শকার বলিল, অরে! (মেরে ফেলিছি) তুই আপন মুখেই বল্, মেরে ফেলিছি। চারুদত্ত কহিলেন তুমিই বলিলে, আর আমার বলিবার প্রয়োজন কি? শকার ব্যস্ত সমস্ত ও সহর্ষচিত্তে বলিল, শুন মহাশয়রা! শুন, এ বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছে, আপন মুখেই অঙ্গীকার করিল, এখন ইহার শারীর দণ্ড বিধান করিতে হয়। বিচারপতি কহিলেন, হাঁ তাহাই বটে। রাজপুরুষগণ! এই অপরাধী চারুদত্তকে ধৃত কর। রাজপুরুষেরা চারুদত্তের হস্তে ধরিল। বৃদ্ধা অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন, বিচারক মহাশয়! ক্ষমা করুন ইহা সদ্বিচার নহে, যিনি চৌরাপহৃত তুচ্ছ সুবর্ণালঙ্কারের পরিবর্ত্তে ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা পুনর্ব্বার বলিয়া কহিলেন, যদিও ইনি আমার তনয়ার প্রাণসংহার করিয়া থাকেন, করিয়াছেন, এই দীর্ঘায়ুঃ জীবিত থাকুন; বিশেষতঃ অর্থী প্রত্যর্থীতেই ব্যবহার, আমি এ বিষয়ে অর্থিনী নহি, কোন আপত্তিও রাখি না, অভিযোগও করি নাই, তবে কেন অকারণে অবিচার করিতেছেন, ইহাঁকে ছাড়িয়া দিউন। শকার

ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, দূর্ গর্ভদাসি! এর সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি? এর যা হউক তা হউক, তোর সে কথায় কাজ কি? তুই চলে যা। বিচারক বলিলেন, আর্য্যে! তুমি গৃহে যাও; রাজপুরুষগণ! ইহাকে বিদায় করিয়া দাও। বৃদ্ধা, হা বৎস! হা পুত্রক! হা সর্ব্বগুণালঙ্কৃত! এই রূপে নানাপ্রকার শোকোক্তি ও রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। শকার, অপরিসীম আনন্দ-নীরে ভাসিতে ভাসিতে মনে মনে কহিল, আঃ! ইষ্টসিদ্ধি হইল, আমি যেমন লোক তাহার মত করিলাম, এই অসাধ্য সাধন কি সামান্য লোক দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে? আর কেন, এখন ঘরে যাই, এই বলিয়া বহির্গত হইল, অত্যন্ত সহর্ষ মনে কহিতে লাগিল,—

আজি কুতূহলে, নগরে সকলে,
নয়নে আমারে হেরিয়া।
কত আশীর্ব্বাদ, কত ধন্যবাদ,
করিবে রহিবে ঘেরিয়া॥
করিয়া চাতুরী, ভারি বাহাদুরী,
করিনু এখানে আসিয়া।
হরিষ অন্তরে, চলে যাই ঘরে,
সুখের সাগরে ভাসিয়া॥

এইরূপ কহিতে কহিতে প্রস্থান করিল। বিচারক বলিলেন, আর্য্য চারুদত্ত! নির্ণয়করণে আমাদের প্রতি ভারার্পণ আছে, তৎপরে রাজার ইচ্ছা বলবতী; তথাপি, শোধনক! তুমি রাজসন্নিধানে গিয়া নিবেদন কর,—

এই নারী-হত্যাকারী হয় ব্রহ্মজন্তু।
বধ-যোগ্য নহে বিপ্র, বলেছেন মনু॥
শাস্ত্রমতে অব্যাহত সম্পদ্-সহিতে।
নির্ব্বাসন-যোগ্য হয় এ রাজ্য হইতে॥

শোধনক যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রস্থান পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া সজল

নয়নে কহিল, ধর্ম্মাবতার! আমি রাজসন্নিধানে, আদিষ্ট সমুদায় কথা নিবেদন করাতে, তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আদেশ করিলেন "যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লোভে বসন্তসেনার প্রাণবধ করিয়াছে তদীয় গলদেশে সেই অলঙ্কার বন্ধন করিয়া ডিণ্ডিমধ্বনি পূর্ব্বক তাহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া গিয়া শূলে দেওয়া কর্ত্তব্য। লোকেরা দেখিয়া সাবধান হউক, যে কোন ব্যক্তি এবম্বিধ অকার্য্য করিবেক, তাহাকে এইরূপ গুরুতর দণ্ডে দণ্ড দেওয়া যাইবে।" চারুদত্ত শ্রবণান্তে জীবনে নিরাশ্বাস হইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত কাতর-ভাবে কহিতে লাগিলেন, হায়! রাজা কি অবিবেচক, কি অবিমৃষ্যকারী, কি বিচারবিমূঢ়, অধিকৃতের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই অনায়াসে ব্রাহ্মণ-বধের আদেশ দিলেন; অথবা অনুমান করি, ঈদৃশ বিচারানলে কুমন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিপাতিত হইয়া মহীপালেরা কৃপণ দশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এইরূপ অবিচারে কত কত নিষ্পাপ ব্যক্তি হত হইয়াছে ও হইতেছে; যাহা হউক, এ চিন্তায় আর কোন ফল নাই, (অদৃষ্টফলভুক্ পুমান্) আমার অদৃষ্টে ইহাই ছিল, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, সখে মৈত্রেয়! তুমি গৃহে যাও, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া জননীকে আমার শেষ প্রণাম জানাইবে। ক্ষণকাল স্তব্ধ ও বাষ্পাকুল লোচনে থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, আর তাঁহাকে কি কহিব; সখে! রোহসেনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবে, নিতান্ত শিশু পিতৃহীন হইল, দেখিও, যেন অশন-বসনের জন্য ক্লেশ না পায়, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, আর কথা কহিতে পারিলেন না, স্নেহরসে কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং নয়নদ্বয় অশ্রু-নীরে ভাসিতে লাগিল। মৈত্রেয় বিষণ্ণ বদনে কাতর নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বয়স্য! মূল ছিন্ন হইলে পাদপের পালন কি রূপে হইতে পারে? চারুদত্ত বলিলেন, না, না, এমন কথা কহিও না, লোকান্তরস্থ লোকের পুত্রই দেহপ্রতিকৃতি, অতএব আমার প্রতি তোমার যাদৃশ স্নেহ আছে, রোহসেনের উপরেও সেইরূপ রাখিবে। মৈত্রেয় বলিলেন,

বয়স্য! আমি তোমার প্রিয়বয়স্য হইয়া তোমা ব্যতিরেকে কি জীবন ধারণ করিব? মনেও ভাবিও না। চারুদত্ত কি বলেন, উত্তর করিতে না পারিয়া কহিলেন, ভাল, একবার রোহসেনকে আনিয়া দেখাও, জন্মের মত পুত্রমুখ দর্শন করিয়া, নয়ন মন শীতল করি। মৈত্রেয় বলিলেন, হাঁ, তাহাকে আনয়ন করা কর্ত্তব্য বটে।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে বিচারক বলিলেন, শোধনক! এই ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া দাও। শোধনক আদেশানুসারে নিকটস্থ হইল। মৈত্রেয় রোদন করিতে করিতে অগত্যা বহির্গত হইলেন, মনে মনে বিচারকের প্রতি, রাজার প্রতি ও আপনাদিগের ভাগধেয়ের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। বিচারক বলিলেন, কে কে এখানে আছ? চণ্ডালদিগকে রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন কর, এই বলিয়া সজলনয়নে শোধনক ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রতি চারুদত্তের রক্ষার ভার দিয়া অন্যান্য রাজপুরুষ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। শোধনক বলিল, আর্য্য চারুদত্ত! এ দিকে আইস। চারুদত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অরে পাপিষ্ঠ পালক ভূপাল! কে তোর পালক নাম রাখিয়াছিল? তুই প্রজাপালক কখনই নহিস্, বরং সম্পূর্ণ রূপেই প্রজাপালক দেখিতেছি।

অনলে গরলে, জলে তুষানলে,
পরীক্ষা দিবার তরে।
বলিলাম কত, হয়ে জ্ঞান-হত,
না শুনিলি গর্ব্ব-ভরে॥
মত্ত অহঙ্কারে, এ ছার বিচারে,
কি বুঝিলি দোষ গুণ।
রিপুর বচনে, আজি অকারণে,
ব্রাহ্মণে করিলি খুন॥
দোষে দোষী নই, মিথ্যা নাহি কই,
যদি দ্বিজ হই আমি।

পুত্র পৌত্র সম, অবশ্য অধম!
হইবি নরকগামী॥
ওহে দিবাকর, দেব পরাৎপর,
সাক্ষী তুমি সবাকার।
বুঝে ব্যবহার, কর সুবিচার,
কি কহিব আমি আর॥

অনন্তর শোধনকের প্রতি কহিলেন, চল যাইতেছি, এই বলিয়া তৎসমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন।

দশম অঙ্ক।

অনন্তর দুই জন চণ্ডাল অধিকরণ-মণ্ডপে উপস্থিত হইল। শোধনক রাজাজ্ঞা সম্পাদনার্থে চারুদত্তকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিল। চণ্ডালেরা চারুদত্তকে বধ্যোচিত বেশ পরিধান করাইয়া দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া চলিল।

ক্রমে নগরমধ্যে এই অবিচারিত ব্রহ্মবধের বৃত্তান্ত প্রচারিত হইল। পৌরবর্গ, হা হতোঽস্মি, হা বঞ্চিতোঽস্মি, হায় কি হইল! অরে নির্ঘৃণ, দুশ্চরিত, দুরাত্মন্, রাজশ্যালক! কি করিলি! মহাত্মা চারুদত্ত অতিশয় সদ্বৃত্ত, কদাচ ইনি স্ত্রীহত্যা করেন নাই, অকারণে চক্রান্ত করিয়া প্রাণিহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, মহাপুরুষহত্যা ঘটাইলি! হে অবিমৃষ্যকারিন্ পালক ভূপাল! এই কি তোমার সুবিচার হইল? যিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন কোন পাপকর্ম্মে পদার্পণ করেন নাই, যিনি দীন দশায় দিন যাপন করেন তথাচ হীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, যিনি তুচ্ছ সুবর্ণ ভূষণের বিনিময়ে সেই বসন্তসেনাকে মহামূল্য রত্নমালা প্রদান করিয়াছিলেন, অতি জঘন্য মদমত্ত মূর্খতমের কথায় এতাদৃশ পুরুষরত্নকে অলঙ্কারহারী স্ত্রীবধকারী বিবেচনা করিলে? ব্রহ্মবধ তুচ্ছ ও শ্যালকের কথাই কি মান্য হইল? হে বিচারক! ভাবদর্শনে দোষাশ্রিত

জন-গণের ভাব বুঝিতে পার, এ বিষয়ে তুমি কি নিরূপণ করিলে? হায়! সার্থবাহের বংশ কি পরিণামে ঈদৃশ কুৎসিত দশা প্রাপ্ত হইল? হা আর্য্য চারুদত্ত! হা পুরুষগুণনিধে! হা প্রণয়িজনবল্লভ! শেষ দশায় কি তোমার কপালে এই ছিল? হায়! এত দিনে উজ্জয়িনী রত্ন-শূন্য, বদান্য-শূন্য, ও কল্পতরু-শূন্য হইল; ক্ষমা অনাথা হইল, দয়া অশরণা হইল, পরোপকৃতি-পক্ষিণীর কুলায়বৃক্ষ ভগ্ন হইল; ধৈর্য্য! তুমি নিরাধার হইলে, বিনয়! তুমি নিরাশ্রয় হইলে। হে ধর্ম্ম! কে আর তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে, হে সত্য! কে আর তোমাকে সমাদর করিবে। হায়! সুহায়হীন, বান্ধবহীন, পিতৃহীন হইয়া কি রূপে এ ছার দেশে আর বাস করিব, কে আর আমাদের ভার লইবে? কে আর আমাদের দুঃখ শুনিবে? কে আর আমাদের বিপদ্‌সাগরে পোতস্বরূপ হইবে? এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে রাজপথ উদ্দেশে ধাবমান হইল।

চণ্ডালেরা রাজপথে জনতা দেখিয়া কহিতে লাগিল, সর মহাশয়রা! সর,সর, পথ ছাড়িয়া দাও, কি দেখিতেছ? সজ্জন-বিহগাবলীর আবাস পাদপ এই সাধু পুরুষ কালপরশুধারে ছিদ্যমান হইবেন বলিয়া কি দেখিতে আসিয়াছ, আর্য্য চারুদত্ত! চল চল। চারুদত্ত বিষণ্ণ বদনে কহিতে লাগিলেন, হায়! পুরুষভাগ্যের কি অচিন্তনীয় ঘটনা! আমি কি ছিলাম, ক্ষণকালের মধ্যে কি হইয়া পড়িলাম, আমি মনুষ্য, কিন্তু বধ্যবেশ ধারণ করাইয়া আমাকে পশুর ন্যায় করিয়াছে। আমার গাত্র অবশ হইতেছে, শ্রোত্র বধির হইতেছে, নেত্র নিরীক্ষণশক্তি-রহিত হইতেছে, চরণও অবশ হইয়া গমনশক্তি-বিহীন হইতেছে।

হায় কি কপাল মোর, চুরি না করিয়া চোর,
হইনু মজিনু ঘোর পাপে।
চণ্ডাল লইল প্রাণ, নরকেও নাহি স্থান,
ভাবি, ভাবি দশা, তনু কাঁপে॥
নয়ন-সলিল-সঙ্গ, ধূলায় ধূষর অঙ্গ,
লোহিত চন্দন দিল তায়।

নূতন বসন পরা, শ্মশান-কুসুম ধরা,
বেশেই বিবশ বুঝি কায়॥
আসিছে বায়স সব, করিছে কঠোর রব,
ভাবিছে খাইব বলি গিয়া।
চলিছে সম্মুখে পাছে, বসিছে কখন গাছে,
চাহিছে মস্তক বাঁকাইয়া॥
নাশিবে চণ্ডালগণ, হাসিবে বিপক্ষ জন,
ভাসিবে স্বগণ শোক দুখে।
ধাইবে শকুনি যত, পাইবে মনের মত,
খাইবে আমারে মহা সুখে॥"

পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সকরুণভাবে কহিতে লাগিলেন, হায়!—

এই পুরবাসিগণ, হেরে মোর এ ঘটন,
সজল নয়নে খেদ করিছে।
নিন্দিয়া মানবজনু, নিন্দিয়া মানবতনু,
শিব শিব হরি হরি স্মরিছে॥
ভূপতির অনুমতি, নিবারিতে কি শকতি,
আমারে রাখিতে নারি দহিছে।
এক মনে এক ধ্যানে, চাহিয়া আমার পানে,
স্বর্গলাভ হোক্ এই কহিছে॥

চণ্ডালেরা কহিল, পথ ছাড়, সকলে পথ ছাড়, কি দেখিতেছ? গোপ্রসব, নক্ষত্রসংক্রমণ ও সৎপুরুষের প্রাণবিপত্তি দেখিতে নাই, অতএব গৃহে যাও, পথ ছাড়। এক জন চণ্ডাল কহিল, ওরে ভাই বীরক! গগন হইতে আমার গায়ে কি পড়িল? ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—

নগরে পুরুষ-নিধি এই সাধু জন।
কালের আদেশে আজি হইল নিধন॥
তাই বুঝি অন্তরীক্ষ করিছে রোদন।
অথবা এ মিনি মেঘে অশনি পতন॥

দ্বিতীয়, উন্মুখ হইয়া কহিল, ওরে ভাই! তা নয়।—

গগন-রোদন নয়, বজ্রও না বোধ হয়,
সে বজ্র কি এত ভয়ঙ্কর।
তাই আমি বলি যাহা, হয় কি বা নয় তাহা,
বুঝ হে সুবোধ গুণাকর ॥
সৌধোপরি আরোহিয়া, দেখিছ যে দাঁড়াইয়া,
সারি সারি পুর-নারীগণ।
আলু থালু কেশ-পাশ, আলু থালু নীল বাস,
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ন ॥
আমি ত না নারী বলি, শ্যামল জলদাবলী,
নারী রূপে উঠেছে উপরে।
ঐ দৃষ্টি দৃষ্টি নয়, সৌদামিনী বোধ হয়,
চঞ্চলতা হেরে ভয় করে ॥
বলিছে যে হায় হায়, বিলাপ না বলি তায়,
প্রলয়ের বজ্র বোধ হয়।
ঐ অশ্রু অশ্রু নয়, সৃষ্টিনাশী বৃষ্টি হয়,
বুঝি বিনাশিল সমুদয় ॥

চারুদত্ত শ্রবণান্তে ঊর্দ্ধে নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, হায়!—

সৌধোপরি আরোহিয়া, অর্দ্ধ বাতায়ন দিয়া,
বাহির করিয়া অর্দ্ধ মুখ।
কুলজা কামিনীগণ, আঁখি-বারি বরিষণ,
করিছে কহিছে মনোদুখ ॥
বদনে বলিছে ঘন, হায় বিধি এ কেমন,
আহা চারুদত্ত সদাচারী।
দেশে হলো অবিচার, বাস করা নহে আর,
রাজা হলো ব্রহ্ম-বধ-কারী ॥

কিয়দ্দূর গমন করিয়া চণ্ডালেরা কহিল, ঘোষণার এই প্রথম স্থান, ঢোল পিটিয়া ঘোষণা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর ডিণ্ডিমবাদ্য করিয়া

উচ্চৈঃস্বরে কহিল, শুন সকলে শুন,—সার্থবাহ বিনয়দত্তের পৌত্র মহাত্মা সাগরদত্তের পুত্র এই আর্য্য চারুদত্ত, যৎসামান্য ধনের লোভে শূন্য পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া গিয়া বসন্তসেনার প্রাণ সংহার করিয়াছেন, এই লোপ্ত্র অলঙ্কারের সহিত ধৃত হইয়া স্বয়ংও স্বীকার করিয়াছেন, বিচারে প্রাণদণ্ড স্থির করিয়া মহারাজ পালক, ইহাঁকে বধিবার নিমিত্ত আমাদিগের প্রতি আদেশ দিয়াছেন, তোমরা সাবধান হও, যে কোন ব্যক্তি ঈদৃশ উভয়-লোক-বিরুদ্ধ অকার্য্য করিবে তাহারও রাজা এইরূপ দণ্ড বিধান করিবেন। এই বলিয়া প্রসারিত করে অলঙ্কার সকল দেখাইয়া পুনর্ব্বার ডিণ্ডিম-ধ্বনি করিল। চারুদত্ত শ্রবণান্তে নির্ব্বেদ-নীরে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায়!—

শত মখে সুপবিত্র যে গোত্র আমার।
বেদ-গান-গায়কেরা যশ গান্ যার॥
তীর্থে মঠে পুণ্য-তরু-মূলে দেবস্থলে।
সভায় প্রতিষ্ঠা যার করেছে সকলে॥
মারিবারে লয়ে যায় মরিবারে যাই।
হায় এ সময়ে এ কি শুনিবারে পাই॥
সে গোত্রের নামে, এই নীচ দুরাচার।
ঘোষণায় অপযশ ঘুষিছে আমার॥
সহিতে না পারি আর দগ্ধ হলো কান।
ছাড় রে ত্বরায় দেহ, ঘৃণাহীন প্রাণ॥

কর্ণে কর প্রদান করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে বসন্তসেনে!—

শশিমুখি! শশিকর সম শুভ্র মনোহর,
রদন, বদন-শোভী তব।
রুচির প্রবাল সম, ওষ্ঠাধর নিরুপম,
সুমধুর মধুর বিভব॥
সুমুখি! সে মুখসুধা আস্বাদে গিয়াছে ক্ষুধা,
তৃষ্ণার হয়েছে অবসান।

এখন অবশ হয়ে, কেমনে যাতনা সয়ে,
করি হে অযশো-বিষ পান ॥

চণ্ডালেরা কহিল, সর মহাশয়রা সর সর, এই অসুবর্ণ-ভূষণ, গুণ-নিধি ও সজ্জনগণের বিপত্তরণ-সেতু আর্য্য সার্থবাহ নগর হইতে অপনীত হইতেছেন বলিয়া কি দেখিতে আসিয়াছ?—

ধন জন সুখে সুখী যে জন যখন।
সে সুখ সময়ে তার মিলে বহু জন ॥
বিপন্ন জনের পক্ষে হিতকারী হয়।
জগতে না দেখি হেন সাধু সদাশয় ॥

চারুদত্ত চারি দিক্ অবলোকন করিয়া কহিলেন,—

এই সখাগণ, সকলে এখন,
বসনে বদন ঢাকি।
দেখে দূরে যায়, ফিরে নাহি চায়,
ভাবে পাছে আমি ডাকি ॥
সুখের সময়ে, বিনা পরিচয়ে,
অনেকেই সখা হয়।
দুখের দশায়, ফেলে চলে যায়,
কথাটাও নাহি কয় ॥

হায়! আমি কি এতই নরাধম, এতই পাপাত্মা ও এতই জঘন্যের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িলাম! ক্ষণকাল পূর্ব্বে যাঁহাদের জীবনতুল্য স্নেহভাজন ছিলাম, সেই চিরপরিচিত বন্ধুগণ, সেই স্নেহকারী বান্ধবগণ, আমাকে নারী-বধ-কারী দুরাত্মা জ্ঞান করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র, মার্জ্জারের ন্যায় লোভী, ভুজঙ্গের ন্যায় খল, কুম্ভীর ন্যায় পাপী, গৃধ্রের ন্যায় ঘৃণাস্পদ ও কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর, ভাবিয়া দূর হইতেই পরিত্যাগ করিতেছেন! হায়! সর্ব্বংসহা ভূতধাত্রী বসুমতীও কি আমার ভার সহ্য করিতে পারিলেন না? তবে আর কাহাকে কি কহিব, কে আর আমার ভার লইবে? হে ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই

তোমার বিদিত, অতএব আমি কৃতাঞ্জলি ও কাতর হইয়া বিনয় করি, তুমি আমার এই অপ্রতিবিধেয় অপার বিপৎসাগরে পোতস্বরূপ বন্ধু হও, এখন ই আমার জীবন গ্রহণ করিয়া উপকার কর, আর যেন, আমাকে এক পদও চলিতে না হয়, এক নিমিষও মুখ দেখাইতে না হয়, এবং এই অসহ্য যন্ত্রণা-শূল সহ্য করিতে না হয়। হে মৃত্যু! তুমি ভিন্ন এ সময়ে আর কেহই হিতকারী হইতে পারিবে না, আমি শরণাগত, চরণানত হইতেছি, শীঘ্র আমার প্রাণ লও, এই ঘোর বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ কর। এইরূপ খিদ্যমান চিত্তে গমন করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, "মৈত্রেয় হে! এ কি দায় হইল আমায়" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এখানে মৈত্রেয় বিচারাগার হইতে বহির্গত হইয়া রোদন করিতে করিতে সার্থবাহের গৃহ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ই শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিবে, এই শঙ্কায় তাঁহার চরণ আর অগ্রসর হয় না। ক্ষণকাল দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে তদীয় আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইল। তাঁহাকে অশ্রুমুখ দেখিয়া কাহাকেও আর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। অন্তঃপুরে ও বহির্ভবনে একদা হৃদয়-বিদারণ রোদন-ধ্বনি উত্থিত হইল। চারুদত্তের মাতা বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া, হা পুত্র! হা বৎস! হা বৃদ্ধাবলম্বন! হা অন্ধজন-লোচন! তুমি কোথায় আছ? একবার দেখা দাও, মা বলিয়া কাছে এস, তাপিত প্রাণ শীতল কর; হায় কি হইল! হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যায়, আর যে সহ্য হয় না। ওরে পোড়া প্রাণ! তুই এখনও এই নির্ঘৃণ দেহে রহিয়াছিস্! হা পোড়া বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল! আমাকে ঈদৃশ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকসাগরে নিমগ্ন করিলি! এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। চারু-দত্ত অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন,' নির্ধন-দশাতেও বৃদ্ধা জননীকে পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় পরম সুখে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র-বৎসলা মাতা পুত্রের দীন দশা দেখিয়া জীবন্মৃতার ন্যায় দুর্ব্বলা, জীর্ণা ও শীর্ণা হইয়াছিলেন। সুতরাং রোদন করিতে করিতে বাতাহত কদলীর

ন্যায়, ভূতলশায়িনী হইয়া মূর্চ্ছিতা ও পতিতা রহিলেন, মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সার্থবাহের সহধর্ম্মিণী এই মর্ম্ম-বিদারণ কথা শ্রবণমাত্র, ছিন্নমূল লতার ন্যায়, ধূলায় পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। বধূচিত লজ্জায় উচ্চৈঃস্বরে রোদনে অক্ষম হওয়াতে, তদীয় হৃদ্‌গত শোকানল হৃদয়মধ্যেই দ্বিগুণতর জ্বলিতে লাগিল। অশ্রুজলে মিলিত ধুলিরাশি পঙ্কবৎ বিলিপ্ত না হইলে, বোধ হয় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইত। পতিপ্রাণা সতী ক্ষণকাল মূর্চ্ছিতা ও চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায়, স্পন্দন-রহিতা রহিলেন। অসহ্য-বেদন নূতন বৈধব্য-দুঃখ সহ্য করাইতেই বুঝি বিধাতা তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন করিয়া দিলেন। তখন হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! হা প্রিয়দর্শন! এই ত্বদধীন-জীবিতা দুঃখি-নীকে অনাথা করিয়া কোথায় চলিলে? তুমি আমাকে অনন্য-সুলভ স্নেহ করিতে, ক্ষণকালের মধ্যে সেই স্নেহ পরিত্যাগ করিলে? কৈ একবার আসিয়া ত দাসীকে দর্শন দিলে না? রোহসেনকে যে অতি-শয় ভাল বাসিতে! তাহা কি একবারেই ভুলিয়া গেলে? তুমি আজি অধিকরণ-মণ্ডপে গমন কালে ক্ষণকাল আমার মুখ পানে চাহিয়া রহিলে, আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিব করিব করিয়া লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না; এই ক্ষণ তোমার সেই লোচনরঞ্জন বিলোচন স্মরণ করিয়া বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। আমি যে তোমার অগ্রে তনুত্যাগ করিব বলিয়াছিলাম, কৈ এখনও ত মরিলাম না, সে কথা আমার কোথায় রহিল? হায়! আমার হৃদয় কি পাষাণময়! বিধাতা কি স্ত্রীজাতির শরীর দৃঢ়তর লৌহে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? যে হেতু এ দেহ এখনও চূর্ণ ও শতধা বিভিন্ন হইল না? হে নাথ! যদিও আমি তোমা ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও এই নির্ঘৃণ জীবন রাখিব না, কিন্তু প্রিয়তমের দারুণ ঘটনার কথা শুনিয়া, ধূতা দেবী ক্ষণ কালও জীবিত ছিল, এই অপযশ আমার রহিয়া গেল। হায়! আর্য্যপুত্র অবিষহ্য কষ্ট পাইয়া তনু-ত্যাগ করিবেন শুনিয়া, এখনও জীবিত আছি? না, এমত বোধ হয় না, যিনি আমার জীবন তিনি জীবন

পরিত্যাগ করিবেন, আমি জীবিত থাকিব ? আমার জীবন কি অগ্রে বহির্গত ও তাঁহার অনুগত হইবে না! হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা সখীগণ! প্রাণেশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া কি তোমরাও একবার দর্শন দিলে না ? হায়! এই হতভাগিনীর এখনও কি মৃত্যু হইল না ? কৃতান্তও কি আমাকে পাপীয়সী রাক্ষসী বোধ করিয়া সমীপস্থ হইতে শঙ্কা করিতেছেন! হে নির্দ্দয় হৃদয়! প্রিয়তমের প্রতি তোর যে তত স্নেহ ছিল, যখন এখনও তনু ত্যাগ করিতেছিস্ না, তখন তোর সেই স্নেহ কেবল অলীক ও কৈতব বোধ হইতেছে। হে দয়িত! আমি তোমার দাসী, দাসীকে সঙ্গে করিয়া না লইলে, পরলোকে কে তোমার চরণসেবা করিবে ? হে প্রিয়তম! আমি সাংসারিক দুঃখে দুঃখ বোধ করি নাই, পিতৃগৃহ-সুখে অভিলাষ করি নাই, কেবল তোমার সেই সর্ব্বদুঃখবিনাশন বদন-কমল দেখিলেই সুখী হইতাম ও আমার সকল দুঃখ দূর হইত। হে হৃদয়ভূষণ! আমি মনে করিয়াছিলাম, অল্প বয়সে একবারেই রোহসেনের উপনয়ন ও বিবাহ দিব, এবং বড় ও সুন্দরী দেখিয়া বধূ করিব, অনন্তর অল্প কালেই পৌত্রমুখ দেখিতে পাইব, পরে কিছু কাল নাতীর সহিত সুখে মানবজন্মের সার সুখ ভোগ করিয়া, চরমে পরম পদ লাভের আশায় উভয়ে তপোবনে যাইব; আজি আমার সেই আশালতা ক্ষণকালের মধ্যেই সমূলে উন্মূলিত হইল। হায়! যদি পীড়া হইত, দশ দিন সেবা করিতাম, পরমায়ু নাই বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিতাম এবং এই অযশ হুতাশ হইতে রক্ষা পাইতাম। লোকে সার্থবাহের সহধর্ম্মিণী বলিয়া পরিচয় দিলে, সুধা-সলিলে প্রমোদ-রসে ভাসমান হইতাম, এখন সেই পরিচয়-কথায় নিন্দাবাদ বোধে লজ্জিত সঙ্কুচিত ও আনত আননে পলায়িত হইতে হইবে। অয়ি নির্ঘৃণে নির্দয়ে রদনিকে! আর ধূলায় পতিত থাকিয়া কি হইবে ? আমি এখনও জীবিত আছি শুনিয়া প্রাণবল্লভ কি মনে করিবেন; উঠিয়া শীঘ্র চিতা সাজাইয়া দাও; দগ্ধ বিধি বিবিধ প্রকারেই আমার দেহ দগ্ধ করিল, এখন প্রজ্বলিত চিতানলে অবগাহন করিয়া এই দগ্ধ দেহ শীতল করি; এই বলিয়া ত্বরিত

চরণে, গলিত বসনে, আলুলায়িত কেশে, উন্মত্তার বেশে, রদনিকার সকাশে যাইয়া, হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু বিফল-প্রয়াস হইয়া পুনর্ব্বার তৎসন্নিধানেই পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন।

মৈত্রেয়, শ্মশান-দেশে শবের ন্যায়, স্থানে স্থানে সকলকে পতিত ও মৃতপ্রায় দেখিয়া বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, কাহার মুখে জল দিবেন, কাহাকে বীজন করিবেন; আকুল হইতে লাগিলেন। এক বার ভাবিলেন যদি শোকতাপে মাতা ও ধূতা দেবীর প্রাণত্যাগ হয় তদপেক্ষা আর শ্রেয়ঃ কি? আবার ভাবিলেন এমন কি পুণ্য করিয়াছে? বরং বয়স্যের বিনাশে ইহারা অবিনশ্বর হইল! বজ্রপাতে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, অভিতপ্ত হইলে লৌহও দ্রব হয়, কিন্তু ইহাদের শরীর অভেদ্য অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃতই রহিল। পুনর্ব্বার ভাবিলেন, রোহসেনের কপাল অতি মন্দ, হত বিধির কিছুই অসাধ্য নাই, সতী স্ত্রীরা পতির মরণে জীবনকে তূলা অপেক্ষাও লঘুতর জ্ঞান করে, শোক-বিকলা ধূতা দেবী যদি প্রাণ ত্যাগ করেন, এই হতভাগ্য শিশুর কি দশা হইবে! এই-রূপ বিবেচনা করিয়া, জল দান ও ব্যজন সঞ্চালন দ্বারা সকলের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রোহসেন, ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইল এবং জননীর হস্ত ধারণ কয়িয়া উঠাইতে লাগিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল আর্য্য! ইহারা কেন কাঁদিতেছে? মৈত্রেয় আর নেত্র-বারি ধারণ করিতে পারিলেন না, ধারাবাহি-নয়নধারা বহিতে লাগিল। রোহসেন তাঁহাকেও রোরুদ্যমান দেখিয়া সমধিক চিন্তিত হইল ও বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মৈত্রেয় কি করেন, কহিলেন বৎস! কি বলিব, দুরাত্মা পালক ভূপাল তোমার পিতার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিয়াছে। বালক, বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল আর্য্য! প্রাণ দণ্ড কি?

"প্রাণ দণ্ড কি" এই কথা শ্রবণমাত্র সকলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। রোহসেন সমধিক ব্যাকুল হইয়া কহিল, আর্য্য! চল আমরা শীঘ্র পিতাকে ডাকিয়া আনি। মৈত্রেয় বিলাপকারিদিগের ক্রন্দনসলিলে নিমগ্ন ও আকুল হইয়া, রোহসেনকে

সার্থবাহের সমীপে লইয়া যাইবার কথা বিস্মৃতই ছিলেন, সহসা স্মরণ করিয়া, শিশুর বাক্য বহির্গমনের অনুকূল ভাবিয়া কহিলেন, হাঁ বৎস! তাহাই বটে, চল আমরা বয়স্যকে আনয়ন করিতে যাই, এই বলিয়া শোকাকুলগণের জীবনে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া শিশু-সমভি-ব্যাহারে বহির্গত হইলেন।

এ স্থলে চারুদত্ত চণ্ডালগণের সহিত যাইতেছেন, এমত সময়ে অনতি দূরে এক শব্দ হইল, 'হা তাত! হা বয়স্য!' চারুদত্ত শুনিতে পাইয়া সকরুণভাবে চণ্ডালদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অহে স্বজাতি-মহত্তর! আমি তোমাদের নিকটে কিছু ভিক্ষা চাই। চণ্ডা-লেরা বলিল আমাদিগের সমীপে আপনি কি কিছু প্রতিগ্রহ করি-বেন? চারুদত্ত বলিলেন না না, তাহা নহে, আমি পরকালের নিমিত্ত পুত্রমুখ দর্শনার্থে কিছু অবসর প্রার্থনা করি। চণ্ডালেরা বলিল, হানি কি? ত্বরায় পুত্রকে আনাও। চারুদত্ত বলিলেন বোধ হয় আমার পুত্রটি এই জনতার পশ্চাদ্ভাগেই আসিতেছে।

এদিকে মৈত্রেয় রোহসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া চারুদত্ত-দর্শ-নার্থে আগমন করিতেছেন। রোহসেন নিতান্ত শিশু ও সুকুমার-শরীর, দ্রুত গমনে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া ত্বরিত পাদবিক্ষেপে অক্ষম হইলেন। মৈত্রেয় তদ্দর্শনে চারুদত্ত-সন্দর্শন-লাভে সন্দিহান হইয়া কহিতে লাগিলেন চল বৎস! চল চল, আর অধিক দূর নাই। রোহ-সেন কি করে, পিতৃদর্শন লালসায় সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর গমনান্তে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবারি বিনির্গত হইতে লাগিল, শ্রমজ নিশ্বাসে কোমল-তর বক্ষঃস্থল প্রমাণাধিক কাঁপিতে লাগিল, এবং মুখবিধু বিধুন্তুদ-গ্রস্ত বিধুর ন্যায় মলিন হইয়া উঠিল। মৈত্রেয় তদবলোকনে নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হা বিধাতঃ! নিদ্রিত হইলে যাহাকে ভোজন করাইতে পারা যায় না, বালকান্তরের সহিত বিবাদ হইলে যে মাতৃ-সন্নিধানে অভিযোগ করে, দুর্লভ লাভের নিমিত্ত অদ্যাপি যে অতিশয় উৎপাত করিয়া থাকে, এবং ভয়হেতু দেখিয়া

এখনও যে জননীর ক্রোড় কৃতান্তের অগম্য বোধ করে, সেই ধনহীন বান্ধবহীন সহায়হীন শিশুকে পিতৃহীন করিলি? হায় কি বিড়ম্বনা! এখনও এ অধিক দূরে গমন করিতে সক্ষম হয় নাই, পিতার অভাবে নিতান্ত নির্ধনভাবে কেমন করিয়া শীতাতপ ও ক্ষুধা সহ্য করিবেক। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অগত্যা রোহসেনের মতেই ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সমধিক জনতা দৃষ্টে তন্মধ্য দিয়া বালক সমভিব্যাহারে দ্রুত-গমন দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া হা বয়স্য! হা বয়স্য! এবং রোহসেন, হা তাত! হা তাত! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। চারুদত্ত তাহাদিগকে সমীপস্থ বুঝিয়া পুনর্ব্বার চণ্ডালদিগের নিকটে অভ্যর্থনা করিলেন। চণ্ডালেরা, রে পৌরগণ! ক্ষণকাল পথ ছাড়িয়া দে, আর্য্য চারুদত্ত পুত্রমুখ দর্শন করিবেন। এই বলিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া, মৈত্রেয় ও রোহসেনকে আহ্বান করিল। চারুদত্তকে বধ্যবেশধারী ও চণ্ডালদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেখিয়া মৈত্রেয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সজল নয়নে কহিলেন চল, বৎস! চল চল, তোমার পিতার প্রাণদণ্ড করিতে লইয়া যাইতেছে। রোহসেন হা তাত! হা তাত! এবং মৈত্রেয় হা বয়স্য! হা বয়স্য! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইলেন। চারুদত্ত, পুত্র ও মিত্রকে দেখিয়া হা পুত্র! হা মৈত্রেয়! এই বলিয়া সকরুণ ভাবে কহিতে লাগিলেন হায় কি কষ্ট!—

পরলোকে নিরন্তর রব তৃষ্ণাতুর।
হতভাগ্য, কোথা পাব সলিল প্রচুর॥
একমাত্র তায় শিশু কুমার আমার।
ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে রবে কত বারি তার॥

যাহা হউক, এখন পুত্রকে কি দিব, কিছুই আমার নাই! স্বকীয় শরীরে নেত্রপাত ও যজ্ঞোপবীত দর্শন করিয়া, আহা! এই আমার পরম ধন নবগুণ আছে, ব্রহ্মসূত্রটী ব্রাহ্মণের অমূল্য রত্ন, যদিও ইহা মৌক্তিক হার ও কাঞ্চনমালা নহে, কিন্তু বিপ্রগণের অতুল্য ভূষণ,

সন্দেহ নাই, যেহেতু ইহার দ্বারাই দ্বিজাতিরা দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া পুত্রকে উপবীত প্রদান করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তদীয় মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এক জন চণ্ডাল কহিল আইস রে চারুদত্ত! আইস। দ্বিতীয় কহিল অরে, তুই আর্য্য চারুদত্তকে নিরুপপদ ও জঘন্য সম্বোধনে আহ্বান করিতেছিস্? অরে মূর্খ! বিবেচনা করিয়া দেখ্,—

বিপন্ন বলিয়া এই সাধু সদাশয়।
অনাদর-সম্ভাষণ-যোগ্য কভু নয়॥
নিশাকরে গ্রাস করে রাহু দুরাচার।
তথাচ কি বন্দনীয় নহে সবাকার॥

রোহসেন কহিল, অরে চণ্ডালেরা! আমার পিতাকে কোথা লইয়া যাও? চারুদত্ত বলিলেন বৎস! আর কি দেখিতেছ, ছেদনীয় ছাগের ন্যায় গলে করবীরমালা প্রদান করিয়া আমাকে বধিবার নিমিত্ত লইয়া যাইতেছে। চণ্ডালেরা বলিল, বালক!—

যদিও চণ্ডালকুলে জন্মিয়াছি বটে।
তথাচ চণ্ডাল নহি কহি অকপটে॥
সজ্জনের অভিভব করে যেই জন।
সেই পাপী, সেই হয় চণ্ডাল দুর্জ্জন॥

রোহসেন কহিল তবে কেন তাতকে বধিতে লইয়া যাইতেছ? দেখ, আমার কাছে আর কিছু নাই এই কাপড়খানি দিতেছি ছাড়িয়া দাও। চণ্ডালেরা বলিল দীর্ঘায়ুঃ! এ বিষয়ে রাজনিয়োগ অপরাধী, আমাদের কোন দোষ নাই। রোহসেন কহিল বরং আমাকে বধ কর, পিতাকে ছাড়িয়া দাও। চণ্ডালেরা সজল নয়নে বলিল প্রিয় বালক! তোমার মধুমাখা কথা শুনিয়া দুঃখে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, পিতার প্রতি ঈদৃশ ভক্তি ও স্নেহ দেখিয়া, প্রার্থনা করি দীর্ঘজীবী হও। হায়! আমরা কি নরাধম! এমন বালকের পিতাকে স্বহস্তে বধ করিতে হইল? দগ্ধ উদরের নিমিত্ত পাপের একশেষ

করিতেছি। চারুদত্ত, তনয়ের অমৃতায়মান বচন শ্রবণ করিয়া কারুণ্য-রসে মগ্ন হইলেন এবং মুখ-চুম্বন করিয়া বক্ষঃস্থলে উঠাইয়া লইলেন, নয়ন-যুগল হইতে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল, কহিলেন,—

এই সুত সর্ব্ব-সুখধাম। নন্দন, নন্দন তাই নাম।
স্নেহের সর্ব্বস্ব নিধি, বাছিয়া দিয়াছে বিধি,
নাহি আর হেন অভিরাম॥
কি বা দীন কি বা ধনবান। উভয়েরি সমীপে সমান।
ধনী ভাবে যেই ভাবে, অধন তেমতি ভাবে।
সুতই করে তুল্য সুখদান॥
কি বা নর, কি বা অন্য প্রাণী। সবে সুখী হেরে মুখখানি।
সুত-ধন আছে যার, কি ছার মাণিক তার,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ অনুমানি॥
এ নহে সে মলিন অঞ্জন। অপরূপ নয়ন-রঞ্জন।
অনুশীর অচন্দন, অদ্ভুত এ বিলেপন,
হৃদে নিলে জুড়ায় জীবন॥

মৈত্রেয় বলিলেন ভদ্র! বরং আমার প্রাণদণ্ড কর, প্রিয়-বয়স্যকে ছাড়িয়া দাও। চণ্ডালেরা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল আর্য্য! অপরাধীর কি প্রতিনিধি হইতে পারে? তুমি জ্ঞানী হইয়া কেন এমন অসঙ্গত কথা কহিতেছ? আইস আর্য্য চারুদত্ত! আইস। দ্বিতীয় কহিল অরে, ঘোষণার এই দ্বিতীয় স্থান, অতএক ঘোষণা কর। চারুদত্ত ঘোষণা শ্রবণানন্তর মনস্তাপে তাপিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—

কপালের দোষে মোর হেন দশা ঘটিল।
জগৎ ব্যাপিয়া ঘোর অপযশ রটিল॥
অবশেষে হতভাগ্যে এই ফল ফলিল।
প্রাণ গেল অধমের হাতে মৃত্যু হইল॥

স্বেচ্ছাচারী নরপতি অবিচার করিল।
ধনহীনে সব সহে, তাই প্রাণে সহিল॥
"ধনলোভে চারুদত্ত দয়িতারে বধিল।"
এই ঘোষণায় মোর দেহ মন দহিল॥
ইহাও শুনিতে হলো, তবু প্রাণ রহিল।
ধিক্ দেহ! সেই প্রাণে তবু নাহি ত্যজিল॥

এখানে স্থাবরক সহসা চণ্ডালগণের ঘোষণা শুনিয়া বিকলচিত্তে কহিল, হায়! এ কি! নিরপরাধী আর্য্য চারুদত্ত ব্যাপাদিত হইবেন! দুরাত্মা রাজশ্যালক, বসন্তসেনার বধ-বৃত্তান্ত জানি বলিয়া আমাকে প্রাসাদোপরি আসিদ্ধ ও নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, করি কি? অথবা উচ্চৈঃস্বরে এই নির্দ্দোষ মহাশয়ের দোষাভাব প্রকাশ করি, অবশ্যই কেহ না কেহ শুনিতে পাইবে। অনন্তর চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—শুন সকলে শুন! "আমিই পাপাত্মা, আমিই নরাধম, আমিই বসন্তসেনার বিনাশের হেতু, প্রবহণ-পরিবর্ত্তনে বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে আমিই লইয়া গিয়াছিলাম, পরে আমার প্রভু দুরাত্মা, 'আমাতে আসক্তা হইবি না,' এই বলিয়া রোষপ্রকাশ পূর্ব্বক বাহুপাশ দ্বারা সেই রমণী-রত্নকে হত্যা করিয়াছে, আর্য্য চারুদত্ত কোন দোষে দোষী নহেন, 'ইনি ইহার ছন্দাংশও জানেন না।" ক্ষণকাল রাজপথে নেত্রপাত করিয়া কহিল, হায়! এ কি! দূরতা ও জনতাপ্রযুক্ত কেহই যে শুনিতে পাইল না, বোধ করি দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতই এই বিবরণ কাহারও কর্ণগোচর হইতেছে না, শুনিলে অবশ্যই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিত, তবে করি কি? না হয় আত্মাকে নিম্নে নিপাতিত করি, জ্ঞাত থাকিয়া না জানাইলে মহাপাপ, যদি বা আমি নিপতিত হইয়া উপরত হই, সৌভাগ্যকর পরলোক প্রাপ্ত হইব, এই সজ্জন-বিহগ-সমূহের বাস-পাদপ আর্য্য চারুদত্ত ত রক্ষা পাইবেন; যদি ইহাঁকে জীবিত রাখিতে পারি, অনেকের জীবনরক্ষার ও দুঃখ-বিমোচনের ফলভাগী হইব। দেশের হিতসাধনার্থে কত শত মহাত্মা অশেষ সুখ ও পুত্র কলত্রাদির স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

দেহ দান করিয়াছেন। শরীর বিনশ্বর, এক দিন অবশ্যই মরিতে হইবে, ক্রীতদাস-ভাবে, ও অধমের অনুবর্ত্তনে, জীবনেই বা ফল কি?

স্থাবরক এই স্থির করিয়া জীর্ণ গবাক্ষ দ্বারা নিম্নে নিপতিত হইল, চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! এই যে উপরত হইলাম না, পাদ-লগ্ন নিগড়ও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় আর্য্য চারুদত্তের পুণ্যপ্রভাবেই এই ঘটনা হইল। তবে আর বিলম্ব কেন? এই বলিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইল। চণ্ডালগণের সমীপস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, অরে রে চণ্ডালেরা! সর্ সর্, পথ ছাড়িয়া দে। চণ্ডালেরা শ্রবণান্তে সবিস্ময়-চিত্তে দেখিয়া কহিল, কে আবার আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে কহিতেছে? স্থাবরক উপ-স্থিত হইয়া, শুন মহাশয়রা! শুন, এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা কহিতে লাগিল। চারুদত্ত শ্রবণান্তে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন, কহিলেন, হায়! আমি কালের করাল পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, এমত বিপৎকালে কে এই দয়াময় সদয়-হৃদয়ে, অনাবৃষ্টি-হত শস্যের উপরে দ্রোণ-মেঘের ন্যায়, অমৃত বর্ষণ করিতেছেন? হায়! এমন দিন কি হইবে? দুস্পার কলঙ্ক-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব? ওহে তোমরা শুনিলে? এই অকারণবন্ধুর বচনামৃত পান করিলে? এখন বিবেচনা কর, আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়াছি এমত বোধ করিও না,

বধিবে বলিয়া ভয় না করি।
অযশ রহিবে ইহাই ডরি॥
যদি হে নির্দ্দোষ হইয়া মরি।
সুত-জন্ম সম সে সুখ ধরি॥
রাজার শ্যালক যেমন জন।
ভেবে দেখ, তার কেমন মন॥
নিজে দোষী হয়ে দূষিল পরে।
বিষাক্ত বিশিখ যেমন করে॥

চণ্ডালেরা বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে জিজ্ঞাসিল, স্থাবরক! সত্য বলিতেছ? প্রকৃতই কি আর্য্য চারুদত্ত বসন্তসেনাকে বধ করেন নাই, তোমার

প্রভুই সেই অকার্য্য করিয়াছে? স্থাবরক কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া কহিল সত্য নয় ত কি মিথ্যা বলিতেছি? আপন প্রভুর উপরে কেহ কি ঈদৃশ অনৃত দোষারোপ করিতে পারে? অধিকন্তু এই স্ত্রীহত্যার ব্যাপার আমার বিদিত ছিল বলিয়া, পাছে কাহারও সন্নিধানে প্রকাশ করি এই আশঙ্কায়, দুরাত্মা আমাকে নিগড়ে সংযত ও প্রাসাদোপরি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। চণ্ডালেরা সন্দিহান হইয়া, স্থাবরকের প্রতি নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল, স্থাবরকও অনাকুল বচনে সেই সেই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে লাগিল।

এখানে রাজশ্যালক, মনের সুখে ভোজনাদি করিয়া, ভবনের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়া, সহর্ষভাবে কহিতে লাগিল,—

মৎস্য মাংস দিয়া, শাক সূপ নিয়া,
পিঁড়িতে বসিয়া, নিজেরি ঘরে।
তিক্ত অম্ল কত, ধনিদের মত,
খাইয়াছি যত, উদরে ধরে॥
গুড়োদক ছিল, যত অন্ন দিল,
কিছু না রহিল, মাছিরা পায়।
আমার মতন, আছে কোন্ জন,
কেই বা এমন, করিয়া খায়॥

অনন্তর চণ্ডাল-ঘোষণার প্রতি কর্ণপাত করিয়া কহিল, আহা! ভাঙ্গা কাঁসার খন্খন্ ধ্বনির ন্যায়, চণ্ডালদিগের ঘোষণা এবং বধ্যডিণ্ডিমের মধুর বাদ্য শুনিতেছি, বুঝি দরিদ্র চারুদত্ত বেটাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে, দেখিতে হইল, শত্রু-বিনাশে আমার মন বড় সুখী হয়; শুনাও আছে, যে ব্যক্তি বিপক্ষকে বধ করিতে দেখে, জন্মান্তরে তাহার চক্ষুরোগ হয় না, অতএব প্রাসাদের উপরে উঠিয়া নিজ বুদ্ধিমত্তার ব্যাপার দেখি গিয়া। এই বলিয়া উল্লিখিত স্থানে গমনপূর্ব্বক, রাজপথে জনতা দেখিয়া সবিস্ময় ভাবে কহিল, ওঃ, কি আশ্চর্য্য! চারুদত্ত অতি দরিদ্র, ইহার বধ কালে লোকের এত সমা-

রোহ ও এত আমোদ; যখন আমাদের মত বড় মানুষকে বধ করিতে লইয়া যাইবেক, না জানি তখন কতই হইবে। অনিমিষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ঐ সেই চারুদত্তাকে নূতন বলদের মত সাজাইয়া দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতেছে। ভাল, কেন ইহারা আমার প্রাসাদের কাছে ঘোষণা করিতে করিতে থামিল? চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভীত ও ব্যাকুলভাবে, সে কি! স্থাবরককে যে দেখিতে পাই না, কোথা গেল? বুঝি বা নিগড় ভগ্ন করিয়া উহাদের নিকটে গিয়াছে? পাছে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া সর্ব্বনাশ করে, তাহা হইলেই ত এই আমোদে ব্যাঘাত জন্মাইল, এবং আমি যে এত মন্ত্রণা ও এত কৌশল করিয়া অন্যের অসাধ্য কর্ম্ম করিয়াছি তাহাতেও বিঘ্ন ঘটাইল। যাহা হউক, বিলম্ব করা উচিত নয়, অন্বেষণ করিতে হইল। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দ্রুত পদে অবতরণ পূর্ব্বক চণ্ডালদিগের স্থানে প্রস্থান করিল। স্থাবরক দূর হইতে দেখিয়া বলিল, ঐ সেই দুরাত্মা আসিতেছে। চণ্ডালেরা দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কহিল, লোক সকল! সর সর, পথ ছাড়িয়া দাও, পলাইয়া যাও, গৃহবাসীরা! দ্বার রুদ্ধ কর, এবং চুপ করিয়া থাক, যাহার অবিনয় ই তীক্ষ্ণ বিষাণ, ঐ সেই দুষ্ট বলদ এ দিকে আসিতেছে।

চণ্ডালেরা এইরূপে সকলকে সাবধান করিতেছে, এমত সময়ে শকার কাহাকেও চপেটাঘাত, কাহাকেও মুষ্টিপ্রহার, কাহাকেও গলহস্ত দ্বারা দূরক্ষিপ্ত, কাহারও পদে পদাঘাত করিতে করিতে, জনতার মধ্য দিয়া চণ্ডালদিগের নিকটে উপস্থিত হইল। স্থাবরককে দেখিয়া আদর পূর্ব্বক কহিল, বৎস স্থাবরক! এস আমরা ঘরে যাই। স্থাবরক দেখিয়া, নির্ভীকতা-স্রোতে ভয়ের সেতু ভগ্ন করিয়া বলিল, হা অনার্য্য! বসন্তসেনার প্রাণ সংহার করিয়া কি পরিতুষ্ট হও নাই? এখন আবার প্রণয়িজন-কল্পপাদপ নির্দ্দোষ এই আর্য্য চারুদত্তকে বধিবার কৌশল করিয়াছ? শকার বিস্ময়াপন্ন ভাবে কহিল, কে? আমি, আমি? আমি রত্নকুম্ভ সদৃশ সজ্জনশ্রেষ্ঠ হইয়া ঈদৃশ মহাপাপ-কর স্ত্রীহত্যা করিব? সকলে কহিয়া উঠিল, হাঁ হাঁ, তুমিই বসন্ত-

সেনাকে বধ করিয়াছ, আর্য্য চারুদত্ত কখন এতাদৃশ অকার্য্য করেন নাই। শকার বলিল, কে এমন কথা বলে? সকলে স্থাবরককে দেখাইয়া বলিল, এই সাধু পুরুষ কহিতেছেন। শকার ভীত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, হায় সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছি, তাই ঘটেছে, স্থাবরককে কি ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই? এই দুষ্টই আমার কৃত কর্ম্মের সাক্ষী; দেখি, যত ক্ষণ শ্বাস তত ক্ষণ আশ, এই স্থির করিয়া কহিল, ওহে ভাই! সব মিথ্যা কথা, এই নরাধম আমার ক্রীত দাস, সোনা চুরি করিয়াছিল, আমি বমাল সহিত ধরিয়া ইহাকে মেরেছি, বেঁধেও রেখেছিলাম, কাজেই বৈরী হইয়া উঠিয়াছে, তা এখন এ যা বলিবে সকলই কি সত্য? এই বলিয়া, গোপন-ভাবে স্থাবরককে কটক প্রদর্শন করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, পুত্রক স্থাবরক! এই সোনার বালা তোকে দেতিছি, লইয়া বল, 'চারুদত্ত বসন্তসেনাকে বধ করিয়াছে।' স্থাবরক ত্বরায় গ্রহণ করিয়া কহিল, মহাশয়রা! দেখ দেখ, সুবর্ণ দিয়া আমাকে প্রলোভন দেখাইতেছে। এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক যেমন সুবর্ণ-বলয় প্রদর্শনের উপক্রম করিতেছিল, শকার ঝটিতি গ্রহণ করিয়া বলিল, দেখ তোমরা দেখ দেখ, এই সেই সোনা, ইহাই চুরি করিয়াছিল, এই জন্যই ইহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। চণ্ডালদিগের প্রতি সক্রোধ বচনে কহিল, অরে চণ্ডালেরা! আমি ইহাকে আপন সোনার ভাণ্ডারে নিযুক্ত রাখিয়াছিলাম, চুরি করিয়াছিল বলিয়া মেরেছি পিটেছি, যদি প্রত্যয় না করিস্, বরং ইহার পিঠ দেখ্। চণ্ডালেরা দেখিয়া বলিল, সত্যই যে পৃষ্ঠে আঘাতচিহ্ন রহিয়াছে। স্বয়ং পরিতপ্ত ভৃত্য কাহাকে না পরিতাপিত করিতে পারে? স্থাবরক শুনিয়া কহিল, হায় কি কষ্ট! ইহার ই নাম ভৃত্যতা, সকলে ই হেয় জ্ঞান করে, সত্য কহিলেও বিশ্বাস করে না; আর্য্য চারুদত্ত! আমার যত দূর সাধ্য করিলাম, আপনার কোন উপকার হইল না, এই বলিয়া চারুদত্তের চরণে নিপতিত হইল। চারুদত্ত কহিলেন,—

উঠ উঠ মহাশয়, তুমি বড় সদাশয়,
বিপন্ন জনের হিতকারী।

আমি তব নহি কেহ, স্বেচ্ছায় করিয়া স্নেহ,
এ বিপদে হইলে কাণ্ডারী ॥
বাঁচাইতে দীন জনে, দ্বন্দ্ব করি প্রভু-সনে,
প্রাণপণে যতন করিলে।
বিধি বাদী আছে যার, কি করিবে বল তার,
আজি তুমি কি না করেছিলে ॥

চণ্ডালেরা রাজশ্যালককে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি এই কৃতঘ্ন ক্রীত দাসকে প্রহার পূর্ব্বক এ স্থান হইতে বাহির করিয়া দিউন, ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। চারুদত্ত মনে মনে কহিলেন, হায়! জাতি চণ্ডাল, ব্যবহার চণ্ডাল, বিবেচনাও চণ্ডাল; চণ্ডালের হস্তেই আমার সকল সমর্পিত হইয়াছে, ভাগ্যদোষে ইহাদের এই বিচারও আমাকে স্বীকার করিতে হইল। কে স্বপক্ষ আছে, কাহার কাছে বলিব, কেই বা শুনিবে, কেই বা বিচার করিবে? সকলেই বিপক্ষ। বিশেষতঃ রাজা খড়্গধারী হইলে অন্যের স্বপক্ষতায় কি হইতে পারে? শকার স্থাবরকের প্রতি সক্রোধ নেত্রপাত করিয়া, বাহির হ রে বিশ্বাসঘাতক! বাহির হ, এই বলিয়া গলহস্ত দিয়া দূর করিয়া দিল। চণ্ডালদিগকে কহিল, ওরে কেন বিলম্ব করিতেছিস্? শীঘ্র চারুদত্তকে মেরে ফেল্। চণ্ডালেরা বিরক্ত হইয়া কহিল, যদি এত ব্যস্ত হইয়াছ, যদি বিলম্ব না সয়, নিজেই ইহাকে বধ কর।

রোহসেন পুনর্ব্বার বলিল, চণ্ডালগণ! তোমরা আমাকে বধ কর, পিতাকে ছাড়িয়া দাও। শকার কহিল, পিতা পুত্র দুই জনকেই একবারে মেরে ফেল্! চারুদত্ত শ্রবণ-পূর্ব্বক ভীত হইয়া বলিলেন, এ মূর্খের অসাধ্য কিছুই নাই, সকল ই করিতে পারে। বৎস! ক্ষণমাত্রও আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নহে, জননীর নিকটে যাও। রোহসেন সজল নয়নে কহিল, আমি গিয়া কি করিব, কাহার হইব, কাহার কাছে দাঁড়াইব, কেই বা আমাকে স্নেহ করিবে? চারুদত্ত অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎস! তোমার জননী আছেন, প্রিয় বয়স্য রহিলেন, ভাবনা কি? কোন বিষয়ে কষ্ট হইবে না, গৃহে যাও,

নতুবা পিতৃদোষে কি তুমিও এই দশা প্রাপ্ত হইবে? আর বিলম্ব করিও না, এ দুরাত্মার কথা শুনিয়া বড় ভয় হইতেছে; বয়স্য! রোহ-সেন স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক যাইবে না, তুমি ইহাকে লইয়া যাও। মৈত্রেয় কহিলেন, প্রিয় সখে! তুমি ইহাই কি বিবেচনা করিয়াছ, তোমা ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিব? চারুদত্ত বলিলেন মিত্র! কেন এমত অসঙ্গত কথা বলিতেছ? স্বাধীন-জীবিত ব্যক্তির জীবন পরিত্যাগ কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে, রোহসেনকে লইয়া গৃহে যাও। মৈত্রেয় মনে মনে কহিলেন, যুক্তিসিদ্ধ নয় বটে, কিন্তু ঈদৃশ জীবনাধিক সুহৃদ্ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ বড় সহজ নহে। যাহা হউক, রোহসেনকে গৃহে রাখিয়া অম্বু-বায় দ্বারা প্রিয়বয়স্যের অনুগামী হই। এই স্থির করিয়া কহিলেন, বয়স্য! রোহসেনকে জননীর নিকটে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য বটে। এই বলিয়া, শরীরধারণে আর সাক্ষাৎ হইবে না, আর সুহৃদের মুখকমল দেখিতে পাইব না, জন্মের মত ফুরাইল, এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অনিমিষ নয়নে চারুদত্তের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, নিরন্তর নীরধারা নেত্র হইতে বিগলিত হইতে লাগিল, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ চারুদত্তের কণ্ঠ গ্রহণ করি-লেন, পশ্চাৎ চরণে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোহসেন রোদন করিতে করিতে পিতৃপদে নিপতিত হইল। চারুদত্ত বাষ্প-সলিলে পরিপ্লুত হইয়া মৈত্রেয়কে উঠাইয়া পুত্রকে বক্ষঃস্থলে লইলেন এবং বদনচুম্বন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া মৈত্রেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

শকার পুনর্ব্বার বলিল, ওরে চণ্ডালেরা! আম্মি বার বার বলি-তেছি, পিতা পুত্র দুই জনকেই মেরে ফেল। চারুদত্ত সভয় চিত্তে বলিলেন বয়স্য! রোহসেনকে লইয়া শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না। চণ্ডালেরা রাজশ্যালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, মহাশয়! "সপুত্র চারুদত্তকে বধ করিও," মহারাজ আমাদের প্রতি এরূপ আদেশ করেন নাই। বালক! তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। পরে মৈত্রেয় ও রোহসেনকে বিদায় করিয়া দিল। উভয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে বহির্গত হইলেন, চারুদত্ত চাহিয়া রহিলেন। মনে

মনে ভাবিতে লাগিলেন, আর পুত্রকে দেখিতে পাইব না, আর ক্রোড়ে লইতে পাইব না। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, চক্ষের জল বক্ষঃস্থল বহিয়া পড়িল, এবং শোকপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মৈত্রেয় ও রোহসেন বহির্গত হইলেন বটে, কিন্তু যাইতে আর পারেন না; কতিপয় পদ, গমন করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বারম্বার চারুদত্তকে দেখিতে লাগিলেন; চারুদত্তও তাঁহাদিগকে স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চণ্ডালেরা তাঁহাদিগকে নিকটে দাঁড়াইতে দিল না। পরিশেষে মৈত্রেয় এক এক বার গমন করেন, ও এক এক বার ফিরিয়া চাহেন। এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন, এবং শোকাপনোদন মানসে রোহসেনকে নানা কথায় ভুলাইতে লাগিলেন। এক জন চণ্ডাল কহিল, ঘোষণার এই তৃতীয় স্থান, অতএব ডিণ্ডিম বাজাইয়া ঘোষণা দাও। পরে পূর্ব্ববৎ ঘোষণা করিল। চারুদত্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে বসন্তসেনে!—

নলিনী মুদিবে আঁখি দেখিয়া, তপন।
আগেই চরমাচলে করেন গমন॥
মহৎ যে জন তার এই ব্যবহার।
না সহে বিরহ-দুখ হেন দয়িতার॥
এ কি দেখি ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র চন্দ্রমার।
প্রণয়ের ধর্ম্ম কিছু নাহিক তাহার॥
সাক্ষাতে মুদিল আঁখি কুমুদিনী প্রিয়া।
নিশা তারা কৌমুদীর নিধন দেখিয়া॥
অগুণজ্ঞ শশী তবু শূন্য গৃহে রহে।
কলঙ্ক-মলিন লজ্জাহীন তাই সহে॥
আমার লাগিয়া তুমি অন্যে না ভজিলে।
দুর্লভ জীবন ধন অনায়াসে দিলে॥

সে বিধুর মত আমি অতি অভাজন।
তোমা বিনে রাখিয়াছি এ ছার জীবন॥
কেন মোরে না কহিবে পাপিষ্ঠ পামর।
আমার সমান নাহি দেখি অন্য নর॥
সবে কবে সরলা সে প্রাণ সঁপেছিল।
ধন-লোভে দুরাচার তাহারে বধিল॥

পুর-বাসীরা কহিয়া উঠিল আর্য্য চারুদত্ত! আপনি কখন এই অনার্য্য কর্ম্ম করেন নাই, আমরা কদাচ আপনকার প্রতি সন্দেহ করি না। শকার মনে মনে ভাবিল এ কি! পুর-জনেরাও কি বিশ্বাস করিতেছে না? কি নির্ব্বোধ! পরে চারুদত্তের প্রতি লোহিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, অরে চারুদত্তা! বটু বামুনা! পৌরেরা প্রত্যয় করিতেছে না, তা তুই নিজমুখেই বল্ 'বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছি।' চারুদত্ত শ্রবণান্তে মৌন হইয়া রহিলেন। শকার কহিল অরে চণ্ডালেরা! এই চারুদত্ত মহাপাতকী এখনও বলিতেছে না, তা এই যষ্টি অথবা এই শৃঙ্খল দ্বারা প্রহার করিয়া উহাকে বলা। চণ্ডালেরা প্রহারে উদ্যত হইয়া কহিল, বল চারুদত্ত! বল, আত্মকৃত দুষ্কর্ম্ম স্বীকার কর। চারুদত্ত কহিলেন,—

প্রহারের ভয় কিবা দেখাও আমায়।
ক্ষণেক বেদনা আমি নাহি ভাবি তায়॥
লোকে যে কহিবে আমি অতি অভাজন।
নিজ করে বধিয়াছি প্রিয়ার জীবন॥
এই লোক-অপবাদ প্রবল অনল।
নিরন্তর দেহ মোর দহিছে কেবল॥
বিনা পাপে দেশে দেশে অযশ আমার।
সহে না সহে না প্রাণে সহে না রে আর॥

শকার পুনর্ব্বার বলিল, অরে, ইহাকে প্রহার না করিলে কদাচ বলিবে না, কেন তোরা মুখাপেক্ষা করিতেছিস্? চণ্ডালেরা পুনর্ব্বার

প্রহারার্থ উদ্যম করিল। চারুদত্ত করেন কি, অপমান-ভয়ে কহিলেন হে পৌরগণ! আমি লোকদ্বয়ানভিজ্ঞ নিতান্ত নৃশংস, সেই রমণী-রত্নকে, এই মাত্র অৰ্দ্ধোক্তি করিয়া বলিলেন অবশিষ্ট কথা ঐ ব্যক্তি বলিবে, এই বলিয়া শকারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। শকার কহিল অরে (মেরে ফেলেছি) তুই আপন মুখেই বল্ মেরে ফেলেছি। চারুদত্ত কহিলেন তুমিই বলিলে, তাহাতেই আমার বলা হইল। শকার নগরবাসীদিগের প্রতি নেত্রপাত করিয়া সানন্দ চিত্তে কহিল শুন সকলে শুন এ আপন মুখেই স্বীকার করিল বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছে। এখন তোমাদের বিশ্বাস করা উচিত। পৌরেরা কহিল তুমি যাহাই বল, আমরা ইহা কদাচ বিশ্বাস করিব না।

অনন্তর অবান্তর বিষয় সকল সমাধা হইল। এক জন চণ্ডাল দ্বিতী-য়কে কহিল অরে, আর বিলম্ব কেন? রাজাজ্ঞা সম্পাদন কর, আজি বধিবার পালা তোমার হইতেছে। দ্বিতীয় বলিল না, না, তোমার পালা। প্রথম, তবে লেখা করিয়া দেখি, এই বলিয়া গণনা করিয়া কহিল; অরে, যদি বধিবার পালা আমারই হইল তবে খানিক থাকুক, সহসা বধ করিব না। দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল কেন, কারণ কি? কি জন্য বিলম্ব করিবে? প্রথম কহিল অরে! স্বর্গ গমন কালে পিতা আমাকে কহিয়া গিয়াছেন, বৎস বীরক! যদি বধিবার পালা তোমার হয়, বধ্যকে সহসা বধ করিবে না। দ্বিতীয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল ভাল, ইহার কারণ কি? প্রথম বলিল নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে, যদি কদাচিৎ কোন সাধু আসিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বধ্যকে মোচিত করেন, যদি কদাচিৎ রাজার নবকুমার জন্মে সেই বংশ-বৃদ্ধি মহোৎসবে সকল বধ্য জনের মোচন হইয়া থাকে, যদি কোন দন্তী বন্ধন ভেদ করিয়া মত্ত হইয়া নগরে পরিভ্রমণ করে সেই গোলযোগে বধ্য জনের মুক্তি হইতে পারে, যদি সহসা রাজপরিবর্ত্ত হয় তবে বধ্যগণের পরিত্রাণ হইয়া থাকে। শকার ভীত ও ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি কি? রাজপরিবর্ত্ত হয়? চণ্ডালেরা কহিল তা নয়, তা নয়, বধ্য-পালিকার গণনা করিতেছি। শকার এই উত্তরেই ক্ষান্ত থাকিয়া অরে!

শীঘ্র চারুদত্তাকে মেরে ফেল্, কেন আর বিলম্ব করিতেছিস্! এই বলিয়া এক দিকে দাঁড়াইয়া রহিল। চণ্ডালেরা চারুদত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিল আর্য্য চারুদত্ত! এ বিষয়ে রাজ-নিয়োগই অপরাধী, আমাদের কোন দোষ নাই, আমাদিগকে এই উপলক্ষে চণ্ডাল বলিবেন না, আমরা তেমন চণ্ডাল নই, যাহা স্মরণীয় থাকে স্মরণ করুন, বলিবার থাকে বলুন। চারুদত্ত বলিলেন, আর কি বলিব।—

খলের বচন বলে, কিম্বা মোর ভাগ্য ফলে,
হইয়াছি যদিও দূষিত।
যদি ধর্ম্ম হন সত্য, থাকে তাঁর আধিপত্য,
এ জগত মাঝে অখণ্ডিত,—
তবে আমি এই চাই, প্রিয়া বই জানি নাই,
প্রিয়াই স্বভাব গুণে তাঁর।
স্বর্গে বা যে কোন স্থানে, থাকেন যদি বা প্রাণে,
অকলঙ্ক করুন আমার॥

পরে চণ্ডালদিগকে কহিলেন, অহে এখন আমাকে কোন্ স্থানে যাইতে হইবে? চণ্ডালেরা কহিল, দক্ষিণ শ্মশানে, ঐ তাহা দৃষ্ট হইতেছে। চারুদত্ত ঐ ভয়ঙ্কর স্থান অবলোকন করিয়া, হা হতোস্মি, হায় কি হইল, মরি তায় ক্ষণমাত্রও আক্ষেপ নাই, বরং প্রিয়াশোকে পরিত্রাণ পাই, কিন্তু এই বিসদৃশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল, ইহাই অসহ্য হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনের আবেগে সহসা অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। চণ্ডালেরা উপবিষ্ট দেখিয়া কহিল, আর্য্য চারুদত্ত! তুমি কি ভীত হইয়াছ? চারুদত্ত ঝটিতি গাত্রোত্থান করিয়া, মূর্খ! "বধিবে বলিয়া ভয় না করি" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা কহিতে লাগিলেন। চণ্ডালেরা কহিল, আর্য্য চারুদত্ত! ক্ষণ-বিনশ্বর দেহধারী মানবের কথা দূরে থাকুক, গগনস্থ চন্দ্র সূর্য্যও বিপদের হাত এড়াইতে পারেন না। অতএব মনুজগণ অকারণ মরণ ভয়ে ভীত হয়। এই ধরাতলে কেহ উত্থিত হইতেছে, কেহ বা উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার পতিত হইতেছে। অতএব এই

সকল বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর, অধিকতর কাতর হইলে অধিকতর কষ্ট হইবেক, এবং সে কাতরতায় ফলও কিছু দর্শিবে না। সহচরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, অরে! ঘোষণার এই চতুর্থ স্থান। এই বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঘোষণা করিল। চারুদত্ত দুঃসহ বিষসদৃশ ঘোষণা শ্রবণ করিয়া, "শশিমুখি! শশিকর" ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত কথা কহিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রহার-যাতনার কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, ভিক্ষু বসন্তসেনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে আসিতে মনে মনে কহিতে লাগিল, প্রস্থান-পরিশ্রান্তা সুকুমারী এই বসন্তসেনাকে আশ্বাস দিয়া লইয়া যাইতেছি, ইহাতে অবশ্য ইহাঁর অনুগ্রহ-ভাজন হইব সন্দেহ নাই। যাহা হউক, নির্ব্বিঘ্নে ইহাঁর বন্ধুগণের সহিত সম্মিলন হইলেই পরিত্রাণ পাই। জিজ্ঞাসা করিল আর্য্যে! তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব? বসন্তসেনা বলিলেন, আর্য্য চারুদত্তের সমীপে লইয়া চলুন, তৎপ্রদর্শন দ্বারা সুধাকর-দর্শনে কুমুদিনীর ন্যায় আমাকে আনন্দিতা করুন। ভিক্ষু মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কোন্ পথে গমন করিলে তদীয় সদনে শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারিব, ভাল, রাজপথেই যাই। অনন্তর কহিল, আর্য্যে! চলুন্ চলুন্, সম্মুখে রাজবর্ত্ম দৃষ্ট হইতেছে, আর অধিক দূর নাই। পরে রাজপথে উপস্থিত ও জনসমূহের কোলাহল শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ কি? এ পথে এত জনতা ও কলরব কেন? বসন্তসেনা অবলোকন করিয়া বলিলেন সত্যই ত, দক্ষিণ দিকে মহা-জনসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, আর্য্য ইহার কারণ অনুসন্ধান করুন, বসুন্ধরা যেন বিষম ভারাক্রান্ত হইয়াছে, সমস্ত লোকের এক স্থানে অবস্থান জন্য উজ্জয়িনীকে যেন পার্শ্বাবনতা বোধ হইতেছে।

এখানে চণ্ডালেরা কহিল, ঘোষণার এই শেষ স্থান, এই বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঘোষণা করিল। কহিল, আর্য্য চারুদত্ত! তোমাকে বধিবার আর বিলম্ব নাই, ভয় পরিত্যাগ করুন, যাহা স্মরণীয় থাকে স্মরণ করুন। চারুদত্ত মনে মনে কহিলেন, হা জগদীশ্বর! পরিণামে

আমার কপালে ইহাই করিলে, চিরকালের জন্য আমাকে এই কলঙ্ক-সাগরে মগ্ন থাকিতে হইল? এদিকে ভিক্ষু ঘোষণা শ্রবণপূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া কহিল, আর্য্যে এ কি! তুমি আর্য্য চারুদত্ত কর্ত্তৃক নিহতা হইয়াছ বিচারে এই নিশ্চিত হওয়াতে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে লইয়া যাইতেছে। বসন্তসেনা শ্রবণমাত্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া কহিলেন, হায় সে কি! এই হতভাগিনীর নিমিত্ত আর্য্য চারুদত্তকে বধিবার জন্য লইয়া যাইতেছে! কি সর্ব্বনাশ! আর্য্য! শীঘ্র আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া চলুন। ভিক্ষু বলিলেন, চলুন চলুন, ত্বরায় চলুন, জীবিত থাকিতে থাকিতে শীঘ্র যাইয়া আর্য্যকে আশ্বাস দিউন; লোক সকল! সর সর, পথ ছাড়িয়া দাও। বসন্তসেনা একে অতিশয় কোমলাঙ্গী, তাহাতে প্রহার-বেদনায় সর্ব্বশরীর অবসন্ন ছিল, দ্রুত-গমনে নিতান্ত অসমর্থা হইয়াও প্রাণপণে ধাবমানা হইলেন।

এখানে চণ্ডালেরা কহিল আর্য্য চারুদত্ত! এবিষয়ে রাজ-নিয়োগ অপরাধী, আমাদিগকে অকারণে দূষিত করিবেন না; যদি স্মরণীয় থাকে স্মরণ করুন, বক্তব্য থাকে বলুন। চারুদত্ত কহিলেন আর কি বলিব, "খলের বচন বলে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা কহিতে লাগিলেন। পরে প্রথম চণ্ডাল, চারুদত্তকে উপবেশিত ও কোষ হইতে শাণিত তীক্ষ্ণধার করাল করবাল নিষ্কাশিত করিয়া কহিল, আর্য্য চারু-দত্ত! উত্তান হইয়া সমভাবে উপবেশন করুন, আপনাকে এক প্রহারে হত করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া দি। রাজদণ্ডে একপ্রহার-হত লোকেরা স্বর্গগামী হয়। চারুদত্ত কথিতানুরূপ উপবেশন করিলেন। প্রথম চণ্ডাল প্রহারার্থ তরবারি উঠাইয়া যেমন পাতিত করিল দৈবাৎ চারু-দত্তের উপরি পতিত না হইয়া পার্শ্বস্থ ভূভাগে পড়িয়া গেল। চণ্ডাল তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া কহিল, এ কি! দৃঢ়রূপে ধরিয়াছিলাম, প্রহারের স্থান-নির্দ্দেশও করিয়াছিলাম; তথাচ খড়্গ কেন লক্ষ্যে নিপতিত না হইয়া মৃত্তিকায় পড়িল? এ ঘটনায় বোধ হয় আর্য্য চারুদত্ত বিপন্ন হইবেন না; ভগবতি সর্ব্বংসহে! প্রসন্ন হও, যদি আর্য্য চারুদত্তের বিমোচন হয়, তাহা হইলে চণ্ডালকুলে তোমার দয়া প্রকাশ করা হইবে,

এবং আমরাও অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বলিল, কি অনর্থক চিন্তা করিতেছ? রাজার আদেশ মত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, করবাল দ্বারা প্রহারের আবশ্যকতা কি, বরং অনুচিতই করিতেছিলে বলিতে হইবে। প্রথম চণ্ডাল, সত্য বটে, এই বলিয়া শূল-স্তম্ভের সন্নিধানে লইয়া গিয়া, চারুদত্তকে তদুপরি উঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এমত সময়ে বসন্তসেনা দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, সৎপুরুষগণ! বধ করিও না, বধ করিও না; যে পাপীয়সীর নিমিত্ত আর্য্য চারুদত্তের এই দুরবস্থা উপস্থিত, সেই হতভাগিনী আমি জীবিত আছি। চণ্ডালেরা দেখিয়া কহিল,—

কে আসে কামিনী ওই দ্রুত পদ-ভরে।
আকুল কুন্তল দেখি অংসের উপরে॥
বারণ করিছে বাহু তুলিয়া সঘনে।
বধো না বধো না বাণী বলিছে বদনে॥

বসন্তসেনা ব্যগ্র হৃদয়ে এক এক বার চারুদত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এক এক বার পথ নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতপদে আসিতেছেন, এই রূপে নিকটস্থ হইয়া, সজল নয়নে, আর্য্য! এ কি! এ দশা কেন! এই বলিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন; ভিক্ষুও তদীয় পদৈকপার্শ্বে নিপতিত হইল। চণ্ডালেরা দেখিয়া ভয়-কম্পিত-হৃদয়ে কহিল, এ কি! বসন্তসেনা যে, সর্ব্বনাশ! অসির প্রহারে ইহাঁর শিরশ্ছেদন না হওয়াতে কি আহ্লাদকর কর্ম্মই হইয়াছে। ভিক্ষু, হে সৎপুরুষগণ! আর্য্য চারুদত্ত কি জীবিত আছেন? এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। চণ্ডালেরা বলিল, ভয় নাই, ভয় নাই, জীবিত আছেন, শত বৎসর জীবিত থাকুন। বসন্তসেনা কহিলেন, আঃ! শুনিয়া প্রাণ জুড়াইল।

বসন্তসেনাকে দেখিয়া শকারের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ত্রাসে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ও নিমেষশূন্য হইল, প্রাণ উড়িয়া গেল, মুখচ্ছবিও বিবর্ণ হইয়া উঠিল, বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল,

হায়! এ কি! কোন্ পাষণ্ড এই গর্ভদাসীকে বাঁচাইয়া আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিল, কে আমার কাল হইয়া উঠিল? যাহা হউক, এক্ষণে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ; এই বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। প্রথম চণ্ডাল দ্বিতীয়কে কহিল, চল আমরা অগ্নিসদনস্থ নরপতির নিকটে গিয়া এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করি। ভিক্ষু, চণ্ডালদিগের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সজ্জনগণ! আর্য্য চারুদত্তের এ দুরবস্থার হেতু কিছু অবগত আছ? চণ্ডালেরা কহিল, হাঁ জানি, "চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রাণ সংহার করিয়াছে" এই বলিয়া দুরাত্মা রাজশ্যালক অভিযোগ করিয়াছিল, বিচারে ইহাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ভিক্ষু চমৎকৃত হইয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য! দুরাচার নষ্টমতি, উদারচরিতের উপরি আত্মকৃত মহাপাপ নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং সাধু হইয়াছিল? রাজার বিচারে আবার তাহার কথাই বলবতী হইল? কি চমৎকার! কি সূক্ষ্ম বিচার! সেই দুরাচারই বসন্তসেনাকে প্রহার করিয়াছিল।

এই সকল কথা শুনিয়া দ্বিতীয় চণ্ডাল প্রথমকে কহিল, মহারাজের আদেশ আছে বসন্তসেনার ঘাতককে শূল দ্বারা বধ কর, স্থাবরকের নিকটেও সমুদায় সপ্রমাণ হইয়াছে, অতএব চল রাজশ্যালকের অন্বেষণ করি, এই দণ্ড তাহারই হইতে পারে, তাহাকেই বধ করা উচিত, দুরাত্মা এই স্থানেই ছিল, কোথায় গেল? এই বলিয়া দুই জনে তাহার অন্বেষণে প্রস্থান করিল। চারুদত্ত বাষ্পাকুল-নেত্রে বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, হায়!—

উঠায়ে ধরেছে অসি আমার উপর।
পড়েছি মৃত্যুর মুখে কাঁপিছে অন্তর॥
নিমিষে নিমিষে এই ভাবিতেছি মনে।
বধিল বধিল প্রাণে সহিব কেমনে॥
ক্ষণে চাই ক্ষণে মুদি নয়নযুগল।
সভয় হৃদয় অঙ্গ হতেছে বিকল॥
চারি দিকে নেত্রনীরে ভাসিছে স্বগণ।
দূরে দেখিতেছে শিবা, নিকটে শ্বগণ॥

উড়িছে বায়স-কুল ঊর্দ্ধে চক্র দিয়া।
চাহিছে ডাকিছে মুহু ঘাড় বাঁকাইয়া ॥
এ ঘোর সঙ্কটে নাহি ছিল পরিত্রাণ।
এমন সময়ে এ কে রমণী-নিধান ॥
বারি বিনা শস্য যেন শুখাইতে ছিল।
ধারাবাহি,বৃষ্টি-সম আসি বাঁচাইল ॥

ঐ কি সে বসন্তসেনা, না না, সে না, সে না, সে না,
তবে কি এ কোন পরকীয়া ?।
অথবা আমার প্রাণ,-রাখিতে, দেবের স্থান,
ত্যজিয়া আসিল সেই প্রিয়া ॥
এ কি কথা বলি আমি, না ফিরে ত্রিদিবগামী,
বুঝি ভ্রান্ত হইয়াছে মন।
প্রিয়া নয় অন্য নয়, নারীরূপে দৃষ্ট হয়,
ছায়ামাত্র ভ্রান্তির কারণ ॥
কিন্তু আছে এক কথা, বিতথা বা অবিতথা,
মন বলে প্রিয়া মরে নাই।
দেখি দেখি ভাল করে, সত্যই যে মোরে ধরে,
সেই প্রিয়া দেখিবারে পাই ॥

বসন্তসেনা সজলনয়নে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, আর্য্য! যাহার নিমিত্ত তোমার এই দুরবস্থা হইয়াছে, সেই পাপীয়সীই আমি।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে জনসমূহ হইতে মহা কলরব উত্থিত হইল। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! কি আহ্লাদের বিষয়! বসন্তসেনা জীবিত আছেন। আর্য্য চারুদত্ত বিপৎসাগর হইতে, অপঘাত মৃত্যু হইতে, অকারণ কলঙ্ক হইতে, রক্ষা পাইলেন। চারুদত্ত শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বসন্তসেনার করকমল ধারণ পূর্ব্বক নিমীলিতনেত্র থাকিয়াই সানন্দহৃদয়ে গদ্‌গদ বচনে কহিলেন, ভদ্রে! বসন্তসেনা তুমি? বসন্তসেনা বলিলেন আর্য্য! সেই মন্দ-

ভাগিনীই আমি, আর সন্দেহ করিবার আবশ্যকতা নাই, নয়ন উন্মীলিত কর, দেখিয়া জীবন মন শীতল করি। চারুদত্ত উন্মীলিত নয়নে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আহা! সত্যই যে প্রিয়তমা। পরমানন্দপূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে বসন্তসেনে!

একি অকস্মাৎ, ঘটিল সাক্ষাৎ,
কোথা হতে এলে বল হে বল।
হৃদয়ে তোমার, দেখি অনিবার,
শতধারে বহে নয়নজল॥
মরণের বশে, দেখ হে অবশে
বসে আছি বটে ছিল না জ্ঞান।
অনুমানি হেন, মায়া রূপে যেন,
আসিয়া করিলে জীবন দান॥
তোমারি কারণে, দেহ অকারণে,
নরকে পতিত হইতেছিল।
তুমিই তাহার, করিলে উদ্ধার,
এ ঘটনা হবে মনে কি ছিল?
প্রণয়ি-জনের, প্রিয় সঙ্গমের,
তাই বলি দেখ প্রভাব কত।
নতুবা এমন, কে কোথা কখন,
পুন প্রাণ পায় হইয়া হত॥

এই বলিয়া অনিমিষ-নয়নে বসন্তসেনার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বসন্তসেনা জিজ্ঞাসিলেন, কি নিমিত্ত এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল? অতি দক্ষিণ স্বভাব প্রযুক্ত কি এতদূর পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হয়? এ দুর্দ্দশার কারণ কি? চারুদত্ত বলিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রাণবধ করিয়াছি এইরূপ প্রকাশিয়া পূর্ব্ববৈরী দুরাত্মা রাজশ্যালক আমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল, তৎপক্ষপাতী হতমতি নৃপতিও তাদৃশ, বিচার না করিয়াই আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিল,

তুমি কোন পাষণ্ড দ্বারা হত হইয়াছ ইহাও বোধ হইল, তখন ভাবিলাম, যদি তোমারই তনুত্যাগ হইয়াছে, তবে ত্বদ্বিরহিত বিফল জীবনেই বা ফল কি? তথাচ অকারণ কলঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্য যত্ন করিয়াছিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না।

বসন্তসেনা কর্ণে করাচ্ছাদন করিয়া কহিলেন, ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, অমঙ্গল কথায় আর প্রয়োজন নাই, শুনিতেও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়; সেই দুরাত্মাই আমাকে প্রহার করিয়াছিল। চারুদত্ত ভিক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বসন্তসেনাকে জিজ্ঞাসিলেন, ইনি কে? বসন্তসেনা বলিলেন, আমি সেই অনার্য্য কর্তৃক ব্যাপাদিতা হইয়া উদ্যানে পতিতা ছিলাম, এই দয়াময় আমার মৃতদেহে জীবন দান করিয়াছেন। চারুদত্ত অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে অকারণ মিত্র! হে পরম হিতৈষিন্ দয়ানিধান! কে আপনি? আপনি বসন্তসেনার জীবন দান করিয়া কত উপকার করিলেন, এক মুখে বর্ণন করিতে পারি না; অধিক কি বলিব, এক বসন্তসেনার প্রাণদানে আমার ও আমার পুত্রের, জননীর, বন্ধুর ও বনিতার প্রাণদান করা হইয়াছে, বিশেষতঃ মানধন রক্ষা করিয়া আমাকে অকারণ কলঙ্ক হইতে পরিত্রাণ করিলেন, আমি এই অভূতপূর্ব্ব উপকারের প্রত্যুপকারের বস্তু রত্নপ্রসূতি বসুমতীতেও দেখিতে পাই না। ভিক্ষু কহিল, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমি মহাশয়েরই চরণসম্বাহক সম্বাহক-নামক দাস। আমাকে এত অধিক বলিতে হইবে না। কুসংসর্গে পড়িয়া দৈবঘটনায় দ্যূতকরের ক্রীতদাসের ন্যায় হইয়াছিলাম। এই সদয়হৃদয়া আর্য্যা আমাকে আপনকার ভৃত্য জানিয়া ভূষণ প্রদান দ্বারা নিষ্ক্রয় করিয়াছিলেন, তদবধি দ্যূতকরাপমানে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া শাক্যশ্রমণক হইয়াছি। এই শুদ্ধস্বভাবা প্রবহণ-বিপর্য্যয়ে রাজশ্যালক দুরাত্মার পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "আমাকে স্বীকার করিবি না" এই বলিয়া সেই নরাধম ক্রোধপূর্ব্বক ইহাঁকে সাঙ্ঘাতিক প্রহার করিয়াছিল, ইনি উদ্যানে অচৈতন্য ও শুষ্কপত্রাবৃত ছিলেন, দৈবাৎ আমার নেত্র-

গোচর হইয়া সুস্থতা লাভ করিয়াই মহাশয়ের দর্শনাভিলাষ প্রকাশ করাতে আনয়ন করিতে ছিলাম, লোক-মুখে ভবদীয় দুর্ঘটনার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই বলিয়া বসন্তসেনার ঐকান্তিকতা মহানুভাবতা দয়ালুতা প্রভৃতি গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

এদিকে আর্য্যক অকারণ আসেধ-বন্ধনরূপ ইন্ধনে কোপানল প্রজ্ব-লিত করিয়া, শর্ব্বিলক প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গের সাহায্যে, সামান্য সময়েই পালক ভূপালের প্রাণ সংহার করিলেন; এবং ত্বরায় রাজ্যাধিকার করিয়া, আশ্বাস প্রদান দ্বারা প্রজাপুঞ্জকে অক্ষত বিভবে নির্ভীক করিয়া কহিলেন, সখে শর্ব্বিলক! যদিও আমি তোমাদের অনুগ্রহে অরাতি-সংহার ও রাজ্যাধিকার করিলাম, কিন্তু প্রাণপ্রদ আর্য্য চারু-দত্তের প্রাণ রক্ষা না হইলে এই রাজত্ব করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব দ্রুতগমনে সেই মহাপুরুষের প্রাণরক্ষণে যত্নবান্ হও। শর্ব্বি-লক শ্রবণমাত্র ত্বরিত পদে ধাবমান হইল। দক্ষিণ শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে বিলোকন পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে কহিল! এই যে আর্য্য চারুদত্ত বসন্তসেনা-সহিত জীবিত আছেন, আহা! ইনি রাহু-কবল-বিমুক্ত চন্দ্রিকা-সমেত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, সর্ব্বতোভাবেই নূতন রাজার মনোরথ সফল হইল। কিন্তু এই সদাশয়ের আলয়ে আমি নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করিয়াছি, সহসা নির্লজ্জের ন্যায় কি রূপে সমীপবর্ত্তী হইব, অথবা, সরল ব্যবহার সর্ব্বত্রই শোভা পায়, সমীপে গিয়া শরণাগত হইলে অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন। এই স্থির করিয়া নিকটাগত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল, আর্য্য সার্থবাহ। চারুদত্ত অপরি-চিত ব্যক্তিকে অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি, চিন্তিত ও বিনয়ভাষী দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কে আপনি? শর্ব্বিলক বলিল,—

যে মহাপাতকী তব গৃহে সিঁধ দিয়া।
গচ্ছিত ভূষণ সব চুরি করে গিয়া॥
সেই আমি নরাধম শর্ব্বিলক নাম।
চরণে শরণাগত আসি হইলাম॥

অপরাধ ক্ষমা কর এই ভিক্ষা চাই।
কৃপা না করিলে মম অন্য গতি নাই॥
অভাব চুরির মূল, স্বভাব সে নয়।
নিজ গুণে রাখ মোরে হইয়া সদয়॥

চারুদত্ত বলিলেন, সখে! এমন কথা বলিবেন না, আপনি তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র সংকুচিতচিত্ত হইবেন না, ন্যাসাপহরণে আমি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং যথেষ্ট পরিতুষ্টই হইয়াছিলাম। এই বলিয়া শর্ব্বিলকের কণ্ঠ ধারণ-পূর্ব্বক বন্ধুতা-প্রকাশক আলিঙ্গন করিলেন। শর্ব্বিলক বলিল আরও এক প্রিয় নিবেদন আছে, আজ্ঞা হইলে উত্থাপন করি। চারুদত্ত কহিলেন সখে! অনুগ্রহেও অভ্যর্থনা? যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন। শর্ব্বিলক বলিল, যিনি ইতঃপূর্ব্বে ভবদীয় প্রবহণে আরোহণ পূর্ব্বক আপনকার শরণাগত হইয়া জীবন লাভ করিয়াছিলেন, সেই আর্য্যবৃত্ত আর্য্যক অদ্য নগরেশ্বরের যজ্ঞশরণে সমরযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া, খড়্গ দ্বারা স্বহস্তে দুরাত্মা পালক ভূপালকে পশুরূপে বলিদান করিয়াছেন। চারুদত্ত চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, সখে শর্ব্বিলক! রাজা যাঁহাকে অকারণে কূটাগারে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যিনি আপনকার কৃপায় কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রিয় বন্ধু আর্য্যক কর্ত্তৃক রাজ্যেশ্বর কি পরাজিত ও হত হইয়াছেন? মহাত্মা আর্য্যকের রাজ্যলাভ আমার অত্যন্ত সন্তোষজনক, কিন্তু দুরাত্মা ও পাপাত্মা হইলেও পালক রাজাকে জীবনে হত না করিয়া যাবজ্জীবন কারাবন্ধনে রাখাই ভাল ছিল, তাহা হইলে নূতন রাজার, প্রকৃত রাজার ন্যায়, কর্ম্ম ও খ্যাতি লাভ হইত। শর্ব্বিলক বলিল, আপনকার প্রিয় সখা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ই উজ্জয়িনীর অন্তর্গত বেণাতটে কুশাবতীতে নিজ রাজধানী করণের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে আপনকার সন্নিধানে ত্বরায় আসিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, "সখে! আমি আর্য্য চারুদত্তের গুণে রাজ্য লাভ করিলাম, তাঁহাকে আমার সবিনয় প্রণাম জানাইয়া কহিবে, আগমনপূর্ব্বক তৎসুখ সম্ভোগ করুন।" অতএব গমন করিয়া প্রথম সুহৃৎ-

প্রণয় গ্রহণ করুন। চারুদত্ত সহাস্য বদনে বলিলেন, আমার গুণে রাজ্য লাভ? ইহা অসম্ভব কথা; তিনি অতি মহানুভাব, নিজ ভুজবলেই রাজ্যাধিকার করিলেন; যাহা হউক, আমি অবিলম্বেই তদ্দর্শনে যাইব। শর্ব্বিলক সন্তুষ্ট হইয়া বহির্ভাগে নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিল, কে কে এখানে আছ? ধূর্ত্ততম অনর্থকারী পাপাত্মা রাজশ্যালককে আনিয়া উপস্থিত কর।

শর্ব্বিলকের অনুচরেরা যে আজ্ঞা বলিয়া ধাবমান হইল, এবং শকারকে ধরিয়া পশ্চাৎ বাহুবদ্ধ করিয়া, কেহ চপেটাঘাত, কেহ মুষ্টিপ্রহার, কেহ পাদপ্রহার করিতে করিতে কহিল, চল্ বেটা চল্, যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলি তাহার উচিত ফল ভোগ করিবি, এই বলিয়া গলহস্ত দিতে দিতে আনিয়া উপস্থিত করিল। শকার অশেষ যন্ত্রণায় একান্ত কাতর হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, হায়! এবার আমার নিস্তার নাই, দূর-পলায়িত দুরন্ত গর্দ্দভের ন্যায়, আমাকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া আনিল, যে বলে বল করিতাম, যে বলে বুক্ ফুলাইয়া বেড়াইতাম, একবারেই সেই রাজা ও তাহার কুল উন্মূলিত হইয়াছে, সকলেই বিপক্ষ, আপনার বলিয়া কেহ নাই, নিতান্ত অশরণ, কাহার শরণাগত হইব, কেই বা রক্ষা করিবে? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, না হয়, সেই আশ্রিত-বৎসল চারুদত্তেরই আশ্রয় লই। তিনি নিজস্বভাবসুলভ দয়ালুতাগুণে দয়া করিতে পারেন। এইরূপ বিবেচনা করিতে করিতে চারুদত্তের সমীপে উপস্থিত হইল, এবং অতি দীন নয়নে চারুদত্তের পানে অবলোকন করিয়া কাতর বচনে কহিল, আর্য্য চারুদত্ত! রক্ষা কর। এই বলিয়া চারুদত্তের চরণোপান্তে নিপতিত হইয়া রহিল। সন্নিহিত লোকেরা কহিয়া উঠিল, ত্যাগ করুন, ইহাকে ত্যাগ করুন; আমরা ইহার নৃশংস ব্যবহারের সমুচিত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। শকার সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, হে অনাথনাথ! হে দয়াময়! শরণাগত ও চরণানতকে প্রাণদান কর, আপনি ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নাই। চারুদত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া কারুণ্যরসে মগ্ন হইলেন, কহিলেন, ভয় নাই,

ভয় নাই, স্থির হও। শর্ব্বিলক বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া পার্শ্বস্থ জনগণের প্রতি কহিল, তোমরা কি দেখিতেছ? পাপিষ্ঠকে আর্য্যের নিকট হইতে স্থানান্তরিত কর, পবিত্র পদ স্পর্শ করিয়া যেন অপবিত্র না করে। চারুদত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আর্য্য! এ পাপাত্মার কিরূপ দণ্ড করা যাইবেক, শীঘ্র অনুমতি করুন। ইহাকে কি অপরাধ মত বধ করিয়া ভূমিতে আকর্ষণ করা যাইবেক? কি কুক্কুর দ্বারা খাওয়ান যাইবেক? কিম্বা শূলে দেওয়া যাইবেক? অথবা করপত্র দ্বারা বিদারিত করা যাইবেক? চারুদত্ত বলিলেন, আমি যাহা কহিব সে কথা কি রাখিবে? শর্ব্বিলক বলিল, তাহাতে সন্দেহ কি? শকার ব্যগ্র চিত্তে বলিল, হে কৃপানিধান! রক্ষা করুন। আপনি যেরূপ দয়াময়, তদনুযায়ি দয়া প্রকাশ করুন। এমন কর্ম্ম আর কখন করিব না।

এমত সময়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে পৌরেরা উন্মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, বধ কর, ইহাকে বধ কর, খলপ্রকৃতি দুষ্টমতিকে রাখা ভাল নয়, কি নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছ? বিষধরের প্রতি দয়া প্রকাশ উচিত নহে, খল-চরিত জীবিত থাকিলে অনেকের অমঙ্গল সম্ভাবনা। এ এখন বিহঙ্গরাজের অভিমুখাগত কৃষ্ণসর্পের ন্যায়, সিংহের সম্মুখে পতিত শৃগালের ন্যায়, দীনতা প্রকাশ করিতেছে। যাহার স্ত্রীহত্যায় দয়া নাই, ব্রহ্মবধের ভয় নাই, অধর্ম্মের শঙ্কা নাই, ঈদৃশ নারকীর নরক-পতনই উচিত। বসন্তসেনা চারুদত্তের কণ্ঠ হইতে বধ্যমালা লইয়া শকারের গলদেশে নিক্ষেপ করিলেন। শকার বসন্তসেনার প্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর্য্যে! অপরাধ মার্জ্জনা কর, আর আমি এমত কুকার্য্য করিব না। শর্ব্বিলক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, কে কে এখানে আছ? দুরাত্মাকে এস্থান হইতে লইয়া যাও; আর্য্য চারুদত্ত! অনুমতি করুন, এ অধমের কিরূপ দণ্ডবিধান করা যাইবেক? চারুদত্ত বলিলেন তোমরা কি আমার কথা রাখিবে? শর্ব্বিলক বলিল তাহাতে সন্দেহ কি? কেন পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিতেছেন? আমরা নিতান্তই আজ্ঞাবহ। চারুদত্ত বলিলেন সত্য

বলিতেছ? শর্ব্বিলক বলিল সত্যই বলিতেছি। চারুদত্ত বলিলেন যদি কথা রাখ তবে শীঘ্র ইহাকে, শর্ব্বিলক ত্বরিত বচনে বলিল, কি বধ করিব? চারুদত্ত কহিলেন, না, না, ছাড়িয়া দাও। শর্ব্বিলক বলিল কি নিমিত্ত অনর্থকারীকে ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন? ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতারা আততায়িবধে দোষাভাব লিখিয়াছেন, ঈদৃশ দুরা-চারের প্রাণ-বধে অধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। চারুদত্ত বলিলেন, কৃতাপরাধ শত্রু শরণাগত ও চরণাবনত হইলে শস্ত্র দ্বারা হন্তব্য নহে।

শর্ব্বিলক বলিল, তবে ইহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াই? চারুদত্ত বলিলেন, না না, অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া ছাড়িয়া দাও। শর্ব্বিলক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, বোধ হয় আপনি উচিত আদেশ করিতে-ছেন না, যদি ইহার স্বভাবদোষ জানিয়া শুনিয়াও এমত আজ্ঞা করেন, উপায় নাই। চারুদত্ত বলিলেন, সে যাহাই হউক, এখন ইহাকে ছাড়িয়া দাও। শর্ব্বিলক নিতান্ত অনিচ্ছুক-ভাবে, ভাল, এই দিলাম, এই বলিয়া শকারের বন্ধন খুলিয়া দিল। লোকেরা, যা বেটা বাঁচিয়া গেলি, তোর বড় কপাল, এই বলিয়া বলপূর্ব্বক গলহস্ত দিয়া বিদায় করিল। শকার বহির্গত হইয়া, আঃ বাঁচিলাম, আজি প্রাণ থাকিবে, এরূপ আশা ছিল না। অনন্তর, কখন দ্রুতপদে গমন করিতে করিতে, কখন বা বিবর্ত্তিত-মুখে পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে দেখিতে প্রস্থান করিল।

এমত সময়ে অনতিদূরে এক করুণ ধ্বনি উত্থিত হইল,—"হায়! ভুবনাবতংস সার্থবাহের বংশ কি এক কালেই ধ্বংস হইল? বিচার-বিমূঢ় দুরাচার পালক রাজা আর্য্যবৃত্ত আর্য্য চারুদত্তের প্রতি নিষ্ঠুর আদেশ দিয়াছে, জানি না এত ক্ষণ তাঁহার কি দশা হইল। এখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিতান্ত শিশুর প্রতি নিঃস্নেহ হইয়া, পতির অম-ঙ্গল-বার্ত্তা দুঃসহ জানিয়া, জ্বলচ্চিতানলে আত্মসমর্পণে উদ্যতা হই-য়াছেন, সুতরাং শিশুটী যে জীবিত থাকিবে, কোন মতেই বোধ হয় না।" শর্ব্বিলক শব্দানুসারে কর্ণপাত করিয়া, আকর্ণনপূর্ব্বক উচ্চৈঃ-স্বরে কহিল, কি হে চন্দনক! কি বলিতেছ, বৃত্তান্ত কি? চন্দনক

সহসা উপস্থিত হইয়া কহিল, আপনি কি দেখিতেছেন না? রাজ-প্রাসাদের দক্ষিণে মহা জনতা হইয়াছে; ঐ স্থানে আর্য্য চারুদত্তের ভার্য্যা আর্য্যা ধূতা দেবী, জ্বলচ্চিতায় তনুত্যাগের আয়োজন করিয়াছেন। আমি অনেক কহিয়াছিলাম, আর্য্যে! সাহস করিবেন না, আর্য্য চারুদত্ত জীবিত আছেন। কিন্তু সেই পতিব্রতা মনোব্যথায় নিতান্ত ব্যথিতা, সুতরাং কেই বা শুনে কেই বা প্রত্যয় করে; তিনি আমার কথা কোন মতেই গ্রাহ্য করিলেন না। স্বজনগণ, সজল-নয়নে নিবারণ করিতেছেন, শিশুটীও রোদন করিতে করিতে বসনাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে, তথাপি তিনি নিজ অধ্যবসায় হইতে বিরত হইতেছেন না। আমি করি কি, এখানে আসিয়া যদি কোন সদুপায় করিতে পারি, এই আশয়ে দ্রুত পদে আসিতেছি। সকলে শুনিয়া অত্যন্ত আকুল হইলেন। চারুদত্ত সাতিশয় কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া, হা প্রিয়ে! হা পতিপ্রাণে! আমি জীবিত থাকিতেই তুমি এ কি করিলে? এই বলিয়া ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে চারুচরিতে!—

জানি জানি গুণবতি, হারাইয়া প্রাণ পতি,
কভু না রাখিবে নিজ প্রাণে।
কি কব তোমারে তায়, চন্দ্রমা যেখানে যায়,
চন্দ্রিকাও যায় সেই স্থানে॥
তবু তব, প্রিয়তমে! যোগ্য নয় কোন ক্রমে,
হয়ে সতী পতিবিনোদিনী।
পতিরে না সঙ্গে নিয়া, স্বর্গ সুখধামে গিয়া,
সুখভোগ কর একাকিনী॥

এইরূপ কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে পতিত হইলেন। শর্ব্বিলক চারুদত্তকে তদবস্থ দেখিয়া, আকুল ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল, হায়! কি সর্ব্বনাশ, কি প্রমাদ! ত্বরায় গমন করিয়া আসন্ন-মরণা পতিপ্রাণাকে সান্ত্বনা করিব বাসনা করিতেছিলাম, এ কি হইল? আর্য্য মোহ প্রাপ্ত হইলেন! হা, সব বৃথা হইল! প্রাণ পণে

এত যে যত্ন করিলাম, সকল বিফল হইল, করি কি? বসন্তসেনা ব্যাকুল হইয়া চারুদত্তের অঙ্গে কর-কমল প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! উঠ উঠ, শীঘ্র যাইয়া আর্য্যাকে জীবন দান কর, এমত অধীর ও কাতর হইয়া থাকিলে বিলম্ব প্রযুক্ত অমঙ্গল সম্ভাবনা, উঠ উঠ। চারুদত্ত কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা প্রিয়তমে! হা গুণভূষণে! তুমি কোথায় আছ? আমি কাতর হইয়া ডাকিতেছি, একবার আসিয়া উত্তর দাও, দেহ মন শীতল কর। চন্দনক বলিল, আর্য্য! চলুন চলুন, বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, গাত্রোত্থান করুন। অনন্তর সকলে দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন।

এখানে চারুদত্তের সহধর্ম্মিণী পাবকাভিমুখে গমন করিতেছেন, রোহসেন অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, রদনিকা ও মৈত্রেয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। ধূতা সজল-নয়না কাতর-বদনা হইয়া পুত্রের মুখচুম্বনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বাপ ধন! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর বাধা দিও না, পাছে আর্য্যপুত্রের অমঙ্গল শুনিতে হয়, এজন্য বড় ভীত ও ব্যস্ত হইয়াছি, আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, যন্ত্রণাও সহ্য হয় না, ছাড়িয়া দাও। এই বলিয়া চেলাঞ্চল আকর্ষণপূর্ব্বক দ্রুতপদে অনলাভিমুখে চলিলেন। রোহসেন কাঁদিতে কাঁদিতে ঝটিতি গিয়া পুনর্ব্বার অঞ্চলে ধরিল, কহিতে লাগিল, মা! তুমি মরিলে আমি আর বাঁচিব না, আর আমার কে আছে, কাহার কাছে দাঁড়াইব, কে আমাকে খাওয়াইবে, কেই বা আমাকে ভাল বাসিবে? মৈত্রেয় কহিলেন, আর্য্যে! ভর্ত্তৃবিরহিত-চিতাধিরোহণ ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে প্রশস্ত নহে, করিলে পাপ হয়, ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিগণ নিষেধ করিয়াছেন। ধূতা বলিলেন, আর্য্য! বরং পাপাচরণে নরক-পতনও শ্রেয়ঃ, আর্য্যপুত্রের এই অমঙ্গল শ্রবণ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না।

এ দিকে শর্ব্বিলক দূর হইতে দেখিয়া কহিল, আর্য্য! চলুন চলুন, শীঘ্র চলুন, আর্য্যা প্রজ্বলিত অনল সন্নিধানে দণ্ডায়মানা আছেন, বুঝি বা জীবিত থাকিতে থাকিতে নিকটস্থ হইতে পারিলাম না।

চারুদত্ত, হা প্রিয়ে! বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হই-লেন। এখানে ধূতা সজল-নয়নে কহিলেন, রদনিকে! এই পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর প্রতি কিঞ্চিৎ স্নেহ রাখিবে, আর আমার প্রতি দয়া প্রকাশিয়া একবার রোহসেনকে ক্রোড়ে কর, আমি সমীহিত সাধন করি। রদনিকা করুণস্বরে কহিল, আর্য্যে! আমিও মনে করিয়াছি, আপনকার পথোপদেশিনী হইব। ধূতা মৈত্রেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আপনি একবার রোহসেনকে গ্রহণ করুন, ইহার প্রতি যে দয়া করিবেন না, একথা মুখেও আনা উচিত নহে, তথাপি স্নেহবশতঃ নিবেদন করি, রোহসেন যেন অন্নাভাবে লালায়িত না হয়, যত দূর পারেন করিবেন। মৈত্রেয় কাতর ভাবে কহিলেন, সমীহিত-সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে অগ্রে লইয়া যাইতে হয়; অতএব আমিও আপনকার অগ্রণী হইব। ধূতা দুঃখিতা হইয়া, হায়! কেহই কথা রাখিলেন না? কি করি, এই বলিয়া রোহসেনকে ক্রোড়ে লইয়া বদন চুম্বন করিয়া বাষ্প-গদ্গদ স্বরে কহিলেন, বৎস! তুমিই স্বয়ং ধৈর্য্য অবলম্বন কর, অশান্ত হইও না, আমাদের তিলোদক দানের নিমিত্ত চিরজীবী হইয়া থাক, আপনি ই আপনাকে রক্ষা কর, আর্য্য-পুত্র আর তোমার লালন পালন করিবেন না, তিনি যে পথে গমন করিলেন আমাকেও তৎপথগতা জ্ঞান করিয়া, পিতৃ মাতৃ স্নেহে বিস-র্জ্জন দাও। এমত সময়ে চারুদত্ত সহসা তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, আমিই অবোধ শিশুকে সান্ত্বনা করিতেছি, এই বলিয়া বালককে বক্ষঃস্থলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। ধূতা ত্বরায় অভিলষিত সাধ-নের নিমিত্ত হুতবহের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছিলেন, এই অসম্ভাবনীয় অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া অবলোকনপূর্ব্বক সবিস্ময় মনে কহিলেন, এ কি! আর্য্যপুত্রের স্বরসংযোগের ন্যায় যে বোধ হইতেছে; এমন দিন কি হইবে? পুনর্ব্বার এই নেত্রে কি সে মুখ-চন্দ্র দর্শন করিতে পাইব? অনন্তর বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া পরমাহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন, সত্যই যে আর্য্যপুত্র; যাহা হউক, বড় সৌভাগ্য! পুনর্ব্বার ইহাঁকে নয়নাতিথি করিলাম। রোহসেন দেখিয়া

সহাস্যবদনে কহিতে লাগিল, আহা! পিতা আসিয়া যে আমাকে কোলে করিলেন, আমি পিতার কোলে উঠিয়াছি, আহা আহা! মা, মা! তাত আসিয়াছেন, আর তুই কাঁদিস্ না, আর তুই মরিবি কেন? পরে অবরোহণপূর্ব্বক হস্তদ্বয়ে জননীকে অবলম্বন করিয়া, উন্মুখ ভাবে মাতৃ-মুখ নিরীক্ষণকরত নৃত্য করিতে লাগিল। ধূতা চারুদত্তের মুখারবিন্দ দর্শন করিতে করিতে সজল নয়নে রোহসেনকে ক্রোড়ে লইয়া, বদনচুম্বন করিলেন। চারুদত্ত ধূতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

প্রাণাধিকে প্রিয়তমে, থাকিতে এ প্রিয়তমে,
এ কি হে কঠোর ব্যবহার।
বিপদ ঘটাতে যদি, এ সুখে দুখের নদী,
বহিত, হইত, হাহাকার॥
বল দেখি সুবদনি, থাকিতে দিবস-মণি,
কমলিনী মুদে কি নয়ন।
জেনে শুনে বিধুমুখি, অকারণ হয়ে দুখী,
দিতে ছিলে অনলে জীবন॥

অনন্তর বিপৎ-পাশ-বন্ধন হইতে পরিমোচনের কথা সবিস্তর বর্ণন করিলেন। ধূতা পরমানন্দে মগ্ন হইয়া বলিলেন, আর্য্যপুত্র! এই নিমিত্তই পদ্মিনীকে অচেতন বলে, তাহার যদি বোধ থাকিত, প্রাণেশ্বরের অশুভ ঘটনার পূর্ব্বেই নেত্র নিমীলন করিত, সন্দেহ নাই। মৈত্রেয় অবলোকন পূর্ব্বক হর্ষ-বিকসিত মুখে, আহা! পুনর্ব্বার এই চক্ষেই প্রিয়বয়স্যকে অবলোকন করিলাম! কি আশ্চর্য্য! পতিব্রতার কি অদ্ভুত প্রভাব, সতীত্ব-ধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব মহিমা! আর্য্যা পাবক-প্রবেশের উপক্রম করিবামাত্রই প্রিয়সমাগমসুখ লাভ করিলেন, এই বলিয়া চারুদত্তের সমীপস্থ হইলেন। চারুদত্ত সানন্দমনে, বয়স্য! আইস আইস, এই বলিয়া, আলিঙ্গন করিলেন। রদনিকা আহ্লাদিতা হইয়া, আহা! আজি কি সুপ্রভাত, আজি কি সৌভাগ্য! আর্য্য! আমি প্রণাম করি, এই বলিয়া চারুদত্তের চরণে প্রণিপাত

করিল। চারুদত্ত পৃষ্ঠে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক সাদর বচনে রদনিকাকে উত্থাপিত করিলেন। ধূতা, বসন্তসেনাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, এই যে আমার ভগিনী সৌভাগ্যক্রমে কুশলে আছেন, আইস প্রিয় ভগিনি! নিকটে আইস। বসন্তসেনা আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া সমীপে গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, আপনাকে জীবিত দেখিয়া এখন কুশলিনী হইলাম। অসামান্য-হৃদয়া ধূতা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বসন্তসেনাকে আলিঙ্গন করিলেন। শর্ব্বিলক সানন্দ মনে কহিল, আহা! আজি কি সুখের দিন! আর্য্য চারুদত্ত সর্ব্ব প্রকারেই সুখী হইলেন। চারুদত্ত হৃষ্ট-বদনে কহিলেন আমার এই সন্তোষলাভ কেবল আপনকার প্রসাদেই হইল।

অনন্তর শর্ব্বিলক বসন্তসেনার প্রতি সানন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর্য্যে! রাজা আর্য্যক ভবদীয় সৌজন্যগুণে পরিতুষ্ট হইয়া অদ্য হইতে আপনাকে বধূ নাম প্রদান করিলেন। বসন্তসেনা পরম প্রীতি লাভ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি চরিতার্থ হইলাম, জীবন সফল হইল, মনের অভিলাষ পূর্ণ হইল। শর্ব্বিলক বসন্তসেনার বধূচিত পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক চারুদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন আর্য্য! এই পরমোপকারী ভিক্ষুকের কি প্রত্যুপকার করা যাইবে, আজ্ঞা করুন। চারুদত্ত ভিক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে প্রাণপ্রদ দয়াসিন্ধু মহাশয়! আপনকার কি অভিমত ও বহুমত, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। ভিক্ষু বলিল, আর্য্য! সংসারের ঈদৃশ অনিত্যতা দর্শন করিয়া প্রব্রজ্যাতেই আমার দ্বিগুণতর স্পৃহা ও বহুমান হইতেছে, বিষয়-বাসনায় কোন মতেই প্রবৃত্তি হয় না। চারুদত্ত বলিলেন, সখে শর্ব্বিলক! যোগ-সাধনেই ইহাঁর অতিশয় দৃঢ়তা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিতেছি; অতএব বৌদ্ধগণের সর্ব্ব বিহারেই ইহাঁকে কুলপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত কর। শর্ব্বিলক, যাহা মহাশয়ের অভিমত, অদ্যাবধি ইনি সকল মঠের অধ্যক্ষ হইলেন। ভিক্ষু বলিলেন, আমি কৃতার্থ হইলাম। শর্ব্বিলক জিজ্ঞাসিল, স্থাবরকের কি হিত বিধান করা যাইবে? চারুদত্ত বলিলেন, এই সুশীল দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে

মুক্ত হউন, চন্দনক এই নগরীর দণ্ডপালক হউন, সেই চণ্ডালেরা সকল চণ্ডালের অধিপতি হউক, এবং রাজশ্যালকও পূর্ব্বে যে পদে নিযুক্ত ছিল, তাহাতেই থাকুক।

শর্ব্বিলক বলিল, আপনি যাহা যাহা আদেশ করিলেন, সমুদায় করিব; কিন্তু রাজশ্যালক দুর্ব্বৃত্তকে দেশে রাখা আমার অভিমত নহে, এতাদৃশ খলপ্রকৃতি নরাধমকে নির্ব্বাসিত করাই কর্ত্তব্য, জীবন-লাভই তাহার পক্ষে বিস্তর হইয়াছে। চারুদত্ত বলিলেন, না না, তাহাকে আশ্রয়ে রাখিয়া পালন করাই বিধেয়। শর্ব্বিলক কহিল, যদি নিতান্তই এই ইচ্ছা, তবে তাহাই হউক; সম্প্রতি নিবেদন এই, আর কি মহাশয়ের অভিলষিত আছে আজ্ঞা করুন, তদনুবর্ত্তী হই। চারুদত্ত বলিলেন, প্রিয়সখে! ইহা অপেক্ষা আরও কি প্রিয়তর আছে? দেখ আমার কি না হইল?—

বধার্থী বিপক্ষকুল, বিধাতাও প্রতিকূল,
অকূলে আমারে কূল, দিল না হে দিল না।
অপযশ-পারাবার, পুনর্ব্বার হব পার,
মনে হেন আশা আর, ছিল না হে ছিল না॥
আজি বিধি অনুকূল, ঘুচিল কলঙ্ক-শূল,
চরিত্র পবিত্রমূল, হইল হে হইল।
বিপক্ষ চরণে নত, তারে না করিয়া হত,
আশ্রিত পালন ব্রত, রহিল হে রহিল॥
অধার্ম্মিক ভূপে হানি, বন্ধু হলো পৃথ্বীজানি,
সিদ্ধ পুরুষের বাণী, থাকিল হে থাকিল।
প্রিয়ারে হেরিব আর, হেন মনে ছিল কার,
আসি প্রাণ সে আমার, রাখিল হে রাখিল॥
মিলন তোমার সনে, জায়া রক্ষা হুতাশনে,
যে আনন্দ আজি মনে, কি কব হে কি কব।
বল বল বন্ধুবর, জগতে ইহার পর,
কি বা আছে প্রিয়তর, বিভব হে বিভব॥

ফলতঃ যদি মানবের আশা-লতা বাসনাধিক-ফলশালিনী হয়, তবে বাসনা এই,—

ধরাধামে ধেনুচয়, যেন দুগ্ধবতী রয়,
ভূমি সর্ব্বশস্যময়, হয় যেন হয় হে।
বর্ষাকালে বর্ষে বর্ষে, বারিধর যেন বর্ষে,
তার গুণে এই বর্ষে, সব সুখময় হে॥
নাম জগতের প্রাণ, রাখে জগতের প্রাণ,
শীতল, সুগন্ধবান্, ধীরে যেন বয় হে।
প্রমোদে মানবগণ, রহে যেন অনুক্ষণ,
নিজ ধর্ম্মে দ্বিজগণ, রয় যেন রয় হে॥
রাজা নীতিপরায়ণ, প্রজা প্রতি রাখি মন,
যেন করে সুশাসন, অরি করি জয় হে।
প্রজা যদি রাজ-প্রিয়, প্রজা যদি রাজ-প্রিয়,
তবে হয় বড় প্রিয়, সুখ অতিশয় হে॥

অনন্তর সকলে ই আনন্দের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। চারুদত্তের জননী পুত্রের বিপৎ শুনিয়া এ পর্য্যন্ত শোকাভিভূতা, মূর্চ্ছিতা ও ভূতলশায়িনী হইয়া ই ছিলেন। চারুদত্ত, নিকটে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে আনন্দনীরে আপ্লাবিতা করিলেন। পরে মৈত্রেয়, শর্ব্বিলক ও চন্দনককে সঙ্গে লইয়া, নব ভূপতি আর্য্যকের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আর্য্যক চারুদত্ত-দর্শনে অপার আনন্দ-পারাবারে ভাসিতে লাগিলেন, এবং বহুযত্নে পরম বন্ধু চারুদত্তকে আপনার সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত করিলেন। উজ্জয়িনী নগরে পুনর্ব্বার সুখসমৃদ্ধি সমাগত হইল। সকলে ই পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।